পুরুলিয়ায় গীতাঞ্জলি ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 239 Monday, 29 July, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ২৩৯ সংখ্যা ❋ ১৩ শ্রাবণ ১৪৩১, সোমবার, ২৯ জুলাই, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

দেশের জন্য কিছু করার এটাই সুযোগ ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ শুরু হয়ে গিয়েছে 'দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ'। দেশবাসীর কাছে সেই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ভারতীয় খেলোয়াড়দের সমর্থনের আর্জি জানাতে নিজের মাসিক বেতার অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'কে বেছে নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রবিবার সকালে অনুষ্ঠানের ১১২তম পর্বে তাঁকে বলতে শোনা গেল, গোটা দেশের উচিত অলিম্পিকে অংশ নেওয়া ভারতীয় অ্যাথলিটদের সমর্থন করা। সেই সঙ্গেই আন্তর্জাতিক ম্যাথামেটিক্স অলিম্পিকের বিজয়ী ভারতীয়দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে অভিনন্দন জানান মোদি। গত শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছে প্যারিস অলিম্পিক। আর সেপ্রসঙ্গ তুলে মোদি এদিন বলেন, গোটা বিশ্বে এই মুহূর্তে প্যারিস অলিম্পিক নিয়েই আলোচনা। আমাদের খেলোয়াড়দের কাছেও সুযোগ বিশ্বমঞ্চে তেরঙ্গাকে তুলে ধরার। দেশের জন্য কিছু করার সুযোগ তাঁদের সামনে। আপনাদের সকলের উচিত ওঁদের উসাহিত করা। এরই পাশাপাশি ম্যাথামেটিক্স অলিম্পিক নিয়ে মোদি বলেন, আমাদের দল আন্তর্জাতিক ম্যাথামেটিক্স অলিম্পিকে অসাধারণ ফল করেছে। চারটি স্বর্ণপদক পেয়েছে। একশোরও বেশি দলের মধ্যে থেকে সেরা পাঁচে স্থান করে নিয়েছে। এরই পাশাপাশি দেশে খাদিজাত সামগ্রী বিক্রির পরিমাণ নিয়েও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন মোদি। তাঁকে বলতে শোনা যায়, খাদি গ্রামীণ শিল্পের টার্নওভার দেড় লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়েছে এই প্রথমবার। খাদির বিক্রি বেড়েছে চারশো শতাংশ। এই বিক্রি বৃদ্ধির বিষয়টি চাকরির ক্ষেত্রকেও প্রশস্ত করছে। সেই সঙ্গেই এদিনের অনুষ্ঠানে মোদি জানিয়েছেন, সরকার একটি বিশেষ কেন্দ্র খুলতে চলেছে যার নাম ' মাদকাসক্তদের মূলস্রোতে ফেরাতেই এই প্রয়াস। কদিন আগেই সরকার এই পোর্টালটির সূচনা করেছে। সেই সঙ্গে একটি টোল ফ্রি নম্বরও রয়েছে। ১৯৩৩। এই নম্বরে ফোন করে যে কেউ পুনর্বাসন সংক্রান্ত তথ্য বা পরামর্শ চাইতে পারেন। প্রসঙ্গত, তিন মাসের জন্য বন্ধ ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'মন কি বাত'। লোকসভা নির্বাচনের শেষে তৃতীয় বারের জন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন তিনি। তার পর গত জুন থেকে ফের নতুন করে শুরু হয়েছে তাঁর এই মাসিক বেতার অনুষ্ঠান।

বিদেশে পড়তে গিয়ে ৫ বছরে মৃত ৬৩৩ ভারতীয় পড়ুয়া!

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ বিদেশে পড়তে গিয়ে গত ৫ বছরে মৃত্যু হয়েছে ৬৩৩ জন ভারতীয় পড়ুয়ার। সম্প্রতি লোকসভায় এমনই চাঞ্চল্যকর পরিসংখ্যান তুলে ধরলেন বিদেশমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তিবর্ধন সিং। শুধু তাই নয়, রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে এই ৫ বছরে সবচেয়ে বেশি পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে কানাডাতে।সংসদে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৫ বছরে ১৭২ জন ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে কানাডাতে। এর পর তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমেরিকা। এখানে ১০৮ জন ছাত্রের মৃত্যু হয়েছে গত ৫ বছরে। এছাড়া, ইংল্যান্ডে ৫৮, অস্ট্রেলিয়ায় ৫৭, রাশিয়ায় ৩৭, ইউক্রেনে ১৮, জার্মানিতে ২৪, জর্জিয়া, কিরঘিজস্তান ও সাইপ্রাসে ১২ এবং চিনে ৮ জন ভারতীয় পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে গত ৫ বছরে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াও আরও নানা কারণে প্রাণ হারিয়েছেন প।ড়য়ারা। তবে মৃত ৬৩৩ পড়ুয়ার মধ্যে আততায়ী হামলায় মৃত্যু হয়েছে ১৯ জনের। কানাডাতে খুন হয়েছেন ৯ জন। প।ুয়া খুনের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমেরিকা। এখানে আততায়ী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৬ জন। সংসদে দাঁড়িয়ে কীর্তিবর্ধন সিং বলেন, বিদেশের মাটিতে ভারতীয় প।ুয়াদের মৃত্যুর ঘটনায় যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত সরকার। গত ৫ বছরে যে ৬৩৩ জন পড়ুয়ার মৃত্যু হয়েছে সেখানে মৃত্যুর কারণ হিসেবে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনা, চিকিৎসার পাশাপাশি আততায়ী হামলার ঘটনাও ঘটেছে। নিশ্চিতভাবে বিদেশের মাটিতে ভারতীয় পড়ুয়াদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায় ভারত সরকারের।

নিয়োগ-দুর্নীতির ৬৭ কোটি টাকা চাষের জমিতে! সামনে আনল তদন্তকারীরা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২৮ জুলাই ঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে একের পর এক ভানুমতির খেল হচ্ছে! শিক্ষা দুর্নীতি মামলার তদন্তে নেমে ইডি ও সিবিআই এক যোগেই দাবি করছিল, এই দুর্নীতির জাল কত দূর পর্যন্ত বিস্তৃত, সেটার হদিশ পাওয়াই কঠিন। ইতিমধ্যেই এই মামলায় প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়-সহ একাধিক মাথা জেলবন্দি। তাঁদের দিকে যখন ফোকাস আধিকারিকদের, তখন প্রকাশ্যে এল, দুর্নীতির নীচু তলার লোকেরাই চাকরি বিক্রি করে বিপুল পরিমাণ টাকা কামিয়েছেন। আর সেই অঙ্কটা দেখে চক্ষু চড়কগাছ আধিকারিকদের। তদন্তকারীরা এমন ৯১ টি কোম্পানির হদিশ পেয়েছে, যাদের সম্পত্তির পরিমাণ ৬৭ কোটি টাকা। তদন্তকারীরা জানাচ্ছেন, ৯১ টি কোম্পানি হল অ্যাগ্রো ফার্মিং সংস্থা। তারই মুনাফা হিসাবে দেখানো হয়েছে ৬৭ কোটি টাকা। খাতায় কলমে ২০১৭ সালের পর থেকে তৈরি হওয়া কোম্পানিগুলির অডিট রিপোর্ট দেখে ইডি আধিকারিকরা স্পষ্টই জানিয়েছেন, কার্যত সেখানে কোনও ব্যবসায়ীক লেনদেন নেই। প্রশ্ন, ব্যবসায়ীক লেনদেন ছাড়াই কীভাবে ৬৭ কোটি টাকা রোজগার হল? আরও উল্লেখ্য, ওই ৬৭ টি অ্যাগ্রো ফার্মিং সংস্থার জমির পরিমাণ দেখানো হয়েছে ৭ কাঠা। ইডি আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, আসলে শিক্ষা দুর্নীতির টাকাই ঢুকেছে ওই 'চাষের ক্ষেত্রে'। তদন্তকারীরা এও জানাচ্ছেন, মিডলম্যান প্রসন্ন রায়ের একাধিক ইমেল খতিয়ে দেখে এর প্রমাণ মিলেছে। প্রার্থীদের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার বিষয়টি ইমেলে নাম উল্লেখ করে তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রোগ্রাম অফিসার সমরজি আচার্যকে পাঠিয়েছেন। সেই নথি ইতিমধ্যেই উদ্ধার হয়েছে। যাঁরা টাকা দিয়েছেন, তাঁদেরও বয়ান রেকর্ড হয়েছে। ইডি আধিকারিকদের ইঙ্গিত কেবল মাত্র নবম দশম এবং একাদশ দ্বাদশ পর্যায়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার নিয়োগ থেকেই এই বিপুল অর্থ আত্মসাৎ করেছেন প্রসন্ন। পাশাপাশি, গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি নিয়োগেও সমান ভাবে যুক্ত প্রসন্ন এবং প্রদীপ।

ছয় রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ রাষ্ট্রপতি মুর্মুর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ছ'টি রাজ্যে নতুন রাজ্যপাল নিয়োগ করলেন। সেই সঙ্গেই তিনটি রাজ্যের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল বদলও করেছেন তিনি। রাষ্ট্রপতি ভবনের তরফে এই খবর জানানো হয়। জানা গিয়েছে, সিকিমের নতুন রাজ্যপাল করা হয়েছে বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা ওমপ্রকাশ মাথুরকে। অন্যদিকে এতদিন সিকিমের রাজ্যপাল থাকা লক্ষ্মণপ্রসাদ আচার্যকে এবার করা হল অসমের রাজ্যপাল। পাশাপাশি তিনিই সামলাবেন মণিপুরের রাজ্যপালের দায়িত্বও। প্রসঙ্গত, এবছরের ফেব্রুয়ারি থেকে মণিপুরের রাজ্যপাল ছিলেন অনুসুইয়া উইকে। অন্যদিকে এতদিন অসমের রাজ্যপালের দায়িত্বে থাকা গুলাবচাঁদ কাটারিয়াকে এবার করা হল পাঞ্জাবের রাজ্যপাল। পাঞ্জাবের দায়িত্বে থাকা বনওয়ারিলাল পুরোহিত ইস্তফা দেওয়াতেই এই সিদ্ধান্ত। তবে গুলাবচাঁদ কেবল পাঞ্জাবের নয়, সামলাবেন কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চণ্ডীগড়ের প্রশাসকের দায়িত্বও। মহারাষ্ট্রের নতুন রাজ্যপাল করা হয়েছে সিপি রাধাকৃষ্ণাণকে। সেরাজ্যের দায়িত্ব থেকে সরানো হল রমেশ বৈসকে। রাধাকৃষ্ণ এতদিন তেলেঙ্গানার রাজ্যপালের অতিরিক্ত দায়িত্বও সামলাচ্ছিলেন। এবার তেলেঙ্গানার প্রশাসকের দায়িত্বে ত্রিপুরার প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণুদেব বর্মা। পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের নতুন রাজ্যপাল হলেন সন্তোষকুমার গঙ্গওয়ার। এদিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরির লেফটেন্যান্ট গভর্নর হয়েছেন কে কৈলাসনাথ। ছত্তিশগড়ের রাজ্যপাল হয়েছেন রেমন ডেকা। মেঘালয়ের প্রশাসকের দায়িত্বে কর্নাটকের প্রাক্তন সাংসদ সিএইচ বিজয়শংকর। রাজস্থানের রাজ্যপাল করা হয়েছে হরিভাউ কিষাণরাও বাগদেকে। তিনি মহারাষ্ট্রের বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা। এতদিন মরুরাজ্যের রাজ্যপালের দায়িত্বে ছিলেন কালরাজ মিশ্র।

মধ্যপ্রদেশে মৃত্যুদূত ডায়রিয়া! ১০ দিনে দুই শিশু-সহ মৃত ৭

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ ডায়রিয়া আতঙ্কে ভুগছে মধ্যপ্রদেশের মান্ডলা জেলা। বিগত দশদিনে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ২ শিশু-সহ পাঁচ মহিলার মৃত্যু হয়েছে। ১৫০ জন ভর্তি রয়েছেন হাসপাতালে। আদিবাসী অধ্যুষিত এই জেলার জলবাহিত রোগ চিন্তা বাড়িয়েছে প্রশাসনের। অন্যদিকে, উমারিয়া জেলাতেও নতুন করে সংক্রমণ রক্তচাপ বাড়িয়েছে মধ্যপ্রদেশ সরকারের। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, মূলত মান্ডলা জেলার ঘুঘরি ব্লকের দেবরাহা বাহমনি ও বিছিয়া ব্লকের মাঝোপুর গ্রামে ডায়রিয়ার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। মৃত ৭ জনের মধ্যে চারজন ছিলেন দেবরাহা বাহমনি গ্রামের বাসিন্দা। বাকি তিনজনের বাড়ি মাঝোপুর গ্রামে। তাঁরা প্রত্যেকেই অসুস্থ হয়ে স্থানীয় হাসপাতালে চিকিসাধীন ছিলেন। খাবার এবং জলে সংক্রমণের জেরে এই সাতজনের মৃত্যু হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। মান্ডলার এক স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক যতীন্দ্র ঝারিয়া জানিয়েছেন, এই দুই গ্রাম থেকেই ডায়রিয়ায় অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ১৫০ জন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় জেলা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যদপ্তরের তৈরি মেডিক্যাল দল কাজ করছে, বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রচারও চালানো হচ্ছে। ঝারিয়া আরও জানিয়েছেন, দুই গ্রাম আদিবাসী অধ্যুষিত। গ্রামগুলিতে কী ভাবে ডায়েরিয়া ছড়াল তা খতিয়ে দেখতে সেখানে বিশেষজ্ঞদের দল পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতেও যাতে ডায়েরিয়া ভয়ানক রূপ ধারণ করতে না পারে সেই দিক নজর রাখা হচ্ছে।অন্যদিকে, ডায়ারিয়ার

গয়া থেকে কলকাতার ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করল পুলিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ অপহৃত হয়েছিলেন কলকাতা থেকে, আর উদ্ধার করা হল বিহার থেকে। কলকাতার অপহৃত ব্যবসায়ীর তিনদিনের মাথায় মিলল খোঁজ। গ্রেপ্তার করা হল এক অভিযুক্তকে। মোবাইলের টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে অভিযান চালিয়েছিল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। অপহৃত ব্যবসায়ীর নাম মোহন চক্রবর্তী। তিনি দুষ্প্রাপ্য তথা অ্যান্টিক মূর্তির বেচাকেনা করতেন। সেই সূত্র ধরেই বিহারের গয়ায় গিয়েছিলেন। সেখান থেকেই তাঁকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ। ফোন করে পরিবারের কাছ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছিল। এর পরই ২৫ জুলাই চিৎপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করে মোহনের পরিবার। সেই অভিযোগর উপর ভিত্তি করে তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ। শেষমেশ মোবাইলের লোকেশন ট্র্যাক করে বিহারের গোয়ায় পৌঁছে যায় কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দারা। মোহনকে উদ্ধার করা হয়। সেখান থেকে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে আটক করা হয় বলে পুলিস সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে। পরে তাঁর কথাবার্তায় পুলিশ সন্তুষ্ট না হওয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বাকিদের খোঁজ চলছে। দুজনকেই বিশেষ রিমান্ডে কলকাতায় নিয়ে আসা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মোহনের কাছ থেকে অ্যান্টিক বস্তুটি ছিনিয়ে নিতেই অপহরণ করা হয়েছিল। পুরো বিষয়টি জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরিকল্পনা রয়েছে পুলিসের।

মমতার 'অপমান' নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা, আজ উত্তাল হতে পারে বিধানসভা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ গত পরশুই নীতি আয়োগের বৈঠকে বাংলার দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাকে বলতে দেওয়া হয় নি। বাজেট বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে গিয়ে 'অপমানিত হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বার বার বেল বাজিয়ে 'স্টপ স্টপ' বলে তাঁর মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয় বলেই অভিযোগ। সূত্রের খবর, সোমবার রাজ্য বিধানসভায় জিরো আওয়ারে এই নিয়ে আলোচনা হতে পারে। থাকতে পারেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। তার স্বাভাবিকভাবেই বিধানসভায় তৃণমূলের প্রতিবাদের ঝড় উঠতে পারে।নীতি আয়োগের বৈঠকে অংশ নিলেও, তাঁর কণ্ঠরোধ করার আশঙ্কা আগেই করেছিলেন মমতা। শুক্রবারই মমতা বলেছিলেন, আমি আমার বক্তব্য রেকর্ড করাতে বৈঠকে যোগ দিচ্ছি। বলতে না দিলেই কক্ষত্যাগ করব। কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। শনিবার বৈঠকের শুরুতে প্রায় ২০ মিনিট বক্তৃতা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। একে একে মুখ্যমন্ত্রীদের বলতে দেওয়া হয়। মমতা বঞ্চনার কথা তুলে ধরতেই বৈঠকের তাল কাটে। ফলে ৫ মিনিটেরও বেশি মমতাকে বলতে দেওয়া হয়নি। সাধারণত সংসদ এবং বিধানসভায় সময়ের অতিরিক্ত বলতে গেলে মাইক বন্ধ করে

দেওয়ার রীতি আছে। কিন্তু নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তৃতা বন্ধ করে দেওয়া নজিরবিহীন। তাই চূড়ান্ত ' হয়ে নীতি আয়োগের বৈঠক থেকে ওয়াকআউট করেন মমতা। মুখ্যমন্ত্রীর 'অপমানের প্রতিবাদে রাজ্যে দিকে দিকে প্রতিবাদে নামেন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। আজ তার আঁচ পড়তে পারে বিধানসভায়। এই ইস্যুতে আলোচনার সম্ভাবনা। বিধানসভায় প্রতিবাদে সোচ্চার হতে পারেন তৃণমূল বিধায়করা। উল্লেখ্য, শনিবার দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরে এই বৈঠক নিয়ে একের পর এক বোমা ফাটান মমতা। তিনি বলেছিলেন, বাংলার বঞ্চনা নিয়ে সরব হয়েছিলেন বলেই তাঁর মুখ আটকানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এদিন আরও একবার তিস্তার জলবণ্টন, ফরাক্কার ড্রেজিং নিয়েও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হন তিনি।

তৃণমূল কংগ্রেসে সমাজবিরোধীদের জায়গা নেই বললেন সৌগত রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ ২১শে জুলাইয়ের সভার পরেই দলে যেন শুদ্ধিকরণের বন্যা। উঁচু থেকে নিচু তলার ঘাসফুল কর্মীদের এখন লক্ষ্য যেন শুধরে যাওয়া। শুধু তাই নয়, দলীর মিটিং মিছিলে এখন নেতারা সরাসরি সমঝে চলার বার্তা দিচ্ছেন। একদম সরাসরি। সৌগত রায় সম্প্রতি বলেছেন, দলে সমাজবিরোধীদের জায়গা নেই। আবার অশোকনগরের বিধায়ক বলেছেন যে লেজ মোটা হলে কেটে দেবেন অভিষেক। আমডাঙার আওয়াল সিদ্দি চৌমাথায় একটি রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠানে যোগ দেন নারায়ণ গোস্বামী। ওই অনুষ্ঠান মঞ্চে দাঁড়িয়ে অশোকনগরের বিধায়ক বলেন, 'সবাই খারাপ বলছি না। ২-১জন যদি এমন থাকে তাঁদের জন্য সতর্কবার্তা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ময়দানে নেমে পড়েছেন। আপনি পুজো সদস্য কিংবা পঞ্চায়েত সদস্য। আপনার লেজ ফুলে মোটা হয়ে গিয়েছে। কেউ কাটতে পারবে না। অভিষেক কেটে দেবেন মা বলার

সময় পাবেন না। সুতরাং মানুষের অধিকার, মানুষকে দিতে হবে।' একটি সভা থেকে মমতার নির্দেশের কথা স্মরণ করিয়ে সৌগত বলেন, ' সরকারের যা দৃষ্টিভঙ্গি, তা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি বলেছেন, আমাদের কোনও সমাজবিরোধীর প্রয়োজন নেই।' তিনি আরও বলেন যে, তিনি বলেন, ' নির্বাচনে আগেও বলেছি, সমাজবিরোধীকে দিয়ে ভোট চাই না। তাই যাঁরা সমাজবিরোধীদের কাজ করছেন, তাঁদের বলছি সামলে যাও। সামলে না গেলে তোমাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানুষ শান্তিতে থাকবে। নিজের কাজ করবে। সেখানে কেউ তোলা চাইবে, জুলুম করবে, এ সব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার হতে দেবে না।'প্রসঙ্গত ২১শে জুলাইয়ের মঞ্চে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারির পরেই দলে যেন শুদ্ধিকরণের বন্যা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'বিত্তবানদের'নয়, বিবেকবানদের দল হতে হবে তৃণমূলকে। আমি দলে বিত্তবান লোক চাই না। বিবেকবান লোক চাই। পয়সা আসে, চলে যায়। কিন্তু সেবার কোনও বিকল্প নেই।'

নিয়োগের দাবি নাছোড় লড়াই আপার প্রাইমারির চাকরিপ্রার্থীদের, ধর্মতলায় হামাগুড়ি দিয়ে প্রতিবাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ চাকরির দাবিতে চলেছে একটানা আন্দোলন। এবার ফের রাতপথে নামলেন আপার প্রাইমারির চাকরি প্রার্থীরা। চলল স্লোগান। শিয়ালদহ থেকে ধর্মতলা পর্যন্ত চলল মিছিল। শেষে ধর্মতলায় হামাগুড়ি দিয়ে চলল প্রতীকী প্রতিবাদ। একজন চাকরিপ্রার্থীকে অসুস্থও হয়ে পড়তে দেখা যায়। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালেও পাঠানো হয়। এদিকে যে মুহূর্তে ধর্মতলার দখল নেয় চাকরিপ্রার্থীরা ঠিক তখনই মাঠে নামে পুলিশও। চাকরিপ্রার্থীদের বুঝিয়ে রাস্তা থেকে সরানোর চেষ্টা করা হয়। আন্দোলনের প্রথমসারি প্রচুর মহিলা মুখে দেখা গেলে প্রচুর সংখ্যায় মহিলাও পুলিশও রাস্তায় নামে। তবে বিক্ষোভ তুলতে নারাজ চাকরি প্রার্থীরা। সাফ বলছেন, ২০১৪ সালের পর পর ১০ বছর কেটে গিয়েছে। ২০১৪ সালের নোটিফিকেশনে বলা হয়েছিল গেজেট মেনে সম্পূর্ণ আপডেট সিটে নিয়োগ করা হবে। কিন্তু, কমিশন এখনও ১৪ হাজার ৩৩৯ পদের কথাই কমিশন বলে যাচ্ছে। কিছুই হচ্ছে না। আমরা চাই আমাদের আপডেট সিটের দাবিটা ভাল করে দেখা হয়। আমরা চাই আমাদের ইন্টারভিউ নিয়ে দ্রুত নিয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।

খাতাই খুলতে পারল না বিজেপি

তমলুকে আরও ১ সমবায় সমিতি দখল তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, তমলুক, ২৮ জুলাই ঃ বিরোধীদের সমস্ত প্রত্যাশা জলে পড়ল। লোকসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পরেও ঘুরে দাঁড়াল তৃণমূল। তমলুকের একটি সমবায় সমিতির নির্বাচনে সবকটি আসনেই বিপুল ভোটে জয়ী তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীরা। রবিবার রাম-বামের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ময়দানে নেমে একেবারে বিরোধী শূন্য সমবায়। সবুজ আবির উড়িয়ে ফের বাঁধভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়লেন দলীয় কর্মী-সমর্থকরা। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, তমলুক ব্লকের উত্তর সোনামুই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নিমতৌড়ি সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি। নবনির্মিত জেলা প্রশাসনিক দপ্তর সংলগ্ন নিমতৌড়ি পার্শ্ববর্তী কুলবেড়িয়া, সাঁওতালচক, উত্তর নারকেলদা ও উত্তর সোনামুই-সহ প্রায় ৫টি বুথ এলাকার উপভোক্তাদের নিয়ে শুরু হয়েছিল এই সমবায় নির্বাচনের প্রক্রিয়া। বিগত দিনেও এই সমবায়ের ক্ষমতায় শাসকদল থাকলেও নতুন উদ্যমে এই সমবায় সমিতির নির্বাচন শুরু হয়। যার ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৬৭ এবং আসন সংখ্যা ৯ টি। কিন্তু একটি আসন সংরক্ষণের গেরোয়ে কোন পক্ষের পক্ষ থেকে প্রার্থী দেওয়া না গেলেও বাকি ৮টি আসনেই প্রার্থী দেয় শাসক দল ও প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে বিজেপি। এদিকে ৪টি আসনে প্রার্থী দিতে সক্ষম হয় বামেরা। এমন অবস্থায় এই এলাকায় বিগত পঞ্চায়েত নির্বাচন ও লোকসভা নির্বাচনে মোটের উপর ফলাফল অনুকূলে থাকায় প্রায় সর্বশক্তি দিয়ে এই নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে বিজেপি। অন্যদিকে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে এই সমবায় সভাপতি নির্বাচিত ছিল শাসকদলের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। এভাবেই টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে রবিবার সকাল থেকেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় শুরু হয় ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া। সমবায় সমিতি সংলগ্ন নিমতৌড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্বাচনী ক্ষেত্র তৈরি করে শুরু হয় ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া।

অবশেষে রাজনীতির ময়দানে প্রশান্ত কিশোর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ অবশেষে রাজনীতির ময়দানে নামলেন প্রশান্ত কিশোর। নেতা হিসাবে পরিচিত হতে চান তিনি। বিখ্যাত ভোটকুশলী জানিয়েছেন, আগামী ২ অক্টোবর রাজনৈতিক দল হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছে তাঁর জন সুরজ অভিযান। ওই দিন অন্তত দেড় লক্ষ মানুষ নতুন দলের নেতা হিসাবে যোগ দেবেন বলেও জানিয়েছেন পিকে। বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রত্যেকটি আসনে লড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে পিকের দলের। রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজিস্ট হিসাবে অবসর নেওয়ার পরে জন সুরজ অভিযান শুরু করেছিলেন প্রশান্ত কিশোর। বছর দুয়েক আগে শুরু হওয়া এই অভিযানকে অনেকে রাজনৈতিক দলের তকমা দিলেও তা অস্বীকার করেছেন। পিকের মত ছিল, যারা বদল চায়, এটা তাদের জন্য একটা মঞ্চ মাত্র। এখনই তিনি কোনও রাজনৈতিক দল তৈরি করছেন না। তবে আগামী দিনে যে তিনি নিজের দল গড়েই প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে নামতে চান, তার স্পষ্ট ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন বছর দুয়েক আগেই। এবার আনুষ্ঠানিকভাবে 'ভোট কুশলী থেকে নেতা' হতে চলেছেন পিকে। যদিও রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, তিনি মোটেই নতুন দলের নেতৃত্বে থাকছেন না। জন সুরজ যাত্রার সঙ্গে জড়িত আধিকারিকদের নিয়ে তিনি রাজ্যজুড়ে ৮টি বৈঠক করেছেন। সেই বৈঠকেই স্থির করা হয়েছে দলের নেতা কীভাবে বেছে নেওয়া হবে। আত্মবিশ্বাসী পিকের দাবি, জন সুরজ আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক দল হয়ে যাওয়ার পরে অন্তত ১ কোটি মানুষ দলের সঙ্গে যোগ দেবেন।

উত্তর প্রদেশে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে যোগী

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ লোকসভা নির্বাচনে উত্তর প্রদেশে বিরাট ধাক্কা খেয়েছে বিজেপি। গেরুয়া শিবিরকে টেক্কা দিয়ে ফার্স্ট হয়েছে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি। বিধায়কের পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ বিধানসভার বিরোধী দলনেতাও ছিলেন অখিলেশ। সাংসদ নির্বাচিত হওয়ায় বিরোধী দলনেতার পদ ছেড়ে দিয়েছেন অখিলেশ। সেই দায়িত্ব পেলেন দলের বর্ষীয়ান নেতা মাতা প্রসাদ পাণ্ডে। উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে চেনা নাম মাতা প্রসাদ পাণ্ডে। ৯ বারের বিধায়ক পাণ্ডে দু'দফায় স্পিকারের দায়িত্ব সামলেছেন। বর্তমানে তিনি সিদ্ধার্থনগরের ইটওয়া আসনের বিধায়ক। প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী তথা কান্থের বিধায়ক কমল আখতারকে বিধানসভায় সমাজবাদী পার্টির মুখ্য সচেতক এবং রানিগঞ্জের বিধায়ক রাকেশ কুমার ভার্মাকে ডেপুটি হুইপ করা হয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লোকসভা ভোটের ফলাফল থেকে এটা পরিষ্কার যে উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় বিজেপির উপর চরম ক্ষুব্ধ। অখিলেশ যাদব এই বিষয়টি মাথায় রেখেই পূর্ব উত্তর প্রদেশের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নেতা মাতা প্রসাদ পাণ্ডেকে বিরোধী দলনেতার পদে বসিয়েছেন।

ভূস্বর্গকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে বড়সড় পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন জম্মু সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি সিল করা হবে

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ যে করেই হোক উপত্যকায় জঙ্গি হামলা বন্ধ করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। কারণ দফায় দফায় জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘুম ছুটিয়েছে সেনার। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে অনুপ্রবেশের চেষ্টা। কাশ্মীর ছাড়িয়ে জঙ্গিরা মূলত টার্গেট করছে জম্মুকে। এহেন অবস্থায় এবার ভূস্বর্গকে সন্ত্রাসমুক্ত করতে বড়সড় পদক্ষেপ নিচ্ছে প্রশাসন। গোটা পরিস্থিতি সামাল দিতে জম্মু ও কাশ্মীরের ডিজিপি আরআর সওয়াইন জানালেন, যে সব এলাকা দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটেছে তা ইতিমধ্যেই চিহ্নিত হয়েছে। অনুপ্রবেশ আটকাতে পাক-জম্মু সীমান্তের প্রতিটি ইঞ্চি সিল করা হবে।

সাক্ষাৎকারে ডিজিপি বলেন, জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লড়তে এবার ' ডিফেন্স গ্রুপ'কে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে। আগের তুলনায় আরও অত্যাধুনিক অস্ত্র দেওয়া হচ্ছে তাঁদের। সেনা, পুলিশ ও সেন্ট্রাল ফোর্সের আওতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। যাতে জঙ্গিরা গ্রামে ঢুকলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রতিহত করা যায়। পুলিশ কর্তা বলেন, মাত্র ৪-৫ জন জঙ্গি একটা গোটা এলাকাকে প্রভাবিত করছে। যান চলাচলে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। এর সুবিধা পাচ্ছে জঙ্গিরা। ভারতে ঢুকে উঁচু জায়গায় ঘাঁটি গে।েে সেনার উপর হামলা চালাচ্ছে তারা। কাশ্মীরে সেভাবে সুবিধা করতে না পেরে এখন জম্মুকে টার্গেট করছে জঙ্গিরা। পুলিশ কর্তার দাবি

অনুযায়ী, বর্তমানে ৫০-৮০ জন জঙ্গি জম্মুর কাঠুয়া, রিয়াসি, ডোডা, উদমপুরের মত জায়গায় ঘাঁটি গেড়েছে। তবে এদের জন্য বিপদ অপেক্ষা করছে শীতে। শীতকালে পাহাড়ি স্থানীয় বসতি সরবে, ফলে জঙ্গিদের থাকা-খাওয়া নিয়ে সমস্যা হবে। জম্মুতে যেখানে বরফ নেই সেখানে সবুজ ঘেরা এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে জঙ্গিরা। তবে ডিসেম্বরে ওই অঞ্চলে কোনও জনবসতি থাকবে না। তখন জঙ্গিদের কাছে তিনটি বিকল্প থাকবে পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া, বরফের মধ্যে আশ্রয় নেওয়া, নয় মৃত্যু। নাহলে কাশ্মীরে ফিরতে হবে তাদের। যেখানে ঢুকতে গেলেই জঙ্গিদের নিরাপত্তা বাহিনীর মুখে পড়তে হবে। এদিকে অনুপ্রবেশের সম্ভাব্য এলাকাগুলিতে আরও বেশি করে নিরাপত্তাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ আরও বাড়িয়ে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত খবরাখবর যাতে জোগাড় করা যায় সে চেষ্টাও চলছে। এদিকে সন্ত্রাস মোকাবিলায় উপত্যকায় কোমর বেঁধে মাঠে নেমে পড়েছে সেনা। ২০০০ বাড়তি সেনা মোতায়েন করা হয়েছে জম্মু ও কাশ্মীরে। ১২ বছর পর জম্মুর পাহাড়ের চূড়ায় মোতায়েন রয়েছে সেনা। উদ্দেশ্য, গুলির যুদ্ধ শুরু হলে জঙ্গিদের পাহাড়ের উপর পর্যন্ত নিয়ে আসা। পাশাপাশি লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের খোঁজে জায়গায় জায়গায় শুরু করা হয়েছে চিরুনি তল্লাশি বলে খবর মিলেছে।

দিল্লির বাসে বোমাতঙ্ক, তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ শনিবার রাতে দিল্লির একটি বাসে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে সঙ্গে-সঙ্গে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল এবং পুলিশ। হাজির হয় বোম স্কোয়াড। ঘটনাটি ঘটেছে দিল্লির নজফগড় রোডে। জানা যায়, আচমকাই একটি বাসে বোমাতঙ্ক ছড়ায়। শনিবার রাত প্রায় ১২টা নাগাদ খবর যায় দমকলে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান দিল্লি ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা। উপস্থিত হয় বোম স্কোয়াড। দীর্ঘক্ষণ চলে তল্লাশি। বাস চালক জানিয়েছেন, যাত্রীদের আসনের নীচে সন্দেহজনক জিনিস দেখতে পেয়ে দ্রুত বাসে থাকা যাত্রীদের নেমে যেতে বলা হয়। ফোন করা হয় পুলিশে। সঙ্গে সঙ্গে টহলদারি পুলিশের গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। চলে আসে দমকল ও বোম স্কোয়াড।

সাগর উত্তাল, মৎস্যজীবীদের জন্য জারি সতর্কতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের উপর অবস্থিত নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার সম্ভাবনা। এর ফলে রবিবার সমুদ্র উত্তাল হয়ে ঝোড়ো হাওয়ার গতি ঘণ্টায .৬০ কিমি পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে, এমনটাই পূর্বাভাস। হাওয়া অফিস সতর্ক করেছে যে, আগামী ৪৮ ঘণ্টা মস্যজীবীদের সমুদ্রে যাওয়ায় সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। আবহাওয়া দফতর সূত্রে খবর, বঙ্গোপসাগরে এদিন নিম্নচাপ গভীর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সেই কারণে সমুদ্র ও নদী উত্তাল হওয়ার সম্ভবনা। মৎস্যজীবীদের গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়ায় সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। হাওয়া অফিস জানিয়েছে, ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের বাতাসের গতিবেগ এদিন থাকতে পারে ৪০-৬০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়। জানা যাচ্ছে, নিম্নচাপটি ওড়িশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় রবিবার বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে খাঁচাবন্দী হল লেপার্ড

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৮ জুলাই ঃ ফের ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে খাঁচাবন্দী হল লেপার্ড। এদিন ডুয়ার্সের আটিয়াবাড়ি চা বাগানের নয় নম্বর সেকশনে বনদফতরের পাতা খাঁচায় খাঁচাবন্দী হয় একটি পূর্ণবযস্ক পুরুষ লেপার্ড। ঘটনাস্থলে বনদফতরের বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বনকর্মীরা পৌছে খাঁচাবন্দী লেপার্ডটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।

ঝাড়গ্রামে ফের সফরে গেলেন রামলাল

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ২৮ জুলাই ঃ আজ সকালে, রবিবারের ছুটিতে রামলাল আবারও ঝাড়গ্রাম শহরে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। ঝাড়গ্রামে রামলালকে দেখে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে মানুষের মধ্যে। শহরে তোলপাড় শুরু হয় এবং লোকজন এদিক ওদিক দৌড়াতে থাকে। ঝাড়গ্রাম শহরের শ্রীরামপুর, বেনাগেরিয়া, সুভাষপল্লী, পুরাতন ঝাড়গ্রামে বহুদিন ঘুরে বেড়াতেন রামলাল। তার সফরে রামলাল অনেক জায়গায় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিলেন। তবে রামলালকে দেখতে প্রচুর লোক জড়ো হয়েছিল, যারা দূর থেকে তার কার্যকলাপ দেখছিল। রামলালকে দেখে কেউ কেউ ভীত, আবার কেউ উত্তেজিত। আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন কে রামলাল, তাহলে আমরা আপনাকে বলি যে রামলাল একটি গজরাজের নাম, রামলাল নামের এই হাতিটি মানুষের মধ্যে খুব বিখ্যাত। এই এলাকায় একটি বিখ্যাত হাতির বিচরণ রয়েছে। রামলাল নামের এই গজরাজ প্রায়শই শহরে আসে এবং পণ্য তৈরি করে। ঘন ঘন হওয়ার কারণে লোকেরা এর নাম দিয়েছে রামলাল। গত কয়েক মাস ধরে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে সফর করছেন। রামলাল বিভিন্ন জায়গায় আসেন এবং কখনও কখনও প্রয়োজনাও করেন।

যে দিন ভেসে গেছে, চোখের জলে তারি ছায়া পড়েছে শ্রাবণ গগনতলে...'

২৫ জুলাই, শান্তিনিকেতনের নয়ন ছেড়ে শেষবার রবি গেলেন চলে...

ভোরবেলাতেই কবি পোশাক পরে তৈরি। বসে আছেন উদয়নের পুবদিকের জানলার কাছে। শান্তিনিকেতনের শেষ ভোরকে যেন শেষবেলার ইন্দ্রিয় দিয়ে শুষে নিচ্ছেন। শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সত্তর বসরের স্মৃতি জড়িত কবি কি বুঝতে পেরেছিলেন এই তাঁর শেষ যাত্রা? সকাল থেকে শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকদের মনে ' অসুস্থ গুরুদেব যাবেন কলকাতায়। চিকিৎসার জন্য। সকাল থেকেই তাঁরা ভিড় জমাচ্ছিলেন শান্তিনিকেতনের ' ভবনের সামনে। কণ্ঠে গান - এ দিন আজি কোন্ ঘরে গো খুলে দিল দ্বার আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার...'' গাইতে গাইতে তারা উদয়নের ফটক পেরিয়ে কবির জানলার নীচে এসে দাঁড়াল। কবি জানলার পাশে বসে ছেলেমেয়েদের ভালোবাসা গ্রহণ করলেন। এরা একদিনও অসুস্থ কবির কাছে আসতে পারেনি। তাদের নিরুচ্চার প্রার্থনায় কবি অশ্রুভেজা হয়ে উঠলেন। কেন এত রক্তমাংসের আবেগ হচ্ছে তাঁর, বুঝতে পারছেন না। শান্তিনিকেতন ছো যেতে তাঁর মন চাইছে না। মনে হচ্ছে এই-ই শেষ যাত্রা। স্বপ্নের পৃথিবীতে আর ফেরা হবে না। কত স্মৃতি মনে ভি। করছে। কেউ তাঁর ভেতরটা পড়ে দেখছে না! কর্মকর্তারা তাঁকে সুস্থ করার নামে কেন আশ্রমের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে? ক্রমে সময় হয়ে এল। বুকটা ব্যথায় টনটন করছে কবির। অসুস্থ কবিকে ইজিচেয়ারে করে নামিয়ে আনা হল নীচে। উদয়ন প্রাঙ্গণে তিনি একটু অপেক্ষা করলেন। কালো দীঘল টানা টানা চোখে কালো রোদ চশমা। আশপাশ থেকে সেই দৃশ্য দেখে শান্তিদেব ঘোষ একা-একাই ফুঁপিয়ে উঠলেন। তাঁর মনে হল, বিদায়বেলার বেদনা তাঁকে কাঁদাচ্ছে। সেই কান্না আড়াল করার জন্যই গুরুদেব কালো চশমা পরেছেন। কবিকে তোলা হল গাড়িতে। আশ্রমিকরা গেয়ে উঠলেন,

আমাদের শান্তিনিকেতন আমাদের সব হতে আপন...''। রবীন্দ্রনাথের অসুস্থতা নিয়ে চিন্তিত সবাই। উদয়নের সামনে আশ্রমিকরা সব জোড় হাতে দাঁড়িয়ে। রাস্তার দু'পাশে মানুষ তাঁকে প্রণতি জানাচ্ছে। আশ্রমের ভেতর দিয়ে চলল কবির গাড়ি। অনেক দিন ঘর থেকে বেরোননি। গালের নীচে হাত দিয়ে চশমা চোখে আধশোয়া অবস্থায় কবি সব দেখতে দেখতে চলেছেন। ছাতিমতলা, আম্রকুঞ্জ পার হতে হতে কবির শুকনো গালে গড়িয়ে পড়ল অশ্রুধারা। জীবনে প্রিয়জন-বিচ্ছেদের এত শোক পেয়েছেন, সহ্য করার ক্ষমতা ছিল তাঁর অসম্ভব। কিন্তু আশ্রম পার হতে হতে রবীন্দ্রনাথ মনে মনে কাতর হয়ে পড়লেন। দূরদর্শী মানুষটি কি আর তাঁর ভাগ্যলিপি পড়তে পারেননি? বুঝেছিলেন, আশ্রমে আর ফেরা হবে না কোনও দিন। আশ্রমের প্রতিটি গাছপালাও যেন বিচ্ছেদ-কাতর। কবিকে নিয়ে শান্তিনিকেতনের মেঠো পথ ধরে গাড়ি এগিয়ে গেল বোলপুর স্টেশনে। গাড়ি আশ্রম পেরিয়ে রাস্তায় পৌঁছতে দেখা গেল দু'পাশে গ্রামের মানুষ নীরব শ্রদ্ধা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। জোড়হাত কপালে ঠেকিয়ে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে প্রণাম জানাচ্ছেন। খুব ধীরে ধীরে গাড়ি চলেছে। যাতে কবির শরীরে কোনও ঝাঁকুনি না লাগে। অসুস্থ রবীন্দ্রনাথের কলকাতায় যাওয়ার খবরে উদ্বিগ্ন মানুষেরা নিজেরা খেটে রাস্তার খানাখন্দগুলো ভরাট করেছেন। সাধারণ মানুষের কাছে দেবতার সম্মান পেয়েছেন তিনি। খ্যাতির বদলে এই প্রীতিকেই রবীন্দ্রনাথ বরাবর বেশি মূল্য দিয়েছেন। তাঁর অন্তরে যে তোলপাড় চলছিল, বাইরে থেকে কিছুই বোঝার উপায় নেই। গাড়ি পৌঁছে গেল স্টেশনে। তৎকালীন ইআইআর রেলের কর্তা নিবারণ চন্দ্র ঘোষ ব্যবস্থা করে রেখেছেন বিশেষ সেলুন কারের। তাতে আছে পড়ার ঘর, বসার ঘর, দু'দুটো শোবার ঘর, সেক্রেটারি ঘর, রান্নাঘর আর দুটো বাথরুম। স্ট্রেচারে বয়ে নিয়ে গিয়ে সেই সেলুন কারে তোলা হল কবিকে। পাকুর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে সেই সেলুন কার। নির্দিষ্ট সময় হাওড়ার জন্য ছাড়ল ট্রেন। শ্রাবণের শান্তিনিকেতন-বোলপুর ছেড়ে কবি চলে গেলেন কলকাতার দিকে। প্রথমে কিছুক্ষণ বসবার ঘরে চেয়ারে বসে জানলা দিয়ে পিছনে চলে যাওয়া বোলপুরের দিকে তাকিয়ে রইলেন কবি। একটু পরেই শোবার ঘরে শুইয়ে দেওয়া হল তাঁকে। এ ভাবেই কবি হাওড়ায় পৌঁছলেন। কে জানত এই তাঁর শেষ যাওয়া? শান্তিনিকেতনে আর কোনওদিন ফিরবেন না তিনি। তাঁর আসার খবর গোপন রাখা হয়েছিল। স্টেশনে ফলে ভিড় হয়নি। নিউ থিয়েটার্স-এর বাস কথামতো এসে হাজির। কবিকে নিয়ে বাস এবার ঢুকে পড়ল মহানগরে। জোড়াসাঁকোর দিকে একটু একটু করে এগিয়ে চলেছেন শয্যাশায়ী রবীন্দ্রনাথ। শরীর তাঁর অনেক দিনই ভাল নেই। আজ মনও ভাল নেই। ধীরে ধীরে আচ্ছন্নতার মধ্যে হারিয়ে গেলেন কবি। এগিয়ে আসছে বাইশে শ্রাবণ। তারপর আর তাঁর পায়ের চিহ্ন প।বে না এই বাটে। সব বেচা কেনা চুকিয়ে, সব লেনা দেনা চুকিয়ে তিনি চলে যাবেন শ্যাম সমান মরণের কাছে। মেঘ বরণ তুঝ, মেঘ জটাজুট রক্ত কমল কর, রক্ত অধর-পুট তাপ-বিমোচন করুণ কোর তব মৃত্যু অমৃত করে দান!'' **লেখক- কৌশিক দাস।**

দুর্গডাঙ্গায় দুধের ট্যাঙ্কার ও পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ, আহত ৫

মেমারি, ২৮ জুলাই ঃ সপ্তাহ ঘুরতে না ঘুরতেই আবারও দুর্ঘটনার শিকার হলো মেমারির দুর্গডাঙ্গা এলাকা। রবিবার ভোরের আলো ফোটার আগেই একটি ১২ চাকার দুধের ট্যাঙ্কার এবং একটি ডিম বোঝাই বোলেরো পিকআপ ভ্যানের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মেমারি দিক থেকে আসা দুধের ট্যাঙ্কারটি বিপরীত দিক থেকে আসা পিকআপ ভ্যানটিকে ধাক্কা মারে, যার ফলে পিকআপ ভ্যানটির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে যায়। এই দুর্ঘটনার ফলে পিকআপ ভ্যানে থাকা ৫ জন ব্যক্তি আহত হন। দুধের ট্যাঙ্কারটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নয়ানজুলিতে পড়ে। স্থানীয়রা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার করেন এবং মেমারি থানার পুলিশ গাড়ি দুটিকে রিকভারী ভ্যানের সাহায্যে তুলতে সাহায্য করে।স্থানীয়দের অভিযোগ, এই দুর্গডাঙ্গা এলাকায় প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটে, কারণ এখানে গাড়ি চালকেরা প্রায়ই বেপরোয়া ভাবে গাড়ি চালান। পুলিশের কাছে বহুবার অভিযোগ জানানো হলেও তেমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এই বিষয়ে প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে এমন দুর্ঘটনা আরও ঘটতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা।

ছত্তিশগড়ের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল রমেন ডেকাকে অভিনন্দন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের

গুয়াহাটি, ২৮ জুলাই ঃ ছত্তিশগড়ের নবনিযুক্ত রাজ্যপাল তথা আসাম স্টেট ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগ (এসআইটিএ)-এর ভাইস চেয়ারম্যান অসম-সন্তান রমেন ডেকাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। পাশাপাশি এসআইটিএ সহ দীর্ঘ মেয়াদে অসম সহ ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর অবদানকে অপরিসীম বলে আখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা।আজ তাঁর অফিশিয়াল সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী লিছেছেন, ' স্টেট ইনোভেশন অ্যান্ড ট্রান্সফরমেশন আয়োগ-এর ভাইস চেয়ারম্যান এবং অসম বিজেপির আমার সহকর্মী শ্রী রমেন ডেকাকে ছত্তিশগড়ের মাননীয় গভর্নর পদে নিযুক্ত করায় অনেক অভিনন্দন।'

ভাল্লুকের দেহাংশ পাচারের ছক ভেস্তে দিল বনদপ্তর

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুলাই ঃ ফের একবার ভাল্লুকের দেহাংশ পাচারের আগেই পাচারের ছক ভেস্তে দিল বাগডোগরা বনবিভাগ। জানা গিয়েছে ভাল্লুকের পিত্ত এবং চামড়া পাচারের ছক ছিল পাচারকারীদের তবে বনদপ্তরের তৎপরতায় বাগডোগরার বিহার মোড়ে ২ পাচারকারীকে আটক করে তল্লাশি চালালে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৩টি ভাল্লুকের পিত্ত ও চামড়া। এ বিষয়ে কার্শিয়াঙ ফরেস্ট ডিভিশনের ডিএফও দেবেশ পান্ডে জানান, অরুনাচল প্রদেশ থেকে নেপালে ভাল্লুকের দেহাংশ পাচারের ছক ছিল পাচাররকারীদের গোপন সূত্রে সেই খবর পাওয়া মাত্রই পাচারের আগে বাগডোগরা বনদফতরের একটি বাগডোগরার বিহার মোড় সংলগ্ন এলাকায় ঘাটি গেড়ে বসেছিল। এরপরেই সন্দেহের বশে দুই যুবককে আটক করে তল্লাশি চালালে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ভাল্লুকের পিত্ত ও চামড়া । ধৃতরা হল আইজুল হক ও বাবুল হোসেন, ধৃতরা অসমের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। ধৃতদের রিমান্ডে এনে গোটা ঘটনার তদন্তে নামবে পুলিশ।

ছেলের হাতে মা খুন, প্লাস্টিক মুড়ে বাড়ির মধ্যেই ফেলে রাখলো ছেলে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ ঘটনাটি মহেশতলা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের আকড়া জগন্নাথ নগর পশ্চিম পুকুরপাড় এলাকায় স্থানীদের অভিযোগ মাকে খুন করে প্লাস্টটিকে মুড়ে বাড়ির মধ্যেই ফেলে রাখে ছেলে ও বৌমা এরপরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায় প্রতিবেশীরা ছুটে গিয়ে দেখে রক্তাক্ত অবস্থায় মহিলাকে ও দুর্গন্ধ বের হতে থাকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে মহেশতলা থানার পুলিশ পৌঁছে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার করে বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালে পাঠায় পাশাপাশি ছেলে ও বৌমাকে আটক করে নিয়ে যায় থানায়। ঘটনার জানাজানির পর এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় । স্থানীয় সূত্রে জানা যায় প্রভা নাথ তার এক ছেলে ও এক

মেয়েকে নিয়ে থাকতেন বাড়িতে ছেলে বিজয় নাথের বিয়ের পর থেকেই শুরু হয় অশান্তি প্রায় সময় মাকে ও বোনকে মারধর করত বোন পড়াশোনা করার জন্য বাইরে থাকে মাকে ঘর থেকে বার করে বারান্দায় বার করে দেয় ঘরের মধ্যে তারা স্বামী স্ত্রী থাকতেন ছেলে প্রায় সময় জমির জায়গা নিয়ে মা ও ছেলের মধ্যে অশান্তি হতো বলে অভিযোগে স্থানীয়দের সম্পত্তির কারণেই মাকে খুন নাকি অন্য কিছু গোটা ঘটনা তদন্তে পুলিশ।

টিএভিআর গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিসে আক্রান্ত বয়স্কদের চিকিৎসায় এক গেম-চেঞ্জার ঃ ডাঃ এস বি রায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,২৮ জুলাই ঃ ট্রান্সক্যাথেটার অর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর) অর্টিক স্টেনোসিস রোগীদের জন্য একটি গেম-চেঞ্জার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে, এটি সম্প্রতি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনায় স্পষ্ট হয়েছে যখন ৭৯ বছর বয়সী একজন পুরুষ রোগী, যিনি সম্প্রতি শ্বাসকষ্ট সহ গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিস নিয়ে ভর্তি ছিলেন, সঠিক ফেমোরাল রুটের মাধ্যমে স্থানীয় অ্যানেস্থেশিয়ার অধীনে তাঁর ওপর একটি সফল টিএভিআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। ট্রান্সক্যাথেটার অর্টিক ভালভ রিপ্লেসমেন্ট (টিএভিআর) পদ্ধতির সুফলের কারণে রোগীর ধীরে ধীরে উন্নতি হয়েছে, তিনি স্বাচ্ছন্দ্যে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েছেন, রক্তচাপ ও হৃদস্পন স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল এবং ২০১৬ সালে উচ্চ রক্তচাপ, অর্টিক স্টেনোসিস এবং একটি স্থায়ী পেসমেকার ইমপ্লান্টেশন সহ এক উল্লেখযোগ্য চিকিৎসার ইতিহাস থাকার পরেও স্থিতিশীল অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল।

উন্নত টিএভিআর পদ্ধতি এবং ডিসচার্জের সময় নির্ধারিত ওষুধ রোগীকে তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে উঠতে সাহায্য করে এবং তাঁকে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তাঁর দৈনন্দিন কার্যক্রমে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়। একটি ন্যূনতম ইনভেসিভ পদ্ধতির হিসাবে টিএভিআর সুস্থ হওয়ার সময় এবং জটিলতাগুলি হ্রাস করে যা একে উচ্চ-ঝুঁকিযুক্ত রোগীদের জন্য একটি চমকার বিকল্প করে তোলে। অর্টিক স্টেনোসিসের এই মারাত্মক অবস্থায় দ্রুত চিকিৎসার প্রয়োজন হয়, এবং ফলাফল উন্নত করতে ও অস্ত্রোপচারের ঝুঁকি কমাতে টিএভিআর আরো বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা হচ্ছে। যদিও টিএভিআর এবং অপারেশনের পর ওয়ার্ডে স্থানান্তর করার আগে রোগীকে ২৪ ঘণ্টা আইসিইউতে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছিল, তবে এটি উপযুক্তভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে, বলেছেন কলকাতার আলিপুরের উডল্যান্ডস মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতাল লিমিটেডের সিনিয়র কার্ডিওলজিস্ট ডাঃ সুনীল বরণ রায়। এই ধরণের ঘটনাগুলি একাধিক কমরবিড অবস্থার যুক্ত বয়স্ক রোগীদের গুরুতর অর্টিক স্টেনোসিস নিয়ন্ত্রণে টিএভিআর এর কার্যকারিতাকে এবং নিরাপত্তাকে সুনিশ্চিত করে। কার্যকরী পোস্ট-অপারেটিভ কেয়ার এবং মাল্টিডিসিপ্লিনারি ম্যানেজমেন্ট এই রোগীদের জন্য অনুকূল ফলাফল নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সফল ফলাফলগুলি এই ধরনের উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ রোগীদের মধ্যে একটি মাল্টিডিসিপ্লিনারি পদ্ধতি এবং সজাগ পোস্টোপারেটিভ কেয়ারের গুরুত্বকে তুলে ধরে, উল্লেখ করেন ডাঃ রায়।

দক্ষিণে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা, উত্তরে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস

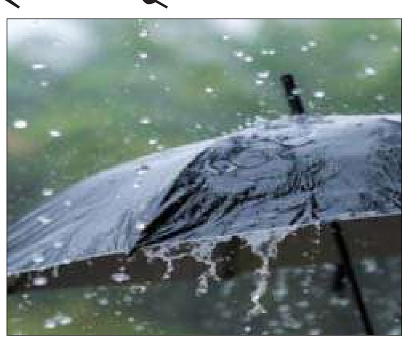

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের আবহাওয়ায় পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। জানা গেছে, নিম্নচাপ ওড়িশার দিকে অগ্রসর হচ্ছে, যার প্রভাবে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। রবিবার দুই মেদিনীপুরে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া, কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে হাওয়া অফিস সূত্রে খবর। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি জেলায় আগামী ৪৮ ঘণ্টায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে। রবিবার মূলত ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে কালিম্পং ও আলিপুরদুয়ারে। সঙ্গে বজ্রবিদ্যুতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে এই দুই জেলা ছাড়াও মালদায় ও দুই দিনাজপুরে।

বানভাসি কোলহাপুরে নামলো বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী

কোলহাপুর, ২৮ জুলাই ঃ এক নাগাড়ে বৃষ্টিতে বানভাসি দেশের একাধিক রাজ্য। বিপর্যস্ত মহারাষ্ট্রও। ভারী বৃষ্টির জেরে জলের তলায় মহারাষ্ট্রের কোলহাপুর। জানা গেছে, প্লাবিত হয়েছে মহারাষ্ট্রের একাধিক এলাকা। জলমগ্ন কোলহাপুর-ও। প্লাবিত হওয়ায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ফসলের। বানভাসি পরিস্থিতিতে বিপর্যস্ত এলাকাবাসীরাও। তৎপর হয়েছে প্রশাসন। নেমেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। রবিবার জানা গেছে, নৌকায় বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে স্থানীয়দের সহায়তায় হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন বাহিনীর সদস্যরা। তাঁরা প্লাবনের পরিস্থিতি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছেন বলেও জানা যাচ্ছে।

অমরনাথ যাত্রায় রেকর্ড, ৪.৫১ লক্ষাধিক পুণ্যার্থীর দর্শন সম্পন্ন

শ্রীনগর, ২৮ জুলাই ঃ এই বছরের অমরনাথ যাত্রা একের পর এক রেকর্ড গ।ইে চলেছে। এখনও পর্যন্ত ২৯ দিনে ৪.৫১ লক্ষাধিক পুণ্যার্থী অমরনাথের পবিত্র গুহায় পূজার্চনা ও দর্শন সম্পন্ন করেছেন। গত বছর সমগ্র সময়কালে ৩.৫০ লক্ষ পুণ্যার্থী অমরনাথ যাত্রা করেছিলেন। এই বছর মাত্র ২৯ দিনেই ৪.৫১ লক্ষ তীর্থযাত্রী ইতিমধ্যেই পবিত্র গুহা মন্দিরের ভিতরে দর্শন করেছেন। এদিকে, ১৬৭৭ জন পুন্যার্থীর আরেকটি দল রবিবার জম্মুর ভগবতীনগর বেস ক্যাম্প থেকে অমরনাথ গুহা মন্দিরের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন। এর মধ্যে ৪০৮ জন বালতাল এবং ১২৬৯ জন পহেলগাঁও বেস ক্যাম্প পৌঁছবেন। সেখান থেকে তাঁরা যাবেন পবিত্র গুহামন্দিরে।

দিল্লির কোচিংয়ে পড়ুয়া মৃত্যু নিয়ে, মালিওয়ালকে ঘিরে বিক্ষোভ

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারে শনিবার ৩ পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় রবিবারও বিক্ষোভ জারি রয়েছে। কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে কেন লাইব্রেরি রাখা হয়েছে, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। দিল্লিতে, ভারী বৃষ্টির কারণে রাজেন্দ্রনগরের একটি কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জমা জলে আটকে পড়ে ৩ পড়ুয়ার মৃত্যু হয় শনিবার। বেসমেন্টের ভিতর থেকে বেশ কয়েকজন পড়য়াকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এই ঘটনায় পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলতে রবিবার সকালে ঘটনাস্থলে আসেন আম আদমি পার্টির সাংসদ স্বাতী মালিওয়াল। স্বাতীকে দেখা মাত্রই তাঁরা 'গো ব্যাক' স্লোগান তুলে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, পড়য়া মৃত্যুর এই ঘটনা নিয়ে তাঁরা কোনও রাজনীতি করতে দেবেন না। প্রসঙ্গত, শনিবার টানা বৃষ্টির জেরে রাস্তা উপচে জল দিল্লির ওই কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে ঢুকতে শুরু করে। এ ব্যাপারে পড়ুয়ারা কর্তৃপক্ষর গাফিলতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, দিল্লির নিকাশি সমস্যার কথা তো সংস্থার অজানা নয়। তা হলে বেছে বেছে বেসমেন্টে কেন লাইব্রেরি করা হল? আর যদি বা তৈরি করা হল, তাহলে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি কেন? এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

দিল্লিতে বেসমেন্টে ডুবে মৃত্যু ৩ পড়ুয়ার, বিক্ষোভ জারি রবিবারও

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ দিল্লির রাজেন্দ্রনগরের কোচিং সেন্টারে শনিবার ৩ পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় রবিবারও বিক্ষোভ জারি রযেছে। কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে কেন লাইব্রেরি রাখা হয়েছে, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। দিল্লিতে ভারী বৃষ্টির কারণে রাজেন্দ্রনগরের একটি কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে জমা জলে আটকে পড়ে ৩ পড়য়ার মৃত্যু হয় শনিবার। বেসমেন্টের ভিতর থেকে বেশ কয়েকজন পড়ুয়াকে নিরাপদে উদ্ধার করা সম্ভব হয়। দমকল বিভাগ জানিয়েছে, বেসমেন্টে জল ঢুকে যাওয়ায় পড়ুযারা আটকে পড়েছিলেন বলে তাদের জানানো হয়। এরপরই ৩ জনের দেহ উদ্ধার হয়। ৪ ঘণ্টারও বেশি সময় তাঁরা বেসমেন্টে আটকে ছিলেন বলে খবর। জানা যাচ্ছে, শনিবার টানা বৃষ্টির জেরে রাস্তা উপচে জল ওই কোচিং সেন্টারের বেসমেন্টে ঢুকতে শুরু করে। এ ব্যাপারে পড়ুয়ারা কর্তৃপক্ষর গাফিলতি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের বক্তব্য, দিল্লির নিকাশি সমস্যার কথা তো সংস্থার অজানা নয়। তা হলে বেছে বেছে বেসমেন্টে কেন লাইব্রেরি করা হল? আর যদি বা তৈরি করা হল, তাহলে প্রয়োজবনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি কেন? এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কোচিং সেন্টার কর্তৃপক্ষর কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি।

বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ নীতি আয়োগের বৈঠকের পরই দিল্লিতে বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে শনিবার দুদিনের বৈঠক শুরু হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এই বৈঠকে যোগ দেন একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রী। রবিবারও হয় এই বৈঠক। এই বৈঠকে এদিন উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জে পি নাড্ডা, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। উল্লেখ্য, চলতি বছরের লোকসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর বিজেপিশাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে এই প্রথম বৈঠক করলেন মোদী। রবিবাসরীয় সকালেই দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে পৌঁছে যান বিজেপির প্রথম সারির নেতারা। সকাল সকাল দিল্লির বিজেপি সদর দফতরে হাজির হয় মোদীর কনভয়। গাড়ি থেকে নেমে বিজেপি দফতরে প্রবেশ করেন প্রধানমন্ত্রী। লোকসভা নির্বাচনের পর্যালোচনা, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে কাজের অগ্রগতি-সহ একাধিক রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি আলোচ্য বিষয় বলে বিজেপির তরফে জানা যাচ্ছে।

দিন পঞ্জিকা

১২ শ্রাবন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজীঃ ২৮ জুলাই ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি- ৫১২৫, সৌরঃ ১৩ শ্রাবন, চান্দ্রঃ ২৩ শ্রীধর মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১৩ শ্রাবন ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ৬ শ্রাবন ১৯৪৬, মৈতৈ ২৩ ইঙেন, আসাম ১২ শাওন, মুসলিম ২১-মুহররম-১৪৪৬ হিজরী সূর্য উদয় সকাল ০৫০৯১৯ এবং অস্ত বিকাল ০৬১৬১১।চন্দ্র উদয় রাত্রি ১১১৯৫১(২৮) এবং অস্ত সকাল ১২৫৮৪৯(২৯)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথি অষ্টমী (জয়া) রাত্রি ১০৩২৫৯ দং ৪৩২৮৫৫ পর্যন্তনক্ষত্র অশ্বিনী বিকাল ঘ ০৩৪২৩৪ দং ২৬২২৫২.৫ পর্যন্ত পরে ভরণীকরণ বালব সকাল ঘ ১১৪১২৩ দং ১৬১৯৫৫ পর্যন্ত পরে কৌলব রাত্রি ১০৩২৫৯ দং ৪৩২৮৫৫ পর্যন্ত পরে তৈতিলযোগ শূল সকাল ঘ ০০৩১০৩ দং ৪৮২৩২.৫ পর্যন্ত পরে গণ্ড। অমৃতযোগ দিন ০৬০১৫২ থেকে - ০৯৩১৪২ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭৪৩২২ থেকে - ০৯১০২৭ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৫০৯২৫ থেকে - ০৬০১৫২ পর্যন্ত, তারপর ০১০১৩২ থেকে-০১৫৪০০ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬৫৯৪৯ থেকে-০৭৪৩২২ পর্যন্ত, তারপর ১২০৪৩৭ থেকে - ০২৫৮৪৭ পর্যন্ত।কুলিকবেলা দিন ০৪৩১২২ থেকে - ০৫২৩৪৯ পর্যন্ত।কুলিকরাত্রি ০২৫৮৪৭ থেকে - ০৩৪২২০ পর্যন্ত।বারবেলা দিন ১০০৪২৯ থেকে- ১১৪২৫১ পর্যন্ত।কালবেলা দিন ১১৪২৫১ থেকে - ০১২১১২ পর্যন্ত।কালরাত্রি ০১০৪২৯ থেকে - ০২২৬০৮ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৩১১৩২৪৩ (৮) ৩ পদচন্দ্র ০১৯৫০৩০ (২) ২ পদমঙ্গল ১৮৪৪৮ (৩) ৪ পদবুধ ৪৩৩৬১০ (১০) ২ পদবৃহস্পতি ১২০৪৫ (৪) ৪ পদশুক্র ৩২৬৪৮৪৭ (৯) ৪ পদশনি ১০২১৩৮১৫ (২৫) ১ পদরাহু ১১১৭৫১৫ (২৭) ১ পদকেতু ৫১৭৫১৫ (১৩) ৩ পদশনি বক্রিলগ্ন কর্কট রাশি সকাল ০৬৩০৫০ পর্যন্ত। সিংহ রাশি সকাল ০৮৪২১০ পর্যন্ত। কন্যা রাশি সকাল ১০৫২২১ পর্যন্ত। তুলা রাশি দুপুর ০১০৬৩১ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি দুপুর ০৩২২১৭ পর্যন্ত। ধনু রাশি বিকাল ০৫২৭৩৩ পর্যন্ত। মকর রাশি বিকাল ০৭১৪২৮ পর্যন্ত।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। । মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯২ শতকরা এবং ৭৩ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১০ টায়।সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৪৪ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৪।

রাশিফল

মেষ-ঃ প্রতিবেশীর পারিবারিক ঝামেলায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলবেন না।

বৃষ-ঃ বয়স্কদের উচ্চ-রক্তচাপ ও শর্করাজনিত রোগ দেখা দিতে পারে। জমিজমায় এখনই কোনও বড় বিনিয়োগ করবেন না।

মিথুন-ঃ সামাজিক ক্ষেত্রে সুফল লাভের আশা করা যায়। দ্বি-চক্রযানের চালকেরা অতি সাবধানে সপ্তাহটি অতিবাহিত করুন।

কর্কট-ঃদ্বিমুখী উপায়ে রোজগারের পথে চললেও অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদের জন্য সপ্তাহের শেষের দিকে অর্থে টান পড়তে পারে।

সিংহ-ঃ ব্যবসায়ীরা শুল্ক-সংক্রান্ত সমস্যার মুখে পড়তে পারেন। বয়স্করা একটু সাবধানে থাকবেন।

কন্যা-ঃ ঘরে-বাইরে নিজের রাগ সংযত না রাখলে বিপত্তির আশঙ্কা। গুরুপাক ও উত্তেজক পানীয় খাওয়ার ফলে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তুলা-ঃ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা নিজ দলে বড় পদ বা দায়িত্ব পেতে পারেন। জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য জ্বর বা সর্দিকাশিতে কষ্ট পেতে পারেন। সপ্তাহের শেষের দিকে শরীর-স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাবে না।

বৃশ্চিক-ঃ আমদানি, রপ্তানি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের ব্যবসায় অভাবনীয় চাঞ্চল্য।

ধনু-ঃ ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অন্যের সঙ্গে আলোচনা না করাই শ্রেয়। অন্যের উপকার করতে গিয়ে মিথ্যা অপবাদের আশঙ্কা।

মকর-ঃ শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে কিছু বাধার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা লক্ষ্য করা যায়।

কুম্ভ-ঃ অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই কোষ্ঠী বিচার করে নেবেন।

মীন-ঃ বয়স্ক বাবা-মার একাকীত্বের জন্য কিছুটা সময় তাদের সঙ্গে কাটাবার চেষ্টা করুন। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কাজের সাফল্যের জন্য বড় কোনও সুযোগ আসতে পারে।

ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সের গোডাউনে ভয়াবহ ডাকাতি

রক্ষীকে বেঁধে লুটপাট, ১২ ঘন্টার মধ্যেই ঘটনার কিনারা, গ্রেফতার ৪, উদ্ধার ডাকাতির মালপত্র

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৮ জুলাইঃ ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সের গোডাউনে ভয়াবহ ডাকাতি, রক্ষীকে বেঁধে অবাধে লুটপাট। মাত্র ১২ ঘন্টার মধ্যেই ঘটনার কিনারা। গ্রেফতার ৪। উদ্ধার সব মালপত্র। ফের ডাকাতির ঘটনা হাওড়ার ডোমজুড়ে।

জালান কমপ্লেক্সের ভিতরে একটি গোডাউন থেকে ৪ টন দস্তার বার নিয়ে চম্পট দেয় ১০-১২ জনের একটি দুষ্কৃতী দল। জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে গোডাউনের নিরাপত্তা রক্ষীকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে বেঁধে রেখে তালা ভেঙে পণ্যবাহী গাড়ি গোডাউনে ঢুকিয়ে চলে অবাধে লুটপাট। এমনকি অপারেশন চালিয়ে ফেরার পথে যাওয়ার সময় সিসিটিভির ডিভিআর মেশিনও নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। পুলিশ এই ঘটনায় তদন্তে

নেমে হাওড়ার গোলাবাড়ি ও মালিপাঁচঘড়া থানা এলাকা থেকে ৪ জনকে গ্রেফতার করেছে। ধৃতেরা হলো বিশাল কুমার সাউ, অবিনাশ সিং, সুব্রত সেন এবং বিকাশ জয়সোয়াল। হাওড়া সিটি পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, শুক্রবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ ডোমজুড়ের জালান কমপ্লেক্সে প্রায় ১২ জনের একটি দুষ্কৃতী দল ঢোকে। দুষ্কৃতীরা একটি চারচাকা এবং বাইকে করে এসেছিল। তারা দরজার তালা ভেঙে একটি কোম্পানির গোডাউনে যায়। সেখানে দায়িত্বে থাকা এক নিরাপত্তারক্ষীকে প্রথমে মারধর করে তারা। এরপর তারা গাড়ি নিয়ে গোডাউনে ঢুকে পড়ে। সেখান থেকে প্রায় ৪ টন জিঙ্ক বার, সিসিটিভি ডিভিআর প্রভৃতি নিয়ে পালায়। এই ডাকাতির পর থানায় অভিযোগ করা হয়। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ অপরাধের কাজে ব্যবহৃত গাড়ি এবং সেই গাড়ির মালিক অবিনাশ সিংকে মালিপাঁচঘড়ায় তার বাড়ি থেকে আটক করে। পুলিশকে সে জানায়, সুব্রত সেন ওরফে ছোটকা নামে এক ব্যক্তি তাকে মাল নিয়ে আসার জন্য বলেছিল। ধৃতের বয়ান অনুযায়ী ছোটকা এবং এবং তার এক সাকরেদ বিশাল কুমার সাউকে মালিপাঁচঘড়া থেকে গ্রেফতার করা হয়। জেরায় ধৃতেরা স্বীকার করেছে তারা এই ডাকাটির ঘটনায় যুক্ত। ডাকাতির জন্য ব্যবহৃত গাড়িটির চালক ছিলেন গাড়ির মালিক। ধৃতেরা পুলিশের জেরায় জানিয়েছে, চুরি করা জিনিসের রিসিভার বিকাশ জয়সোয়াল।

এরপর মালিপাঁচঘড়া এলাকা থেকে বিকাশকে গ্রেফতার করা হয়। চুরি যাওয়া জিনিসপত্র উদ্ধার করা হয় মালিপাঁচঘড়া এলাকার রাকেশ কুমার সাউ নামের এক যুবকের গুদাম থেকে। সেগুলি টাটা ৪০৭ গাড়িতে রাখা ছিল। সেই গাড়ি সহ খোয়া যাওয়া সমস্ত জিনিস বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। এই কেসে এখনো পর্যন্ত মোট ৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

অভিযোগের ১২ ঘন্টার মধ্যে পুলিশ খোয়া যাওয়া মালপত্র উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

আবার কুমিরের পেটে গেল সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবি

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ জুলাইঃ আবার কুমিরের পেটে সুন্দরবনের এক মৎস্যজীবী। অন্যান্যদের থেকে মাছের খোঁজখবর নেওয়ার সময় কুমির তাঁকে আক্রমণ করে। সুন্দরবনের পাথরপ্রতিমার গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানার সত্যদাসপুর এলাকার ওই মৎস্যজীবীকে রবিবার রাত পর্যন্ত উদ্ধার করা যায়নি। তবে নদীতে তাঁর খোঁজে তল্লাশি চলছে। ওই মৎস্যজীবীর নাম আসমাউদ্দিন শেখ। রবিবার সকালে এলাকার কয়েকজন মৎস্যজীবী নদীতে জাল দিচ্ছিলেন। তখন আসমা উদ্দিন তাঁদের কাছে মাছের খোঁজ খবর নিচ্ছিলেন। নদীর চরেই দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। আচমকাই একটি কুমির লেজের

ঝাপটা দিয়ে তাঁকে জলে ফেলে দেয়। মুখে করে টেনে গভীর জলে নিয়ে চলে যায় ওই মৎস্যজীবীকে। তবে খবর পাওয়ামাত্রই গোবর্ধনপুর কোস্টাল থানা ও বনদপ্তর তৎপর হয়ে ওঠে। তাদের সাহায্য করেন স্থানীয়রা। ওই মৎস্যজীবীর খোঁজে নদীতে তল্লাশি চলছে। তবে এখনও মৎস্য জীবীর কোনো খোঁজ পাওয়া যায় নি। উল্লেখ্য, মাসখানেক আগে ওই একই এলাকা থেকেই কুমিরের পেটে গিয়েছিল এক নাবালক। তিন দিন পর তার দেহ উদ্ধার হয়। মৃত নাবালকের পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য করেছিলো রাজ্য সরকার। এবারও সেই একই জায়গা থেকে মধ্যবয়সি এক মৎস্যজীবী কে টেনে নিয়ে গেল কুমির। আর পর পর এই দুটি ঘটনায় স্থানীয় মৎস্যজীবীদের মধ্যে তৈরি হয়েছে ব্যাপক আতঙ্ক। রামগঙ্গার রেঞ্জার কবীর হোসেন বলেন, নিখোঁজ ব্যক্তির খোঁজে চলছে তল্লাশি।

এখন ও পর্যন্ত হদিশ পাওয়া যায়নি। যতক্ষণ না পর্যন্ত ওই মৎস্যজীবীকে পাওয়া যাবে, ততক্ষণ তাঁর খোঁজে তল্লাশি জারি থাকবে বলেই জানান তিনি।

শিশু মৃত্যুর পর মেডিক্যাল ক্যাম্প বসল দুবরাজপুরে

দুরন্ত বার্তা, দুবরাজপুর, ২৮ জুলাইঃ অজানা জ্বরে শিশু মৃত্যুর পর নড়েচড়ে বসল দুবরাজপুর পৌরসভা। দুবরাজপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডে বসল মেডিক্যাল ক্যাম্প। এই সময়ে বহু মানুষ জ্বরে আক্রান্ত হয়ে পড়ছেন। তার মধ্যে বেশির ভাগ শিশু রয়েছে। তাই দুবরাজপুর পৌরসভা এবং দুবরাজপুর গ্রামীন হাসপাতালের পক্ষ থেকে এলাকার একাধিক মানুষের চিকিৎসা করা হয় এবং ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া রয়েছে কিনা তার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়াও বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হয়। চিকিৎসা করেন ডাক্তার খাইরুল আলম। সাথে ছিলেন দুবরাজপুর পৌরসভা ও গ্রামীন হাসপাতালের স্বাস্থ্য কর্মীরা। জানা যায়, গত বুধবার দুবরাজপুর পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সোমনাথ মণ্ডলের সাড়ে ৩ বছরের ছেলে অরিত্র মন্ডলের এক অজানা জ্বরে মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর দিনই জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি মেডিক্যাল টিম এসে মৃত শিশুর মা ও দাদার ডেঙ্গু বা অন্য উপসর্গ রয়েছে কিনা তার জন্য রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। তাছাড়াও এলাকার বেশ কয়েকটি বাড়িতে জ্বরে আক্রান্ত রয়েছেন অনেকে। তাই তাঁদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে রক্তের নমুনা সংগ্রহ করেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা।

কুলতলির সাদ্দামের পর আবার কুলতলিতে আর এক নকল সোনার কারবারী গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, কুলতলি, ২৮ জুলাইঃ কুলতলির সাদ্দামের পর আবার নকল সোনার কারবার করতে গিয়ে এবার গ্রেপ্তার কুলতলির কার্তিক দাস। কুলতলির জালাবেড়িয়ার পয়তারহাট এলাকার সাদ্দামের নকল সোনার মূর্তি প্রতারণার পর আবার কুলতলি থানার দেউলবাড়ী দেবীপুর অঞ্চলের কাটামারি বাজারে নিতাই মন্ডল ও গৌর মন্ডলের সোনার দোকানে নকল সোনার গয়না দিয়ে আড়াই লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ ওঠে কুলতলি থানার গোপালগঞ্জ অঞ্চলের সানকি জাহান কলোনী এলাকার বাসিন্দা কার্তিক দাসের বিরুদ্ধে। কার্তিক দাস বাসন্তীর ঝড়খালিতে সেচ দপ্তরে বর্তমানে কর্মরত। রবিবার তাকে গ্রেফতার করে কুলতলি থানার পুলিশ। তাকে সোমবার কুলতলি থানা থেকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। তাকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

লোকাল ট্রেনে আগুনে লেগে বিপত্তি সুভাষগ্রাম স্টেশনে

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ২৮ জুলাই ঃ আবার ট্রেনে আগুন।এবারে শিয়ালদহ দক্ষিন শাখার ডায়মন্ড হারবার লোকালে।রবিবার বেলায় আগুনের ফুলকি দেখে যাত্রীরা চিৎকার করেন। সুভাষগ্রাম স্টেশনে থেমে যায় ট্রেনটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রেলের আধিকারিকরা। তবে আগুন নিয়ন্ত্রণে। রবিবার ১১.১৫-য়ের আপ ডায়মন্ডহারবার লোকাল সুভাষগ্রাম স্টেশনে ঢোকার পর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকা যাত্রীরা ট্রেনের নিচে আগুনের ফুলকি দেখতে পান। তাঁদের চিৎকারে স্টেশনে দাঁড়িয়ে পরে ট্রেনটি। ধোঁয়া ছেয়ে যেতে আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে। ট্রেন থেকে নামতে হুড়োহুড়ি বাধে যাত্রীদের মধ্যে। পরে রেল নিরাপত্তারক্ষীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেলের আধিকারিকরা।

পূর্ব রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্রেক বাইন্ডিং- য়ের ফলে আগুনের ফুলকি ও ধোঁয়া বেরতে দেখা যায়। দ্রুততার সঙ্গে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনা হয়। সব দিক খতিয়ে দেখার পর ট্রেনটিকে রওনা করানো হয়। বিপত্তির জেরে বারুইপুর, লক্ষীকান্তপুর, নামখানা কাকদ্বীপগামী ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে।অন্য ট্রেনগুলি পর পর স্টেশনে দাঁড়িয়ে যায়। তিন ঘন্টা পর ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।তবে রবিবার না হয়ে অন্য কাজের দিন হলে আরও সমস্যায় পড়তো নিত্য যাত্রীরা।

কলকাতা-ঢাকা- কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস বাতিল

কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ বাংলাদেশ রেলওয়ে থেকে প্রাপ্ত বার্তার অনুযায়ী, ১৩১০৯ কলকাতা - ঢাকা মৈত্রী এক্সপ্রেস ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে কলকাতা থেকে ছাড়ার কথা ছিল এবং ১৩১০৭ ঢাকা - কলকাতা মৈত্রী এক্সপ্রেস ৩০.০৭.২০২৪ তারিখে কলকাতাতে পৌঁছানোর কথা ছিল, সেটি বাতিল থাকবে। নিম্নোক্ত শর্তাবলী সাপেক্ষে বাতিল ট্রেনের ভাড়ার সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত দেওয়া হবে।

১. কলকাতা শহরের সংশ্লিষ্ট টিকিট কাউন্টার থেকে কেনা টিকিটের সম্পূর্ণ অর্থ ফেরত শুধুমাত্র কলকাতার বিশেষ টিকিট কাউন্টার গুলিতেই প্রদান করা হবে। ২. হারানোমিসপ্লেসড টিকিটের কোনো ফেরত দেওয়া হবে না। ৩. বিদেশি পর্যটকদের কাউন্টারে বা ইস্যু করা হবে না। যাত্রীদের অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি বিরুদ্ধে এস এফ আই এর অবস্থান বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ অবস্থান বিক্ষোভের আজ তৃতীয় দিন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ভেতরে ছাত্র ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ এস এফ আই এর দ্বারা অবস্থান বিক্ষোভ চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি বিরুদ্ধে এবং সেই সাথে শিক্ষা খাতে কর বরাদ্দ হচ্ছে না । রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার দুই সরকারি ছাত্র বিরোধী সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কে ধিক্কার জানিয়ে আজ প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি সামনে তারা বিক্ষোভ দেখায়অবস্থান বিক্ষোভের আজ তৃতীয় দিন প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটির ভেতরে ছাত্র ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া অর্থাৎ এস এফ আই এর দ্বারা অবস্থান বিক্ষোভ চলছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্বাভাবিক ফি বৃদ্ধি বিরুদ্ধে এবং সেই সাথে শিক্ষা খাতে কর বরাদ্দ হচ্ছে না । রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার দুই সরকারি ছাত্র বিরোধী সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয় কে ধিক্কার জানিয়ে আজ প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি সামনে তারা বিক্ষোভ দেখায়।

দুই আইনজীবীর দীর্ঘদিনের মিথ্যা অপবাদ মিটলো

দুরন্ত বার্তা, চন্দননগর, ২৮ জুলাইঃ ২০২২ সালে ৯ই জুলাই চন্দননগর আদালতে দুই বলিষ্ঠ আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী ও অভিজিৎ লায়েক এদের বিরুদ্ধে মতবিরোধ ঝগড়া কে কেন্দ্র করে বিরাট ঝামেলা সৃষ্টি হয় কোর্ট চত্বর। সেই পরিপ্রেক্ষিতে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে । এই কাজে কয়েকজন অপীতিকর অসামাজিক দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় ঘটনাটি ঘটে। হুগলি ডিস্ট্রিক্ট বার অ্যাসোসিয়েশন এবং চন্দননগর বার সোসিয়েশন ও শ্রীরামপুর বার অ্যাসোসিয়েশন মিলিতভাবে এই ঘটনার হস্তক্ষেপ করে পুনরায় কার্যকলাপ সঠিকভাবে করার সিদ্ধান্ত নেন । পক্ষ আইন অনুযায়ী টাকা পয়সা সংক্রান্ত যে মিথ্যা অপপ্রচার করা হয়েছিল। সেই অনুযায়ী সর্বসম্মতিকভাবে মঙ্গলবার বিকেলে চুঁচুড়ায় এক সাংবাদিক সম্মেলন করে দুই আইনজীবী উজ্জ্বল চক্রবর্তী ও অভিজিৎ লায়েক পরস্পর মিলিত হয়ে জড়িয়ে ধরে তাদের ভুল স্বীকার করলেন। আইনজীবী ঐক্য জিন্দাবাদ।

হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকায় এবারও ডেঙ্গুর দাপট শুরু

দুরন্ত বার্তা, হুগলি , ২৮ জুলাই ঃ বর্ষা এলেই ডেঙ্গু আতঙ্কে কাঁপে হুগলির বিস্তীর্ণ এলাকা। এবারও ডেঙ্গুর দাপট শুরু। বলাগড় ব্লকে ময়দানে খোদ হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক। স্পেশাল স্ক্রিনিং,বাড়ি বাড়ি গিয়ে জ্বরের খোঁজ নিচ্ছেন তিনি। বলাগড় ব্লকে ৩২ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত বলে খবর। শুধু গুপ্তিপাড়া-১ গ্রামপঞ্চায়েতেই সংখ্যাটা ২৪ জন বলে জানা যাচ্ছে। সারদানগর গ্রামে ২১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন।

শনিবার সেই গ্রামে স্পেশ্যাল স্ক্রিনিং ক্যাম্প করা হয়। হুগলি সিএমওএইচ মৃগাঙ্কমৌলি কর, এসিএমওএইচ সৌমেন দত্ত, বলাগড়ের বিএমওএইচ জয়দীপ বড়ুয়া সকলেই ছিলেন সেখানে। ডানকুনি, চাপদানি, রিষড়া, চুঁচুড়া পুরএলাকায় ডেঙ্গুর বেশি প্রকোপ। ব্লকের মধ্যে বলাগড়, মগরা ভাবাচ্ছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরকে। জাঙ্গিপাড়ার পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। মূলত নিকাশি নালা নিয়ে অভিযোগ সিএমওএইচের।

মৃগাঙ্কমৌলি কর বলেন, ''এটা তো ম্যানমেইড। মানুষ যত বাড়িতে জল জমিয়ে রাখবেন, মশার বংশ বাড়বে। এলাকায়ও জল জমা মানেই বিপদ বাড়বে। আমরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে সচেতনও করি। মানুষ সচেতন হলে আমরা এই বিপদ নিয়ন্ত্রণ করতে পারব।

জ্বর হলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার পাশাপাশি রক্ত পরীক্ষা করানোর কথা বলছেন স্বাস্থ্য কর্তারা। হুগলি জেলায় চলতি বছরে ১৯০ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বাস্থ্য দফতর থেকে প্রতিটা ব্লক, মহকুমা হাসপাতাল এবং জেলা হাসপাতালে ডেঙ্গু পরীক্ষার জন্য ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। প্রতিদিন সেখানে রক্ত পরীক্ষাও করা হচ্ছে।

বিশরপাড়া অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে খুদেদের উন্মাদনা

দুরন্ত বার্তা, বিশরপাড়া, ২৮ জুলাইঃ বিশরপাড়া উত্তর দমদম সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেলফ হেলফ অর্গানাইজেশনের অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্যোগে রবিবার সকালে সংস্থার নিজস্ব কল্যাণ ভবনে অঙ্কন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে অঙ্কন বিষয়ে জুনিয়র এবং সিনিয়র এই দুটি গ্রুপে পরীক্ষা নেওয়া হয়। অঙ্কন প্রশিক্ষক শিব ধর পরীক্ষা পরিচালনা করেন। ফল ঘোষণার শেষে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী ছাত্র ছাত্রীদের সুদৃশ্য ট্রফি দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়।ছিলেন সংগঠনের সভাপতি নির্মল সরকার, কার্যকরী সভাপতি দিলীপ চন্দ্র দে এবং সম্পাদক অনুতোষ সেনগুপ্ত।

জুনিয়র গ্রুপে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ স্মিতা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় সুলগ্না ঠাকুর চক্রবর্তী, তৃতীয় বহ্নিতা মন্ডল। সিনিয়র গ্রুপে প্রথম আরাধ্যা দত্ত, দ্বিতীয় অনিমেষ দাস, তৃতীয় অর্ঘ চৌধুরী। এছাড়াও নিয়মিত উপস্থিতি, ভালো আচরণ, অঙ্কন চলাকালীন বিশেষ মনোযোগ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে মেঘনাথ সিং ও অদ্রিজা দাস কে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অঙ্কনের বিষয় ছিল দেশপ্রেম, ভারতের স্বাধীন পতাকা হাতে ছাত্র ছাত্রী ও ভারতের সবুজ প্রকৃতি। ছাত্র ছাত্রী এবং অভিভাবক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলে দেয় এদিন।

নীতি আয়োগের বৈঠকে মমতা অপমানিত, জয়রামের এই অভিযোগের উত্তর দিলেন নির্মলা

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাই ঃ নীতি আয়োগের বৈঠক নিয়ে গোল বেঁধেছে আগেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ তাঁর বক্তব্যর মধ্যে মাইক বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তাই প্রতিবাদে তিনি মিটিং থেকে বেরিয়ে গেছেন। অন্যদিকে বিজেপির পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলা হয়েছে, কোনোভাবেই মাইক বন্ধ করা হয় নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটা অসত্য কথা বলছেন। এবার সেই বিতর্ক পৌঁছে গেলো কংগ্রেসের জয়রাম রমেশ বনাম বিজেপির নির্মলা সীতারামনের মধ্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিং ত্যাগ করাকে সমর্থন করে জয়রাম রমেশ পোষ্ট

করেন, নীতি আয়োগের মিটিংগুলি নাটক। আজ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যা হয়েছে, তা নীতি আয়োগের স্বভাবসিদ্ধ বিষয় হলেও, কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সীতারামন লেখেন, জয়রাম, তুমি তো ওখানে (বৈঠকে) ছিলেও না! আমরা সকলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা শুনেছি। উনি সম্পূর্ণ সময় ধরেই বলেছেন। আমাদের টেবিলের সামনে রাখা স্ক্রিনে সময় দেখা যাচ্ছিল। কয়েকজন মুখ্যমন্ত্রী বরাদ্দ সময়ের অতিরিক্ত বলেছেন, তাদের অনুরোধেই অতিরিক্ত সময় দেওয়া হয়েছে।

কারোর মাইক বন্ধ করা হয়নি, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর। মমতাজি মিথ্যা ছড়াচ্ছেন। কিন্তু একটা কথা সত্য যে ওই মিটিংয়ে যাওয়ার আগেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিমান বন্দরে বলছিলেন যে তিনি সম্পূর্ণ সময় হয়তো মিটিংয়ে থাকবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভা

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৮ জুলাইঃ রবিবার বিকেলে বিবেকানন্দ স্টেডিয়ামের সভা কক্ষে নবদ্বীপ শহর ও ব্লকের মোট ৪০ টি ক্লাবের পদাধিকারী ও সদস্যদের নিয়ে আয়োজিত হয় বার্ষিক সাধারণ সভা ও ২০২৪-২৬ নতুন কমিটি গঠন অনুষ্ঠান। এদিন বিশেষ অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নবদ্বীপের বিধায়ক পুন্ডরীকাক্ষ সাহা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন,নবদ্বীপ পৌরসভার চেয়ারম্যান বিমান কৃষ্ণ সাহা, নদীয়া জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে সহ সম্পাদক অরুন সরকার, ক্রিকেট বিষয়ক সম্পাদক অনুপম ব্যানার্জী ও নদীয়া জেলার রেফারি বোর্ডের সম্পাদক বাসুদেব আচারিয়া। এদিন ক্লাব সদস্যদের উপস্থিতিতে নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে নবদ্বীপের বিডিও প্রমুখ।

সোমবার শ্রাবণী মেলা উপলক্ষে হাওড়া -তারকেশ্বরের মধ্যে ইএম স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করেছে পূর্ব রেল

কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ আজ তো সোমবার! আপনারা ভাবছেন যে তারকেশ্বরে শিবের মাথায় জল ঢালতে যাব কি করে। ট্রেনে তো খুব ভিড় হবে! অনেক কষ্ট হবে। চিন্তা করবেন না, পূর্ব রেল সবসময় আপনাদের সাথে আছে। সোমবার ভক্তদের কথা মাথায় রেখেই বিশেষ ট্রেন চালাচ্ছে পূর্ব রেল। এই বিশেষ ট্রেনগুলো পূণ্যার্থীদের সুবিধামতো সময়ে ই দেয়া হয়েছে। এই বিশেষ ট্রেন একদিকে যেমন হাওড়া থেকে যারা যেতে চান তাদের জন্য তেমনি শেওড়াফুলি থেকে গঙ্গার জল নিয়ে শিবের মাথায় ঢালতে যাবেন তারকেশ্বরে তাদের জন্য ও স্পেশাল ট্রেন রয়েছে। মহাদেব শিবের জলাভিষেকের সুবিধার্থে পূণ্যার্থীদের পরিবহনের জন্য, শেওড়াফুলি ও তারকেশ্বর মধ্যে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি শেওড়াফুলি থেকে সকাল ০৬ঃ৫৫, ০৯ঃ২০, ১৬ঃ২০ এবং ১৯ঃ৪০-এ ছেড়ে তারকেশ্বর এ সকাল ০৭ঃ৪৫, ১০ঃ১৫, ১৭ঃ১০ এবং ২০ঃ৩০-এ পৌঁছাবে। উল্টো পথে, তারকেশ্বর থেকে শেওড়াফুলি ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি সকাল ০৫ঃ৫৫, ০৮ঃ১০, ১৪ঃ৫০ এবং ১৮ঃ৪০-এ ছেড়ে শেওড়াফুলিতে সকাল ০৬ঃ৪৫, ০৯ঃ০৩, ১৫ঃ৪০ এবং ১৯ঃ৩০-এ পৌঁছাবে। পূণ্যার্থীদের হাওড়া থেকে তারকেশ্বর নিয়ে যেতে ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি হাওড়া থেকে সকাল ০৪ঃ০৫ ও দুপুর ১২ঃ৫০-এ, ১৩ঃ২০ তে ছেড়ে তারকেশ্বর এ সকাল ০৫ঃ৩৫ ,বিকাল ১৪ঃ২০ ও ১৪ঃ৫০ এ তারকেশ্বর পৌঁছাবে।

একইভাবে, শিব দর্শনের পর ভক্তদের হাওড়ায় ফেরার জন্য, ইএমইউ স্পেশাল ট্রেনগুলি তরাকেশ্বর থেকে সকাল ১০ঃ৫৫ , ১১ঃ৩৫ ও রাত ২১ঃ১৭-এ ছেড়ে হাওড়ায় দুপুর ১২ঃ৩০ , ১৩ঃ০৫ ও রাত ২২ঃ৪৫-এ পৌঁছাবে।

এছাড়াও স্টেশন চত্বরে আপনাদের সুবিধার জন্য সমস্ত রকম আয়োজন করা রয়েছে। যেমন অতিরিক্ত বুকিং কাউন্টার থেকে শুরু করে নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং পানীয় জলের যাতে বাকোনো রকম সমস্যা না হয় সেই সমস্ত ব্যবস্থা পূর্ব রেল করে রেখেছে। আপনারা নিশ্চিন্ত মনে আসুন, পূর্ব রেল আপনাদের সহযোগিতায় সদা তৈরি।

বিজ্ঞান ভাবনা জাদুচক্র দ্বারা আয়োজিত উত্তরপাড়া গণভবনে এক বিশাল ম্যাজিক শো অনুষ্ঠিত হলো

দুরন্ত বার্তা, শিয়াখালা, হুগলি, ২৮ জুলাইঃ আজ বিজ্ঞান ভাবনা যাদুচক্র দ্বারা আয়োজিত উত্তরপাড়ার গণভবনে একঝাঁক জাদু শিল্পীর উজ্জ্বল উপস্থিতিতে এক স্মরণীয় জাদু উৎসব আয়োজিত হল। আয়োজক সংস্থা বিজ্ঞান ভাবনা জাদুচক্রের কর্ণধার বিশিষ্ট জাদুকর ও সঙ্গীত শিল্পী বিপ্লব কুমার বলেন জাদু শিল্পের প্রতি এলাকার সংস্কৃতি মনস্ক মানুষকে অনুরাগী করে তুলতে এই জমায়েতের আয়োজন। জাদু পরিবেশনের সাথে শ্রীমতি জ্যোৎস্না সরকারের মনজ্ঞ সংগীত ও চান্দ্রেয়ীরিমিসায়নি নৃত্য মঞ্চস্থ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা ও পার্শ্ববর্তী কয়েকটি রাজ্য থেকে প্রায় একশো জন জাদু শিল্পী

উপস্থিত হয়েছিলেন। জাদুকর বিপ্লব কুমারের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে যাঁদের উপস্থিতি এই সম্মেলনকে অলংকৃত করেছে তাঁরা হলেন জাদুকর বি. কুমার, অনুপ কুমার দাস, আশিস মুখার্জী, শান্তনু সেন, দেবাশিস সাহা রায়, এস কুমার মুখার্জী, কে. কুমার, সৃজা হালদার ও বৃষ্টি নস্কর। এছাড়াও গণকৃষ্টীশাখার অম্লান কুমার চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। উত্তরপাড়া অঞ্চলে এতজন জাদুশিল্পীর উপস্থিতিতে একমাত্র জাদু সম্মেলনে যাঁরা জাদু পরিবেশন করলেন তাঁরা হলেন জাদুকর পি. কে নন্দী, স্নিগ্ধা সিনহা, গৌতম অধিকারী, ড. সুদীপ ও জাদুপরী সৃজা। অন্তিম পর্বের অনুষ্ঠানে আয়োজক সংস্থার কর্ণধার বিপ্লব কুমার ও আশিস মুখার্জীর জাদু সকল দর্শক মন্ডলীর মনোরঞ্জন করেন। আশিস মুখার্জী ও বুলবুল কর্মকারের সুনিপুণ সঞ্চালনাও অনুষ্ঠানকে বেশ আকর্ষণীয় করে তোলে। উত্তরপাড়া কোতরং পৌরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদবের উপস্থিতি ও সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠান সাফল্য মণ্ডিত হয়ে ওঠে। উত্তরপাড়ার বুকে এমন সুন্দর জাদু সম্মেলন উত্তরপাড়াবাসীকে মুগ্ধ করে।

মোহনবাগানের বর্ষসেরা সমর্থক পাইক পাড়ার চা বিক্রেতা বাপি মাঝি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাইঃ ছোট থেকেই মোহনবাগান ক্লাবের একনিষ্ঠ সমর্থক। তিনি মনে করেন সমর্থকদের সমর্থন ময়দানে খেলোয়াড়দের শক্তি যোগায়। তাই প্রতিটি মোহনবাগানের খেলায় খেলা দেখতে গ্যালারিতে ঢুকে মাতিয়ে রাখার চেষ্টা করেন। খেলার ময়দানে গ্যালারিতে বসে বরাবর দলের জন্য গলা ফাটিয়েছেন কলকাতা পাইকপাড়ার বাপি মাঝি।। আজও ক্লাবের প্রতি সমর্থন অটুট। অনেক টানা পড়নের মধ্যে কখনো সমর্থনে বিন্দুমাত্র ঘাটতি দেখা যায়নি। এবার সেই মোহনবাগান অন্তপ্রাণ অন্ধ ভক্তের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে মোহনবাগান ক্লাব। ক্লাবের তরফে তাকে দেওয়া হবে বর্ষসেরা সমর্থকদের খেতাব। আগামী ২৯ শে জুলাই মোহনবাগান দিবসের দিন ক্লাবের তরফে বাপির হাতে তুলে দেওয়া হবে সম্মান। ১৯৮৪ সাল থেকে মোহনবাগান মাঠে খেলা দেখতে যাওয়া শুরু করেন। ১৯৮৬ সালে সল্টলেকে যুবভারতী স্টেডিয়াম মোহন-ইস্ট ডারবি ম্যাচ দেখতে প্রথম যান। যদিও সেই ম্যাচে মোহনবাগান ব্রিগেড হেরে যায়। সেদিন রাতে সেদিন রাতে বাড়িতে ফিরে খাওয়া দাওয়া করেননি। পরবর্তী সময়ে ভারতের যে কোন প্রান্তে মোহনবাগানের দল

জাতীয় আইএএস লিগ খেলতে গেছে সেখানের গ্যালারিতে বাপি হাজির। সেই পরিচিত দৃশ্য সবুজ- মেরুন জামা আর দুই হাতে পতাকা নিয়ে ওড়ানো । ২০০৪ সালে গোয়ার ফতেদার স্টেডিয়ামে মোহনবাগান ও গোয়ার সাথে জাতীয় লীগের শেষ খেলা দেখতে চ্যাম্পিয়ন করে নিয়ে আসেন। সেই সময় কোচ ছিলেন সুব্রত ভট্টাচার্য। তাই ক্লাব নিয়ে তার পাগলামি আরও অনেক আছে। কৃষ্ণবর্ণ দোহারা চেহারা বাপি মাঝি কলকাতা পাইকপাড়া রাজা মনিন্দ্র রোড এলাকার বাসিন্দা। বাড়ির লাগোয়া একটি চায়ের দোকান চালিয়ে জীবন যাপন করেন। কিন্তু তার একটাই নেশা তা হল মোহনবাগানের খেলা দেখা। বাড়িতে বউ শিপ্রা মাঝি ,একমাত্র মেয়ে সঞ্চিতা বি এ গ্রাজুয়েট হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই মোহনবাগানের একনিষ্ঠ সমর্থক। ক্লাবের খেলা থাকলেই সেখানেই হাজির হবে। ২০১৬সালে বাপির শরীরে কর্কট রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। ২০১৭ সালের প্রয়াত ক্লাব সেক্রেটারি অঞ্জন মিত্র তাকে চিকিৎসার জন্য এক লাখ টাকা দেন। সেই সময় আজকের ক্লাব সেক্রেটারি দেবাশীষ দত্ত ছিলেন। তাই প্রাচীনকাল থেকেই এই শহরের কাছে নস্টালজিক মোহনবাগান ক্লাব।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

২৯ বর্ষ, দৈনিক ২৩৯ সংখ্যা, সোমবার, ১৩ শ্রাবণ, ১৪৩১

কার্গিল বীর নিম্বুস্যার

কারগিলের নিম্বুস্যার। সাম্প্রতিককালে কার্গিল যুদ্ধই ছিল গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে খ্যাত। যুদ্ধ চলছিল কার্গিল, বাটালিক, দ্রাস এবং লাদাখ অঞ্চলে। এসব এলাকা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড়ে প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে। ভারতীয় জওয়ানদের যে শুধু পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছে তাই নয়, লড়াই করতে হয়েছিল প্রবল ঠান্ডার সাথেও। যে সময়ে কার্গিল যুদ্ধ হচ্ছিল তখন ঐসব অঞ্চলের তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোনও ক্ষেত্রে আরও কম..! আর এই উচ্চতা ও চূড়ান্ত ঠান্ডার মধ্যে ভেলকি দেখিয়েছিল সেনাবাহিনীর এক বিশেষ প্লাটুন ঘাতক; ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর কম্যান্ডো এরা। প্রতিটি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে থাকে। ২০ জন সদস্যের এই কম্যান্ডো বাহিনীর প্রাথমিক লক্ষ্যই হল নিশানায় চোখের পলকে হামলা করা এবং শত্রুপক্ষকে হতভম্ব করে দেওয়া। মূল বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই যাতে এরা অভিযান চালাতে পারে, সেভাবে প্রশিক্ষিত করা হয় এদের। দুর্গম পাহাড়ের গা বেয়ে যে কোনও উচ্চতায় উঠে যেতে পারে এরা। কার্গিল যুদ্ধের পঁচিশ বছর পুর্তি উপলক্ষ্যে এমনই এক 'ঘাতক' কম্যান্ডোর কাহিনীর। যুদ্ধ শেষ। দ্রাস সেক্টরে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে 'ব্ল্যাক রক' সেনা চৌকি আবার পাক সেনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় ফৌজ। কিন্তু সেনাদের না আছে উচ্ছ্বাস না জয়ের আনন্দ! অনেক নীচ হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক কমান্ডোর গুলিবিদ্ধ দেহ। সেদিকে তাকিয়ে কান্নাভেজা গলায় তারা বলে উঠলো, ইয়ে আপকি জিৎ হ্যায় নিম্বু সাব...স্রিফ আপহি কি জিৎ। সেনাদের যে প্রকাশ্যে কাঁদতে নেই! নাগাল্যান্ডের যে গ্রাম থেকে এসেছিল এই কমান্ডো তার নাম 'পারহেমা', নাগা ভাষায় যার অর্থ মুন্ডু শিকারীদের গ্রাম। বাবা চায়নি ছেলে সেনাদলে ভর্তি হোক কিন্ত বিজ্ঞানে স্নাতক ছেলে ১৯৯৮ এ কমিশনড্ পেয়ে রাজপুত রাইফেলসে ক্যাপ্টেন হয়ে গেল। অসম্ভব শারীরিক পটুতা ও সক্ষমতা থাকার জন্য তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে বাহিনীর কম্যান্ডো উইং 'ঘাতক' প্লাটুনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। পিতৃদত্ত নাম বাংলায় নেইকেজাকুও কেনগুরেস। কিন্ত এই নামে ডাকেনি কেউ। চার হাত পায়ের সাহায্যে তরতর করে খাড়া পাহাড়ে চড়ে যেত বলে উর্ধ্বতন অফিসাররা ডাকতেন ক্যাঙারু বলে আর অধস্তন জওয়ানদের কাছে ছিলেন নিম্বুসাব! কারগিল লড়াই যখন শুরু হলো তখন নিম্বুসাব প্লাটুন কমান্ডার। ২৮শে জুন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো পাক সেনার হাত থেকে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত ব্ল্যাক রক চৌকি পুনর্দখল করতে। ভারী মেশিনগান নিয়ে বসে থাকার কারণে ভারতীয় সেনার অগ্রগতি এক রকম বন্ধ। পাহাড়ে পা রাখার সাথে সাথেই শুরু হলো তাদের ওপর নাগাড়ে গোলাবর্ষণ, হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। গ্রেনেড স্প্লিন্টারে আহত হলেন খোদ কমান্ডার নিম্বু। পেট দিয়ে সমানে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে পোষাক, কিন্ত পিছু হটার পাত্র নন এই নাগা ক্যাপ্টেন। গুরুতর আহত হয়েও পাক সেনাদের পরাস্ত করেন।

রোম সম্রাট সিজার

জুলিয়াস সিজার। প্রখ্যাত রোমান সেনাপতি ও শাসক। পুরো নাম গাইয়াস জুলিয়াস সিজার। খ্রিস্টপূর্ব ১০০/১০১ পূর্বাব্দ ১২/১৩ জুলাই রোমে জন্ম নেওয়া এই মহাযোদ্ধা গোটা বিশ্বের ইতিহাসে অনন্য এক সমরনায়ক ও রাজনৈতিক নেতা হিসেবে সুপরিচিত। পিতা গাইয়ুস জুলিয়াস সিজার ছিলেন রোমান সিনেটর মা আউরেলিয়া কোট্টা। ট্রোজান রাজকুমার ঈয়েনেয়াস-এর বংশধর জুলিয়াস সিজার। বীর এই যোদ্ধার উত্থান এক দিনে হয়নি, বছরের পর বছর নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সিজার ইতিহাসে তাঁর বর্তমান অবস্থান তৈরি করেছেন। প্রচলিত আছে, জুলিয়াস সিজার যে বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে বংশের আদিমাতা হলেন গ্রিকদের প্রেম ও সৌন্দর্যের দেবী ভেনাস। নিজে উচ্চবংশের মানুষ হলেও সিজার বিয়ে করেছিলেন অতি সাধারণ বংশের এক নারীকে। সাধারণ এক নারীকে বিয়ে করার জন্য তাঁকে রোম ছেড়ে এশিয়া মাইনরের দিকে পালাতে হয়। সেখানে যুদ্ধরত একটি দলের সঙ্গে যোগ দিয়ে সিজার তাঁর সমরনৈপুণ্য প্রমাণ করেন। দুই বছর পর রোমে ফিরে আইন ও রাজনীতি বিষয়ে লেখাপড়া শুরু করেন জুলিয়াস সিজার। রাজনৈতিক কৌশল খাটিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সুল্লার মতবাদের প্রবক্তা হিসেবে কাজ করতে থাকেন। এ সময় পুরো রোম জলদস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। রোম সিনেটের সিদ্ধান্তক্রমে জুলিয়াস সিজার শক্ত হাতে জলদস্যুদের দমন করেন। এ ছাড়াও নানা বিদ্রোহ দমন ও রাজ্যবিস্তারে সফল অভিযান সিজারকে একজন দক্ষ সমরনায়কের খ্যাতি এনে দেয়। খ্রিস্টপূর্ব (৬৮)সরাসরি রাজ নীতিতে যুক্ত হন জুলিয়াস সিজার। সে বছর সিনেটের সদস্যপদ লাভের পাঁচ বছর পর লাভ করেন রোম সিনেটের ধর্মাধ্যক্ষের পদ। এ পদ লাভের ফলে সিজার তৎকালীন রোমের সেরা তিন বীরের একজন হয়ে যান। কৌশলে ওস্তাদ সিজার প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পেইয়ের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দেন। কিছু দিন পরই পম্পেইয়ের সমর্থনে সিনেটের কনসাল হয়ে যান জুলিয়াস সিজার। তিনি গল, (বর্তমান ফ্রান্স) জার্মানি, ব্রিটেনসহ রোম সাম্রাজ্যের অর্ধেকটাই নিজের দখলে আনেন। গল উপ জাতিদের পরাজিত করে তিনি রোমের সীমানা উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের তীর (বর্তমান ইংলিশ চ্যানেল) পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এরপর আরো বেশি যুদ্ধে জড়াতে হয় সিজারকে। পম্পেইয়ের সঙ্গে সম্পর্কেও ধরে ছেদ। কিন্তু সব যুদ্ধে জয়লাভ করে সিজার তখন মাস্টার অব রোম! পম্পেইকে পরাজিত করে রোমের একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী হন সিজার।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

মাকে পুজো করতে হবে। মায়ের আর্শীবাদকে গ্রহণ করতে হবে। মায়ের পাকে জল দিয়ে ধুয়ে দিতে হবে। মায়ের সেবা করতে হবে। মাতৃভক্ত হতে হবে। তবে মুক্তি পাওয়া সম্ভব হবে। নাহলে মুক্তি মিলবে না। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ হচ্ছে মাতৃতান্ত্রিক দেশ। এই দেশের মা হচ্ছেন সংসারের সেরা। তিনি আছেন বলেই সংসার এতো সুন্দর এবং বৈচিত্র্যময়। মা ত্যাগ করতে জানেন। মা সব সময়ে ত্যাগী হন। তিনি সংসারের জন্য ত্যাগ স্বীকার করেন। মা কিন্তু কারোর একার হয় না। মা হচ্ছেন সবার। তাঁকে ভক্তি করতে হয়। শ্রদ্ধা করতে হয়। মাকে ভক্তি ভক্তি এবং শ্রদ্ধা করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, মায়ের আশির্বাদ নিয়ে কাজ শুরু করতে হয়। স্বামী বিবেকানন্দ মায়ের আর্শিবাদ গ্রহণ করে কাজ শুরু করতেন। মা সারদা তো জগত মাতা। তিনিই তো সিদ্ধিদাত্রী। তিনি সবাইকে পথ দেখিয়ে থাকেন। তিনি আছেন বলে জগত পরম ধন্য। মা আছেন বলে সন্তানরা বেঁচেবর্তে থাকে। এবং বড় হতে পারে। না হলে কবেই সবাই শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতো। জীবনে উন্নতি করতে গেলে চাই নারী শক্তির জাগরণ। সেটা করতে হবে। বাংলার নবজারণ শুরু হয়েছিল নারী শক্তিকে জাগরিত করার মন্ত্র গ্রহণ করে। সেই নারী জাগরণের মন্ত্র গ্রহণ করেছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। সবার মধ্যে মায়ের অস্তিত্ব দেখতে পায়। নদীকে ভারতবাসীরা মা হিসাবে পুজো করে থাকেন। দেশকে মা বলে সম্মান দান করে। নারী জাতিতে সম্মানে রাখলে একটি পরিবার সুস্থ এবং স্বাভাবিক থাকে। স্ত্রী জাতি কাউকে দোষরোপ করে না। স্ত্রীজাতি কাউকে ঘৃনা করতে শেখায় না। দিনের কাজ শুরু হয় সকাল বেলা থেকে। সেই কারণে মায়ের নাম স্মরণ করা উচিত।

১৯১১ সালে মোহনবাগান ক্লাব ব্রিটিশ সেনা ক্লাবকে আইএফএ শিল্ড প্রতিযোগিতায় পরাস্ত করে বাংলার জাতীয় চেতনার শ্রীবৃদ্ধি করে

রবীন্দ্রকুমার শীল

১৯১১ মোহনবাগান ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে হারিয়ে শিল্ড জিতেছিল। ১৮৯৩ সালে, ভারতীয় ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (আইএফএ) আইএফএ শিল্ড নামে একটি বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু করেছিল। এটি ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রতিষ্ঠার প্রথম বছর থেকে, আইএফএ শিল্ডটি ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দল দ্বারা আধিপত্য ছিল এবং রাজকীয় আইরিশ রাইফেলস ১৮৯৩ সালে প্রথম আইএফএ শিল্ড উত্তোলনের জন্য ডাব্লুডিআরএকে পরাজিত করে।

১৯১১ সালে, ২৯ শে জুলাই মোহনবাগান এসি ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ ব্যবধানে পরাজিত করে আইএফএ শিল্ড জেতা প্রথম সর্বভারতীয় দল হয়ে ওঠে এবং তারা রেকর্ডটি ভেঙে দেয়। প্রশিক্ষক ছিলেন শ্রদ্ধেয় শৈলেন বসু। খালি পায়ে এগারো সদস্যের মোহনবাগান দলটি আরও ভাল প্রশিক্ষিত ইস্ট ইয়র্কশায়ার দলের মুখোমুখি হয়েছিল। কিন্তু কিছুই তাদের আত্মাকে হারাতে পারেনি এবং তারা জিতেছে। এই জয়টি মোহনবাগানকে প্রথম সর্বভারতীয় দল করে তোলে যারা ব্রিটিশ দলের বিরুদ্ধে চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল এবং স্বাধীনতার জন্য ভারতের চাপের সময় এটি একটি প্রধান মুহূর্ত ছিল।

১৯১১ টিমে নিম্নলিখিত সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত ছিল (বাম থেকে শুরু করে নীচের ছবিতেও দেখানো হয়েছে) - রাজেন সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য, হীরালাল মুখার্জি, মনমোহন মুখার্জি। শ্রদ্ধেয় সুধীর চট্টোপাধ্যায় এবং ভুটি সুকুল এবং বাঁ দিক থেকে বসা) কানু রায়, হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয় দাস ভাদুড়ী এবং শিবদাস ভাদুড়ী। মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব হল কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত একটি ভারতীয় পেশাদার মাল্টি-স্পোর্টস ক্লাব। ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত, এটি এশিয়ার প্রাচীনতম মাল্টি-স্পোর্টস ক্লাবগুলির মধ্যে একটি। ক্লাবের বিভিন্ন ক্রীড়া বিভাগ যেমন ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, টেনিস, অ্যাথলেটিক্স, ইস্পোর্টস ইত্যাদি রয়েছে। মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব পুরো নাম মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব। প্রতিষ্ঠিত ১৫ আগস্ট ১৮৮৯ ; ১৩৬ বছর আগে (মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব হিসাবে) সভাপতি ঃ স্বপন সাধন বোস। প্রথম সভাপতি ভূপেন্দ্র নাথ বসু।

মোহনবাগান ক্লাবটি ১৮৮০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যখন শ্যামবাজারের বর্তমান ফারিয়াপুকুর লেনের আশেপাশের যুবকরা একটি ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটি আদর্শ জায়গার সন্ধানে বেরিয়েছিল এবং একটি মার্বেল প্রাসাদ, মোহনবাগান ভিলা, পরিবারের মালিকানাধীন ছিল। একজন শীর্ষস্থানীয় পাট ব্যবসায়ী কীর্তি চন্দ্র মিত্রের।

১৮৮৯ সালের ১৫ আগস্ট, উত্তর কলকাতার তিনটি বিশিষ্ট শাসক বাঙালি পরিবার - মিত্র পরিবার, বসু পরিবার এবং সেন পরিবার - ভূপেন্দ্র নাথ বসুর সভাপতিত্বে একটি বৈঠকের পর, মোহনবাগান স্পোর্টিং ক্লাব গঠিত হয়। ভূপেন্দ্র নাথ বসু নব প্রতিষ্ঠিত ক্লাবের প্রথম সভাপতি এবং জ্যোতিন্দ্র নাথ বসু প্রথম সচিব হন।

প্রারম্ভিক বছরগুলিতে, প্রাসাদের অভ্যন্তরের স্বল্প মাঠটি ক্লাব দ্বারা ম্যাচ আয়োজনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল, যার মধ্যে তাদের প্রথম ম্যাচটি যেটি ইডেন হিন্দু হোস্টেল ছাত্রদের দলের বিরুদ্ধে খেলা হয়েছিল এবং ১-০ তে হেরেছিল। ক্লাব ম্যানেজমেন্ট যুবকদের সদস্যপদ প্রদানের উপর ব্যাপকভাবে জোর দিয়েছিল এবং একটি কঠোর আচরণবিধি বজায় রেখেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল চমৎকার ক্রীড়াবিদ তৈরি করা এবং তাদের অনবদ্য নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধে আবদ্ধ করা। প্রথম-বার্ষিকী সমাবেশে, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা এবং ক্লাবের সদস্যরা তাদের অধ্যাপক, এফজে রোকে উপস্থিত থাকার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। রোয়ে ক্লাবের অনুপযুক্ত নামকরণের দিকে ইঙ্গিত করেছিলেন এবং স্পোর্টিং এর পরিবর্তে অ্যাথলেটিক করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কারণ ক্লাবটি অ্যাঙ্গলিং বা রাইফেল শুটিংয়ের মতো ক্রীড়া কার্যক্রমে লিপ্ত হয় না। এইভাবে, সদস্যরা সম্মত হন এবং ক্লাবের নামকরণ করেন মোহনবাগান অ্যাথলেটিক ক্লাব।

দ্বিতীয় বার্ষিকী সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্যার টমাস হল্যান্ড, যিনি পরে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের নির্বাহী পরিষদের সদস্য হন। ১৮৯১ সালে, শ্যামপুকুরের মহারাজা দুর্গা চরণ লাহার সহায়তায়, ক্লাব মাঠটি তার আবাসিক এস্টেটের মধ্যে স্থানান্তরিত করা হয়, যা এখন লাহা কলোনি নামে পরিচিত। কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান হেনরি লি- এর সহায়তায় ক্লাব মাঠটি পরে বাগবাজারের শ্যাম স্কোয়ারে স্থানান্তরিত করা হয়। ১৯০০ সালে, মোহনবাগান প্রেসিডেন্সি কলেজের অংশীদার হয় এবং ময়দানে তাদের মাঠ ভাগ করে নেয়, যেখানে তারা ১৫ বছর ধরে খেলা চালিয়ে যাবে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে মোহনবাগান এসির নবনির্মিত চুনি গোস্বামী গেট।

মোহনবাগান সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৮৬০ এবং পশ্চিমবঙ্গ সোসাইটিস রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট, ১৯৬১ এর অধীনে একটি সমিতি হিসাবে নিবন্ধিত। দেশের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় স্পোর্টস ক্লাবের মত যা সীমিত কোম্পানি, ক্লাবের শেয়ার কেনা সম্ভব নয়, শুধুমাত্র

সদস্যপদ। নিবন্ধিত সদস্যরা মোহনবাগান সোসাইটি গঠন করে, যা বিভিন্ন পদে নিয়োগের জন্য সাধারণ নির্বাচনে অংশ নেয়। ক্লাবটি তার নিজস্ব সংবিধান ক্ষ্ম দ্বারা পরিচালিত হয়। বার্ষিক সাধারণ সভার মাধ্যমে সংশোধনী ও রেজুলেশন পাস করা হয়।

মোহনবাগান ফুটবল দল এই ক্লাবের সবচেয়ে বিশিষ্ট এবং সম্মানিত বিভাগ। এটি ছিল মূল বিভাগ যার সাথে ক্লাবটি ১৮৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দলটি তার হোম ম্যাচগুলি বেশিরভাগ বিবেকানন্দ যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে এবং মোহনবাগান গ্রাউন্ডে খেলে। এটি ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, ভারতীয় ফুটবল লীগ সিস্টেমের শীর্ষ স্তর। ১৯১১ আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে জয়ের জন্য দলটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এটি দেশের অন্যতম সফল দল। অস্তিত্বের ১৩০ তম বছরে, দলটিকে ২৯ জুলাই ২০১৯ তারিখে ক্লাব অফ পাইওনিয়ারস -এ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল, যা বিশ্বের প্রাচীনতম বিদ্যমান ফুটবল ক্লাবগুলির একটি নেটওয়ার্ক। ক্রিকেট ঃ মোহনবাগান এসি (ক্রিকেট) মোহনবাগান ক্রিকেট দল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে, এটি প্রথম বিভাগ লীগ, সিনিয়র নকআউট, সুপার লীগ, এবং মুখার্জি ট্রফিতে অংশগ্রহণ করে। দলটি তাদের হোম ম্যাচগুলি বেশিরভাগ ইডেন গার্ডেনে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস গ্রাউন্ডে খেলে। তারা এখন পর্যন্ত ১০০ টিরও বেশি বড় রাজ্য-স্তরের ট্রফি জিতেছে। অতীতে অনেক বড় বড় নাম যেমন সৌরভ গাঙ্গুলী, শচীন টেন্ডুলকার, বিরাট কোহলি, এমএস ধোনি এমনকি শ্রীলঙ্কান খেলোয়াড় চামিন্দা ভাসও ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। হকি ঃ মোহনবাগান এসি (ফিল্ড হকি) মোহনবাগান হকি দল হকি বেঙ্গল দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন বয়সের জন্য বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। দলটি তাদের হোম ম্যাচগুলি বেশিরভাগ সল্টলেক স্টেডিয়ামের (স্পোর্টস কমপ্লেক্সে এবং মোহনবাগান গ্রাউন্ডে খেলে। ক্লাবটি কলকাতা হকি লীগ এবং বেইটন কাপে অংশগ্রহণ করে। দলটি ৪১টি প্রধান রাষ্ট্রীয় শিরোপা জিতেছে যার মধ্যে ২৫টি এবং ১৪টি বেইটন কাপ শিরোপা রয়েছে। অ্যাথলেটিক্স ঃ মোহনবাগানের একটি অ্যাথলেটিক্স দল রয়েছে, যেটি পশ্চিমবঙ্গ অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশনের সাথে অনুমোদিত এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করে। ১৫ ক্লাবটি ক্লাব মাঠে বার্ষিক অ্যাথলেটিক মিটও আয়োজন করে। ইস্পোর্টস ঃ

মোহনবাগান ই-আইএসএল- এর উদ্বোধনী মরসুমেও অংশ নিয়েছিল যেখানে আইএসএল দলগুলি ভিডিও গেম ফিফা ২২ খেলতে প্রতিযোগিতা করেছিল। ক্লাব পুরস্কার ঃ মোহনবাগান এসি সিজন পুরস্কার। ২০০১ সাল থেকে, ২৯ জুলাই ১৯১১ আইএফএ শিল্ড ফাইনালে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টের বিরুদ্ধে ক্লাবের জয়ের সম্মানে মোহনবাগান দিবস হিসাবে পালিত হয়। দিবসটি স্মরণীয় করে রাখতে ক্লাব বিভিন্ন উৎসবের পাশাপাশি একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। মোহনবাগান রত্ন হল একটি পুরস্কার যা প্রতি বছর মোহনবাগান দিবসে অসামান্য প্রাক্তন খেলোয়াড়দের দেওয়া হয়, খেলাধুলা নির্বিশেষে। প্রথম প্রাপক ছিলেন সাবেক ফুটবলার শৈলেন মান্না। মোহনবাগান রত্ন ছাড়াও, অন্যান্য পুরস্কারগুলিও উপস্থাপিত হয় যা প্রায়শই প্রতি বছর বিভাগে আলাদা হয়, সিজনের সেরা ফুটবলার এবং ক্রিকেটারের জন্য একটি পুরস্কার ব্যতীত যা বেশিরভাগ বছরের জন্য উপস্থাপিত হয়।

সঙ্গে জড়িয়ে থাকা বাঙালির আবেগকে ফুটিয়ে তোলে। সেই সঙ্গে পরাধীন ভারতে বাঙালি তথা ভারতীয়রা কীভাবে জ্বলে উঠেছিল তারই বড় দৃষ্টান্ত লুকিয়ে রয়েছে ২৯ জুলাই তারিখের মধ্যে। সেই আবেগ জড়িয়ে রয়েছে মোহনবাগানের সঙ্গে। বাঙালি তথা ভারতীয় ফুটবলের আবেগের অন্যতম একটি দিন হল ২৯ জুলাই। এই দিনটিকে মোহনবাগান দিবস হিসাবে পালন করা হয়। ১৯১১ সালের এই দিনেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ১১ জন দামাল বাঙালি ছেলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা ফুটবল খেলায় ইংরেজদের হারায়। বুট পরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে মাঠে খেলতে নামেন ১১ জন বাঙালি তরুণ। লক্ষ্য তাঁদের তখন একটাই, হেস্টিংসের মাথায় ইংরেজদের পতাকা উড়ছে, সেটাকে নামিয়ে দেশের পতাকা তোলা। তার জন্য তাঁরা ফুটবলকেই বেছে নিলেন। ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ডে ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করেছিল মোহনবাগান। ১৯৮৯ সালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠা-শতবর্ষ উপলক্ষে ভারত সরকার ১৯১১ সালের এই জয়ের একটি স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ করেছিল। ১৯১১-র সেই ঐতিহাসিক জয় আজও প্রতিটি বাঙালির মনে জ্বলজ্বল করছে। স্বর্ণাক্ষরে ভারতের ও ফুটবলের ইতিহাসে লেখা রয়েছে হাবুল, শিবদাস, মনমোহনদের নাম। প্রতি বছরের মতো এই দিনে প্রাক্তনদের ফুটবল ম্যাচ হয়। এদিন সকালে মোহনবাগানের আঁতুড়ঘর মোহনবাগান লেনে অমর একাদশের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। উপস্থিত থাকেনত কলকাতার উপমহানাগরিক তথা বিধায়ক শ্রী অতীন ঘোষ। উপস্থিত থাকেন মোহনবাগান ক্লাবের দেবাশীস দত্তও। ভারতীয় ফুটবলের আইকন সুনীল ছেত্রী সহ অনেক বিশিষ্টজনেরা সেখানে উপস্থিত থাকেন। ২৯ জুলাই দিনটিকে মোহনবাগান ক্লাব দিবস হিসাবে পালন করা হয়ে থাকে। মোহনবাগন ক্লাবকে জাতীয় ক্লাব হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছে। মোহনবাগান ক্লাবের প্রতিটি খেলোয়াড়রা সেদিন বেশ স্বদেশি চিন্তাকে নিজেদের মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে ব্রিটিশ গোড়া সেনাদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে যেভাবে কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলে আইএফএ শিল্ড জয়লাভ করেছিল তাতে ব্রিটিশ শক্তি ভয় পায় এবং কলকাতা থেকে রাজধানি দিল্লিতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কারণ বাংলাকে ভয় পেতে শুরু করে ব্রিটিশ শাসকেরা। বাংলার তখন রুরু হয়ে গিয়েছে স্বদেশি আন্দোলন। ব্রিটিশ শক্তিকে সরিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে হবে।

বিশ্ব আতঙ্ক সৃষ্টি করে জলদস্যু ব্ল্যাক বিয়ার্ড

বিশেষ প্রতিবেদক

৩০০ বছরের বেশি সময় পার হয়ে যাওয়ার পরও এখনো সবার কাছে সুপরিচিত, হয়তোবা আরও তিন হাজার বছর পরও একইভাবে পরিচিত থাকবেন। দেহ থেকে মাথা কেটে ফেলার পরেও যে ব্যক্তি বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যায় সে কি আর যেমন তেমন কেউ। কেনই বা মানুষ মনে রাখবেন না তাকে। এবার আসি মূল গল্পে-জলদস্যুদের কথা উঠলেই আমাদের চোখে ভেসে ওঠে এক ভয়ঙ্কর ছবি। এক চোখে তাপ্পি, মোটা দাড়ি গোঁফ, হাতে তলোয়ার, মাথায় দুটি শিং। আমরা কি জানি ইতিহাসের পাতায় সর্বকালের সেরা জলদস্যু কে? তার কথাই জানবো আজ। জলদস্যুদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত ও বিখ্যাত হলেন ব্ল্যাক বিয়ার্ড দ্য পাইরেট। হাজার হাজার গল্প, উপন্যাস, কমিক, নাটক, সিনেমা ও সিরিজে তার নাম রয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল এই জলদস্যুর তেমন কোন গুপ্তধন আজও পাওয়া যায়নি। কিন্তু তারপরেও বিখ্যাত হয়ে রইলেন ইতিহাসের পাতায়। ব্ল্যাকবিয়ার্ড সম্পর্কে তেমন কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তার সম্পর্কে যতটুকু জানা গিয়েছে তার বেশিরভাগই 'আ জেনারেল হিস্ট্রি অব দ্য রবারিস অ্যান্ড মার্ডারস অব দ্য মোস্ট নটোরিয়াস পাইরেটস বইটি থেকে। ১৬৮০ সালে ইংল্যান্ডে এক ধনী ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। শিক্ষিত ও বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন তিনি। তিনি শুধু ব্ল্যাকবিয়ার্ড দ্য পাইরেট নামে পরিচিত ছিলেন না। এডওয়ার্ড টিচ নামেও পরিচিত ছিলেন। কারণ তখনকার জল দস্যুদের একটা ছদ্মনাম থাকতো। ব্ল্যাকবিয়ার্ড স্প্যানিশ উত্তরাধিকারের যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির একজন প্রাইভেটিয়ার ছিলেন। 'প্রাইভেটিয়ার হলেন ব্যক্তিগত মালিকানাধীন জাহাজ সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স করিয়ে ভিনদেশী জাহাজ আক্রমণ করেন।

বোঝাই যায় প্রাইভেটিয়ার ও জলদস্যুদের মধ্যে আলাদা কোন পার্থক্য নেই। একটা পর্যায়ে দস্যুবৃত্তিই টিচের নেশা ও পেশা হয়ে দাঁড়ায়। ১৭১৬ সালে টিচ বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কুখ্যাত জলদস্যুর বেনজামিন হরণী গোল্ডের দলে যোগদেন তিনি ও ১৭১৭ সালে ফরাসি এক জাহাজ ছিনতাই করেন। পরবর্তীতে তার নাম দেন কুইন অ্যানস রিভেঞ্জ। এখান থেকেই ব্ল্যাকবিয়ার্ড নামে

পরিচিতি পায় তিনি। তার কালো রংয়ের মোটা পুরু দাড়ি ও রুক্ষ চেহারা দেখলেই গায়ে কাঁটা দিত যে কেউর। ব্ল্যাকবিয়ার্ড তার জাহাজে সবার চেয়ে ভিন্ন ধরনের পতাকা ব্যবহার করতেন। পতাকাটি থাকতো কালো রঙের। তাতে সাদা শয়তানের কঙ্কালের ছবি আঁকা থাকতো। কঙ্কালটি আবার এক হাতে পানির পাত্র ও অন্য হাতে রক্ত ঝরা হৃদপিন্ডের তীর তাক করে রাখত। এই ছবি দেখলেই শত্রুরা বুঝতে পারতো তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। ব্ল্যাকবিয়ার্ড এমন এক দস্যু ছিলেন যে তার শত্রুদের সাথে খুব বেশি একটা যুদ্ধে যেতে হতো না। শত্রুরা যখন বুঝতে পারতো তার দৃষ্টিতে পড়েছেন তখন নিজেরাই আত্ম সমর্পণ করতো। তার শরীরে পিস্তলের বেল্ট জড়িয়ে রাখতেন তিনি। শুধু তাই নয় জাহাজকে আক্রমণের আগে চুল ও দাড়িতে স্লো ম্যাচ দিয়ে ধিকিধিকি জ্বলা আগুন ও ধোয়া বের করতেন। এই দৃশ্য দেখে প্রতিপক্ষের হাত পা অবশ হয়ে যেত। এভাবেই প্রতিপক্ষকে ভয় ভীতি দেখিয়ে বেশির ভাগ জাহাজ আক্রমণ করে ও মালামাল লুট করেন তিনি। তাছাড়াও নাবিক খালাসীদের মুক্তির জন্য মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করতেন এই ব্ল্যাক বিয়ার্ড। ১৭১৮ সালে ব্ল্যাকবিয়ার্ড ক্যারোলাইনায় একটি খাঁড়ি বসান এবং সকল জাহাজের নাবিকদের কাছ থেকে জোর করে টোল আদায় করেন।

ব্ল্যাক বিয়ার্ডকে অন্যায্যভাবে টোল দেওয়ায় ক্যারোলাইনার ব্যবসায়ীদের প্রচুর ক্ষতি হতে থাকে। এক পর্যায়ে সকল ব্যবসায়ীরা মিলে উপস্থিত হন ভার্জিনিয়ার লেফটেন্যান্ট গভর্নর আলেকজান্ডার স্পটউডের কাছে। তারপর যা ঘটেছিল ব্ল্যাকবিয়ার্ড তা কল্পনাও করতে পারেননি। স্পটউডস পার্ল ও লাইম নামে বড় দুটি জাহাজ ও সেই সাথে রোঞ্জার ও জেইন নামে ছোট দুটি জাহাজ এবং ৫০ জনের মত নাবিক ও সৈন্য সামন্ত নিয়ে সমুদ্রে রওনা দিলেন ব্ল্যাকবিয়ার্ডের খোঁজে। ব্ল্যাকবিয়ার্ড এত পরিচিত ছিল যে খুব সহজেই তাকে খুঁজে পেলেন স্পটউড। সাথে সাথেই তাকে আক্রমণ না করে তাকে ফাঁদে ফেলার এক কৌশল অবলম্বন করলেন তারা। কিন্তু তাতে কোন লাভ হল না। ধরা পড়ে গেলেন ব্ল্যাকবিয়ার্ডের কাছে। যুদ্ধ শুরু হলো এবং রোঞ্জার ও জেইনের অনেক নাবিক ও সৈন্য মারা গেল। কিন্তু জেইনে অবস্থানরত কিছু লোক জাহাজের নিচে লুকিয়ে ছিল। ব্ল্যাক বিয়ার্ড ভাবল ঐ জাহাজের সকলকে তিনি হত্যা করেছেন। কিন্তু সেটা ছিল তার ভুল ধারণা ও তার মৃত্যুর ফাঁদ। আনন্দে আত্মহারা হয়ে যেই জেইনে লাফিয়ে উঠলেন তখনই ১২-১৪ জন নাবিক ব্ল্যাকবিয়ার্ডকে আক্রমণ করলেন। এতজন সৈন্যের সাথে যুদ্ধ করে পরাজয় সুনিশ্চিত জেনেও ৬ মিনিট লড়াই করে গেলেন বাঁচার জন্য। কিন্তু তাতে আর শেষ রক্ষা হলো না। পিছন থেকে ব্রিটিশ এক নাবিক তার ধর থেকে মাথা আলাদা করে ফেললেন। আর বাকি শরীর ফেলে দেওয়া হলো জলেতে। আশ্চর্যের বিষয় মাথা ছাড়া শরীরও নাকি জাহাজের চারদিকে বেশ কয়েকবার সাঁতার কেটে জলেতে তলিয়ে যায়। পরবর্তীতে মাথাটি ভার্জিনিয়ার হ্যাম্পটন নদীর ওপর একটি খুঁটিতে ঝুলিয়ে রাখা হয়। ওই জায়গা আজও ব্ল্যাকবিয়ার্ডস পয়েন্ট নামে পরিচিতি। তবে মৃত্যুই ব্ল্যাকবিয়ার্ডের জীবন কাহিনীর শেষ নয়। ব্ল্যাকবিয়ার্ড এমন একজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি যার মৃত্যুর মাত্র কয়েক বছর পর ক্যাপ্টেন চার্লস জনসন তার জীবনী লেখেন ও তিনি অমরত্ব লাভ করেন। (তথ্যসূত্র ঃ ইতিহাসের ভয়ংকরতম জলদস্যুর আখ্যান কিশোর আলো)। এখনও জলদস্যু রয়েছে। তারা সমুদ্রে বহু শক্তিশালী দেশের জাহাজ লুট করে। ভারতের একটি জাহাজ লুট করেছিল। সেই জাহাজকে উদ্ধার করতে ভারতীয় সেনা পাঠানো হয়। বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরে বেশি জলদস্যু রয়েছে। ভূমধ্য সাগরেও জলদস্যু রয়েছে।

সম্পাদক সমীপেষু

বিখ্যাত কবি যোগীন্দ্রনাথ সরকার

'ছোটো শিশু মোরা তোমার করুণা হৃদয়ে মাগিয়া লব, জগতের কাজে জগতের মাঝে আপনা ভুলিয়া রব। ছোটো তারা হাসে আকাশের গায়ে ছোট ফুল ফুটে গাছে, ছোটো বটে তবু তোমার জগতে আমাদেরও কাজ আছে। দাও তবে প্রভু হেন শুভমতি প্রাণে দাও নব আশা, জগত মাঝারে যেন সবাকারে দিতে পারি ভালোবাসা। সুখে দুখে শোকে অপরের লাগি যেন এ জীবন ধরি, অশ্রু মুছায়ে বেদনা ঘুচায়ে জীবন সফল করি।' উপরোক্ত লাইনগুলি বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রাণপুরুষ যোগীন্দ্রনাথ সরকারের রচিত প্রার্থনাসংগীত নামক কবিতা থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে। যোগীন্দ্রনাথ ছিলেন শিশু সাহিত্যিক, ছড়াকার এবং সম্পাদক। ছোটদের অক্ষর পরিচয় থেকে সাহিত্যরস পরিবেশনের এক আকর্ষণীয় ও অভিনব কৌশল অবলম্বন করে বাংলা শিশু সাহিত্য রচনার অন্যতম পথপ্রদর্শক ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার। ছোটদের রচনার পাশাপাশি তার বইয়ের ছবিগুলি শিশুদের মনকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে।

এই শ্রদ্ধেয় শিশুসাহিত্যিকের রচিত হাসিখুশি বইটির ছড়া -' অ-তে অজগরটি আসছে তেড়ে / আ-তে আমটি আমি খাবো পেড়ে' দিয়ে এই দেশের শিশু শিক্ষা আরম্ভ হয়েছে। এই শ্রদ্ধেয় শিশু সাহিত্যিক ১৮৬৬ সালে অক্টোবর মাসের ২৮ তারিখে বর্তমান ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যস্থিত চব্বিশ পরগনা জেলার জয়নগরের মাতুলালয়ে এক দরিদ্র কায়স্থ পরিবারে ভুমিষ্ঠ হন।

এই শিশুসাহিত্যেকের পিতার নাম নন্দলাল সরকার, তার আদি নিবাস অধুনা বাংলাদেশের যশোহর জেলায় ছিল এবং মাতার নাম থাকমণি দেবী। এই শিশু সাহিত্যিকের পূর্বপুরুষদের পদবি ছিল দেব। যশোহর থেকে এই পরিবারে বিভিন্ন শাখা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। যশোহর থেকে দেববংশের একটি শাখা পঞ্চগ্রামে আসেন। পঞ্চগ্রামের এই দেববংশের কোন এক উত্তর পুরুষ চব্বিশ পরগনা জেলার নেতড়ায় বসতি স্থাপন করেন, সেই বংশের সীতানাথ দেবের পুত্র শ্যামসুন্দর প্রথম সরকার পদবি গ্রহণ করেন। এদের অধস্তন চতুর্থ পুরুষ নন্দলাল সরকারের অষ্টম পুত্রই হলেন এই স্বণামধন্য শিশুসাহিত্যিক যোগীন্দ্রনাথ সরকার। নন্দলালের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। ১৮৬৪ সালে প্রবল ঝড়-বৃষ্টিতে নেতড়ার বাস্তুভিটা ধুলিসাৎ হয়ে যাওয়ার ফলে নন্দলাল জয়নগরে (নন্দলালের মাতুলালয় ও শ্বশুরালয় দুই ছিল জয়নগরে) চলে আসেন এবং সপরিবারে বসবাস আরম্ভ করেন। এইখানেই যোগীন্দ্রনাথ সরকারের জন্ম হয়। ২৮শে অক্টোবর, ১৮৬৬।

এই শ্রদ্ধেয় শিশু সাহিত্যিক জয়নগর পাঠশালাতে ভর্তি হয়ে শিক্ষাজীবন আরম্ভ করেন। ১৮৮৩ সালে নন্দলাল সপরিবারে জয়নগর ত্যাগ করে কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করেন। কলকাতায় থাকাকালীন এই খ্যাতনামা শিশুসাহিত্যিককে দেওঘরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যোগীন্দ্রনাথ বসু সঙ্গে করে দেওঘর নিয়ে যান এবং ওনার বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দেন। এই বিদ্যালয় থেকেই যোগীন্দ্রনাথ সরকার প্রবেশিকা পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে কলকাতার সিটি কলেজে এফ. এ. পাঠক্রমে ভর্তি হন। আর্থিক অনটনের জন্য এই পাঠক্রমের পড়া শেষ না করেই এই খ্যাতনামা শিশু সাহিত্যিক মাসিক পনেরো টাকা বেতনে সিটি কলেজিয়েট বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সিটি কলেজিয়েট বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন।

‘মুর্শিদাবাদ-মালদহে মুসলিম জনগোষ্ঠী বেশি, নতুন করে আবিষ্কারের কিছু নেই’

বিজেপি-র গৌরীশঙ্করকে ইতিহাস বোঝালেন অধীর চৌধুরি

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৮ জুলাইঃ প্রথমে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। তারপর মুর্শিদাবাদ জেলার বিজেপি বিধায়ক গৌরীশঙ্কর ঘোষ। উভয়ের দাবি মালদা-মুর্শিদাবাদ জেলাকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করা হোক। শুধু তাই নয়, একধাপ এগিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে চিঠিও দিয়েছিলেন তিনি। এবার মালদহ-মুর্শিদাবাদের এই ভাগ নিয়ে সরব হলেন বহরমপুরের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরী। পরিষ্কার বললেন, কে ব্যক্তিগতভাবে পার্লামেন্টে কী বলল, বাজারে কী বলল তা আমাদের সমর্থন করতে হবে এটা কেমন কথা? এরপর পাশাপাশি জেলার ইতিহাস তুলেও ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। বিজেপি বিধায়ক গৌরী শঙ্করের বক্তব্য ছিল, মালদহ-মুর্শিদাবাদে অনুপ্রবেশ ঘটছে। যার জেরে বিঘ্নিত হতে পারে দেশের নিরাপত্তা। যে শক্তি ভারতকে আবারও ভাঙতে চায়, বাংলাদেশ থেকে তারা মুর্শিদাবাদ মালদা হয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে। স্থানীয় প্রশাসন দলদাসের মতো কাজ করে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থেই তিনি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল চেয়েছেন বলে দাবি তাঁর। তবে কংগ্রেস নেতা অধীরের কথায় বলেছেন, ‘‘মুর্শিদাবাদে আজ থেকে নয়, স্বাধীনতার আগে থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের লোকজনের সংখ্যা বেশি। সেই কারণে এই জেলা দু’দিন পরে স্বাধীন হয়েছে। কারণ মুর্শিদাবাদ পাকিস্তানে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। মুর্শিদাবাদে-মালদহে মুসলিম জনগোষ্ঠী সেখানে সারা জীবন ধরে বেশি। নতুন করে আবিষ্কারের কিছু নেই। এগুলো কে বলছে কেন বলছে জানি না। সমর্থনের কিছু নেই।’’

ভরদুপুরে বেরিয়েছিল ‘বন্ধু’র সঙ্গে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হোটেল থেকে উদ্ধার গৃহবধূর ঝুলন্ত দেহ

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ২৮ জুলাইঃ ফের হোটেল থেকে যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার। এবার ঘটনাস্থল নদিয়া। নদিয়ার হরিণঘাটা এলাকায় একটি হোটেল থেকে এদিন জুটিকা চক্রবর্তী (৩০) নামে এক যুবতীর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যু ঘিরে দানা বেঁধেছে রহস্য। সূত্রের খবর, অমিত শূর নামে এক বন্ধুর সঙ্গে হোটেলের ১০১ নম্বর ঘরটি বুক করেছিলেন জুটিকা। প্রশ্নের মুখে অমিতের ভূমিকাও। ইতিমধ্যেই তাঁকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। এদিকে জুটিকার আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমেছে পরিবারে। আচমকা মৃত্যুর খবরে থ সকলেই। কী করে মৃত্যু হল তা বুঝতে পারছেন না কেউই। অনেকেই বলছেন পিছনে হাত রয়েছে অমিতেরই। তাঁর কঠোর শাস্তির দাবিও উঠেছে। তদন্ত শুরু করেছে হরিণঘাটা থানার পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে পরিবারের সদস্যদের। একইসঙ্গে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে হোটেলের কর্মচারিদেরও। জুটিকার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরে। তিনি বিবাহিত। বাপের বাড়ি আমডাঙায়। পরিবারের লোকজন জানাচ্ছেন, শনিবার

দুপুরে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল জুটিকা। এদিন সকালে পাওয়া যায় মৃত্যুর খবর। পরিবারের লোকজন এও জানাচ্ছেন, দীর্ঘদিন থেকেই তাঁদের বাড়িতে যাতায়াত ছিল অমিতের। তাঁদের মধ্যে ঝামেলাও হয়েছে। অমিত অত্যাচার করতো বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁরা। তাঁদের আশঙ্কা অমিতের কারণেই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের মেয়ের। সে কারণেই অমিতের কঠোর শাস্তির দাবিও তুলেছেন। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই জুটিকার দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর আসল কারণ অনেকটাই পরিষ্কার হবে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হল যে আমার ক্লায়েন্টরা হলেন মিসেস সাদ্ধি মল্লিক এবং মিস স্বাগতা মল্লিক (বিক্রেতা) পিতা- ঁতপন কুমার মল্লিক এবং মাতা- ঁদেবী মল্লিক, বাসিন্দা- ২৯৬, শ্যামনগর রোড, রমেশ অ্যাপার্টমেন্ট, ৩ বি এন্ড সি, কলকাতা- ৭০০০৫৫। আমার ক্লায়েন্টরা নিম্ন তপশীল জমি বিক্রির জন্য একটি বায়নাপত্র করেন (নোটারাইজড) ১৮ ডিসেম্বর, ২০২৩ মিঃ গোপাল ঘোষ, পিতা- ঁবিমল কৃষ্ণ ঘোষ এবং স্ত্রী সোমা ঘোষ, স্বামী গোপাল ঘোষের সাথে (ক্রয়কারী) ভিল- সিংগা, পি.ও. দিগলগ্রাম, থানা- হরিণঘাটা, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৪১২৫৭ সময়সূচী সংক্রান্ত উল্লেখিত সম্পত্তি। সেই চুক্তির শর্তানুযায়ী স্পষ্ট উল্লেখ ছিল ১৮ ডিসেম্বর ২০২৩ হইতে ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৮ মার্চ, ২০২৪ যদি ক্রেতারা বিক্রয় দলিল সম্পাদন করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিক্রয় চুক্তিটি বাতিল হয়ে যাবে এবং বিক্রেতারা / মালিকেরা অর্থাৎ আমার ক্লায়েন্টদের আর কোনো বাধ্যবাধকতা থাকবে না এবং বায়না অর্থ হবে বাজেয়াপ্ত। চুক্তিটি ১৯ মার্চ, ২০২৪ তারিখে একটি সমাপ্তি পত্রের মাধ্যমে সমাপ্ত করা হয়েছিল। বিক্রেতারা আর ক্রেতাদের সাথে কোন চুক্তির দ্বারা আবদ্ধ নয় এবং ক্রেতাদের কোন অধিকার নেই এবং নিম্ন তপশীল উল্লেখিত সম্পত্তি মালিকেরা / বিক্রেতারা বিক্রি করতে স্বাধীন যে কোন ব্যক্তি / ব্যক্তিদের।

তপশীল

জেলা-নদীয়া থানা- হরিণঘাটা মৌজা-উখরা, J.L. No. ০৭৭, L.R.- ৬০১, খতিয়ান- ৭১৬৩ ও ৭১০৯, এ অবস্থিত ১৭.৫ শতক জমি।

SUMAN KUMAR BISWAS
Advocate District & Sessions Court,
Barasat
Ph: 7001121287

আদিনাথ বায়োল্যাবস্ লিমিটেড

সিআইএনঃ এল২৪২৩০ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি০৩৪৪৯২
রেজি. অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেইলঃ iinvestors@adinathbio.com,
ওয়েবসাইটঃ www.adinathbio.com

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের

১. এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির **৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে দুপুর** ০২:৩০-এ অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে (‘ভিসি’)/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (‘ওএভিএম’) শুধুমাত্র, এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। কোম্পানি আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ৪৩তম এজিএম-এর নোটিশ পাঠিয়েছে। ১৭/০৭/২০২৪ তারিখে ২০২৩-২০২৪, ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার দিয়ে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নোটিশ এবং ৪৩তম এজিএমের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.adinathbio.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জ www.cse-india.com-এর ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে। একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে https:www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’) এর ধারা ১০৮-এর সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, সময়ে সময়ে সংশোধিত এবং এসইবিআই (এলওআরডি) প্রবিধানের প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত, ২০১৫, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সিডিএসএল নিয়োগ করেছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ হবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	**শুক্রবার থেকে, ০৯ই দিন, আগস্ট, ২০২৪ (সকাল ০৯:০০টা)**
দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ	**সোমবার, ১২তম দিন, আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত (বিকেল ০৫:০০টা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না

খ) **মঙ্গলবার, ০৬ই আগস্ট,** ২০২৪ (‘কাট-অফ ডেট’) থেকে সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে। সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা মিটিং চলাকালীন তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন, অন্যথায় উভয়ে দেওয়া ভোট ভোট, শুধুমাত্র ই-ভোটিং গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

গ) একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে মেম্বারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি এজিএমের আগে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন;

ঘ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evotingcdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে দূরবর্তী ভোটিং-এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন বা হতে পারেন সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩-এ যোগাযোগ করুন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি সহায়তা বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত।

৪. বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং এতে প্রণীত বিধিগুলি এবং এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই **বুধবার, ০৭ আগস্ট,** ২০২৪ বন্ধ থাকবে ৪৩তম এজিএমের উদ্দেশ্যে **মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট,** ২০২৪ (উভয় দিন সহ)।

আদিনাথ বায়ো-ল্যাবস্ লিমিটেডের পক্ষে
সুনীল কুমার
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০৭৭৭৭৩৫১

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭.০৭.২০২৪

বীরভূমে অজানা জ্বরের প্রকোপ, উদ্বিগ্ন প্রশাসন

দুরন্ত বার্তা, দুবরাজপুর, ২৮ জুলাইঃ অজানা জ্বরের প্রকোপ কমাতে দুবরাজপুরে স্বাস্থ্যকর্মী ও ডাক্তারদের নিয়ে পরিদর্শন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের। দুবরাজপুর পৌর এলাকায় দিন কয়েক ধরেই অজানা জ্বরের প্রকোপ বেড়েছে আক্রান্ত বেশ কয়েকজন, মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। এর পরেই রবিবার দুবরাজপুর পৌরসভার চার নম্বর ওয়ার্ড পরিদর্শন করলেন জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ হিমাদ্রি আড়ি, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক সালমান মণ্ডল, দুবরাজপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পীযূষ পাণ্ডে-সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা। প্রথমেই মৃত শিশুর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক চিকিৎসক হিমাদ্রি আড়ি। কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। এরপর যৌথভাবে ওই এলাকার একাংশ ঘুরে দেখেন। কথা বলেন বেশ কয়েকজনের সঙ্গে। পৌরসভা নাগরিকদের সচেতন করলেন এবং নিজেদের সচেতন হতে বললেন জেলা মুখ্যস্বাস্থ্য আধিকারিক হিমাদ্রি আড়ি। এমনিতেই রাজ্য জুড়ে বাড়ছে ডেঙ্গির প্রকোপ। বিষয়টি নিয়ে উদ্বিগ্ন প্রশাসন। স্বাস্থ্য দফতরের তরফ থেকেও জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতি বীরভূমে এই অজানা জ্বর নিয়ে চিন্তিত স্থানীয় প্রশাসন।

‘হাসপাতালের এই অবস্থা কেন?’, সুপারকে ধমক দিলেন অরূপ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৮ জুলাইঃ হাসপাতালের সামনের অংশ ঝাঁ চকচকে। কিন্তু হাসপাতালের পিছনের অংশে মানুষের চোখের আড়ালে দিনের পর দিন জমা হচ্ছে আবর্জনার স্তূপ। ইতস্তত পড়ে রয়েছে বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট। শহিদ সমাবেশ ফেরত আহত এক দলীয় কর্মীকে হাসপাতালে দেখতে গিয়ে এমন ছবি দেখে চোখ কপালে উঠল খোদ শাসক দলের সাংসদের। হাসপাতালের এমন ঘটনায় ক্ষুব্ধ সাংসদ। হাসপাতাল সুপারকে ধমক দিয়ে বেঁধে দিলেন এক সপ্তাহের সময়সীমা। ঘটনা বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের সাফাই কাজের দায়িত্ব রয়েছে বেসরকারি একটি ঠিকা সংস্থার হাতে। কিন্তু তা দেখাশোনা ও নজরদারির দায়িত্ব খোদ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। সেই হাসপাতালে বারেবারেই উঠে আসে সাফাই কাজ নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, হাসপাতালের সামনের অংশে ওই ঠিকা সংস্থা সাফাই কাজ করলেও, হাসপাতালের পিছনের অংশে নিয়মিত সাফাই কাজ করে না ওই ঠিকা সংস্থা। ফলে হাসপাতাল চত্বরের ওই অংশে দিনের পর দিন জমছে আবর্জনার স্তূপ। বিভিন্ন জায়গায় পড়ে রয়েছে ব্যবহৃত ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ, স্যালাইনের সুঁচ সহ বিভিন্ন বায়ো মেডিক্যাল ওয়েস্ট। সম্প্রতি কলকাতায় তৃণমূলের শহিদ সমাবেশে যোগ দিতে যাওয়া এক আহত তৃণমূল কর্মীকে দেখতে আজ বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে যান বাঁকুড়ার তৃণমূল সাংসদ অরূপ চক্রবর্তী। আহত ওই কর্মীর চিকিৎসা সংক্রান্ত খোঁজ খবর নিয়ে হাসপাতাল চত্বর ঘুরে দেখেন তিনি। আর সেই সময়ই হাসপাতাল চত্বরে এভাবে আবর্জনার স্তূপ জমে থাকতে দেখে চোখ কপালে ওঠে সাংসদের। এই ঘটনার জন্য হাসপাতাল সুপারকে ধমক দেওয়ার পাশাপাশি সাত দিনের মধ্যে হাসপাতাল চত্বর পরিচ্ছন্ন করার নির্দেশ দেন তিনি। সাত দিনের মধ্যে হাসপাতাল চত্বর সাফ সুতরো করা না হলে রাজ্যে রিপোর্ট পাঠানোর নির্দেশ দেন তিনি। অরূপ চক্রবর্তী বলেন, ‘‘হাসপাতালের এই অবস্থা কেন? রোগীরা এর মধ্যে থাকবে? কিছু বলেন না কেন? বিলগুলো আটকান না কেন? এগুলো ঠিক না।’’ সাংসদের ধমক খেতেই তড়িঘড়ি এই ঘটনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থার ঘাড়ে দায় ঠেলে সাফাই দেওয়ার চেষ্টা করে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের আশ্বাস দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে প্রয়োজনে ওই ঠিক সংস্থাকে মোটা অঙ্কের জরিমানা করা হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত ঠিকা সংস্থার সাফাই সম্প্রতি অতিরিক্ত বৃষ্টির কারণেই হাসপাতালের পিছনের অংশে সাফাই কাজ করা সম্ভব হয়নি। সাংসদের নির্দেশের পর এখন দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে।

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে। একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **13/08/2024** তারিখে নিলাম হবে।
যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12010651

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**

এসডি/- অনুমোদিত অফিসার **রুপিক ক্যাপিট্যাল প্রাইভেট লিমিটেড**

তিস্তার জলে ভাসছে মোষ!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৮ জুলাইঃ ভরা বর্ষায় তিস্তা এখন উত্তাল। এরইমধ্যে রবিবার সকালে আরেক কাণ্ড। জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর গ্রামপঞ্চায়েতের বালাপাড়া এলাকায় তিস্তার পাড়ে কাজ করছিলেন এলাকার লোকজন। হঠাৎই নজরে আসে দূরে কী যেন সারি বেঁধে ভেসে আসছে। ছুটে যান তাঁরা। গিয়ে দেখেন খরস্রোতা তিস্তার বুকে ভাসছে ৯টি মোষ। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। তিস্তা ব্যারেজ থেকে দফায় দফায় প্রচুর জল ছাড়ায় জলস্তর বেড়েছে নদীতে। নতুন করে হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে জল ছাড়ার পরিমাণ কম থাকায় সঙ্কেত তুলে নেওয়া হলেও রবিবার

বেলা সাড়ে ১১টায় সেচ দফতর আবারও সতর্কতা জারি করে। এরইমধ্যে বালাপাড়ায় তিস্তার ধারে কাজ করছিলেন নির্মল রায়, হরেকৃষ্ণ ব্যাপারীরা। হঠাৎই দেখেন তিস্তার জলের তোড়ে এগিয়ে আসছে বেশ কয়েকটি মোষ। এরপরই নদীর ধারে ছুটে যান তাঁরা। হরেকৃষ্ণ ব্যাপারী বলেন, ‘‘হঠাৎ দেখি ওদিক থেকে কয়েকটা মোষ ভেসে আসছে। আমরা অনেকে ছিলাম এখানে। সকলে গিয়ে মোষগুলিকে তাড়া দিলাম যাতে ডাঙায় উঠতে পারে। প্রথমে ৯টা মোষ এসেছিল। পরে আরও ২টো। কাদের মোষ, কী ব্যাপার জানি না।’’ খবর দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানায়। পুলিশ এসে তদন্ত শুরু করে। এলাকার লোকজনের কথায়, তিস্তার বুকে ভেসে ভারত থেকে বাংলাদেশেও চলে যেতে পারত এই মোষের দল। এতে কোনও পাচারচক্রের হাত রয়েছে কি না দেখা দরকার। আবার এমনও হতে পারে নিজেরাই হয়ত ভেসে চলে এসেছে কোনওভাবে।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৬৩০৪০ডব্লুবি১৯৮৬পিএলসি০৪০৭৯৬
রেজি. অফিসঃ ৪, নেতাজী সুভাষ রোড, প্রথম তল, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেইলঃ complianceofficer@tspiritualworld.com
ওয়েবসাইটঃ www.tspiritualworld.com

৩৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের

১. এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির **আটত্রিশ (৩৮তম) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট,** ২০২৪ **তারিখে বিকেল** ০৪:০০-এ অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে (‘ভিসি’)/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (‘ওএভিএম’) শুধুমাত্র, এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। কোম্পানি আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ৪২তম এজিএম-এর নোটিশ পাঠিয়েছে। ১৭/০৭/২০২৪ তারিখে ২০২৩-২০২৪, ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার দিয়ে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নোটিশ এবং ৩৮তম এজিএমের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.tspiritualworld.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেটা বিএসই লিমিটেড এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে https:www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’) এর ধারা ১০৮-এর সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, সময়ে সময়ে সংশোধিত এবং এসইবিআই (এলওআরডি) প্রবিধানের প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত, ২০১৫, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সিডিএসএল নিয়োগ করেছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ হবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	**শুক্রবার থেকে, ০৯ই দিন, আগস্ট, ২০২৪ (সকাল ০৯:০০টা)**
দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ	**সোমবার, ১২তম দিন, আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত (বিকেল ০৫:০০টা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না

খ) **মঙ্গলবার, ০৬ই আগস্ট,** ২০২৪ (‘কাট-অফ ডেট’) থেকে সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে। সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা মিটিং চলাকালীন তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন, অন্যথায় উভয়ে দেওয়া ভোট ভোট, শুধুমাত্র ই-ভোটিং গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

গ) একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে মেম্বারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি এজিএমের আগে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন;

ঘ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evotingcdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে দূরবর্তী ভোটিং-এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন বা হতে পারেন সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩-এ যোগাযোগ করুন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি সহায়তা বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত।

ঙ) যদি সদস্যরা তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বর নিবন্ধন না করে থাকে, তাহলে কোম্পানির নিবন্ধক এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট মেসার্স-এর কাছে তা প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হয়। বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড, https://www.bigshareonline.com/InvestorRegistration.aspx-এ তাদের ইমেল ঠিকানা এবং মোবাইল নম্বরগুলি সাময়িকভাবে নিবন্ধিত করতে।

৪. বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং এতে প্রণীত বিধিগুলি এবং এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই **বুধবার, ০৭ আগস্ট,** ২০২৪ বন্ধ থাকবে ৩৮তম এজিএমের উদ্দেশ্যে **মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট,** ২০২৪ (উভয় দিন সহ)।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেডের পক্ষে
নেত্র বাহাদুর রানাভাত
ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিইও
ডিআইএনঃ ০৬৭১৬৬৬৬

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭.০৭.২০২৪

লিখামি কনসালটিং লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৪৫২০৯ডব্লুবি১৯৮২পিএলসি৩৪৮০৪
রেজি. অফিসঃ আর. নং ১, ২য় তল, ৬২এ, ড. মেঘনাদ শাহ সরণি,
সাউদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-৭০০ ০২৯, ফোনঃ +৯১-৮২৩২০৯৯০৯২
ই-মেইলঃ info@ likhamiconsulting.com, ওয়েবসাইটঃ www.likhamiconsulting.com

৪২তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, ই-ভোটিং এবং বই বন্ধের

১. এখানে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানির **৪২তম (বিয়াল্লিশ) বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট, ২০২৪ তারিখে বেলা ১১:০০-এ** অনুষ্ঠিত হবে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে (‘ভিসি’)/ অন্যান্য অডিও ভিজ্যুয়াল মানে (‘ওএভিএম’) শুধুমাত্র, এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে সেট করা ব্যবসায় লেনদেনের জন্য। কোম্পানি আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে ৪২তম এজিএম-এর নোটিশ পাঠিয়েছে। ১৭/০৭/২০২৪ তারিখে ২০২৩-২০২৪, ইলেকট্রনিক মোডের মাধ্যমে শুধুমাত্র সেই সদস্যদের জন্য যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট এবং ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার দিয়ে এজিএমের নোটিশের ফিজিক্যাল কপি পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে।

২. কোম্পানির বার্ষিক রিপোর্ট ২০২৩-২০২৪, অন্যান্য বিষয়ের সাথে, নোটিশ এবং ৪২তম এজিএমের ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.likhamiconsulting.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন, www.bseindia.com এবং www.cse-india.com-এ পাওয়া যাচ্ছে। একটি অনুলিপি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (সিডিএসএল)-এর ওয়েবসাইটে https:www.evotingindia.com-এও পাওয়া যাচ্ছে।

৩. কোম্পানি আইন, ২০১৩ (‘অ্যাক্ট’) এর ধারা ১০৮-এর সাথে সম্মতিতে কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ২০, সময়ে সময়ে সংশোধিত এবং এসইবিআই (এলওআরডি) প্রবিধানের প্রবিধান ৪৪-এর সাথে পঠিত, ২০১৫, কোম্পানি তার সদস্যদের এজিএম-এ লেনদেন করার জন্য রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে এবং এই উদ্দেশ্যে, কোম্পানি ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট প্রদানের সুবিধার্থে সিডিএসএল নিয়োগ করেছে।
দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর বিস্তারিত নির্দেশাবলী এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। সদস্যদের নিম্নলিখিত নোট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক) দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা নিম্নলিখিত সময়ের মধ্যে উপলব্ধ হবেঃ

দূরবর্তী ই-ভোটিং শুরু	**শুক্রবার থেকে, ০৯ই দিন, আগস্ট, ২০২৪ (সকাল ০৯:০০টা)**
দূরবর্তী ই-ভোটিং শেষ	**সোমবার, ১২তম দিন, আগস্ট, ২০২৪ পর্যন্ত (বিকেল ০৫:০০টা)**

রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি সিডিএসএল দ্বারা ভোট দেওয়ার জন্য নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্যদের উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ের পরে ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না

খ) **মঙ্গলবার, ০৬ই আগস্ট,** ২০২৪ (‘কাট-অফ ডেট’) থেকে সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনের তাদের অংশের অনুপাতে হবে। সভা চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের সুবিধাও উপলব্ধ করা হবে এবং মিটিংয়ে উপস্থিত সদস্যরা, যারা দূরবর্তী ই-ভোটিং দ্বারা তাদের ভোট দেননি তারা মিটিং চলাকালীন তাদের অধিকার প্রয়োগ করতে সক্ষম হবেন, অন্যথায় উভয়ে দেওয়া ভোট ভোট, শুধুমাত্র ই-ভোটিং গণনার উদ্দেশ্যে গণনা করা হবে।

গ) একজন ব্যক্তি যার নাম শুধুমাত্র কাট-অফ তারিখে মেম্বারদের রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তিনি এজিএমের আগে / চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা পাওয়ার অধিকারী হবেন;

ঘ) যে কোনো ব্যক্তি যিনি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি helpdesk.evotingcdslindia.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে দূরবর্তী ভোটিং-এর জন্য লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন বা হতে পারেন সিডিএসএল দ্বারা প্রদত্ত টোল ফ্রি নম্বর ১৮০০২২৫৫৩৩-এ যোগাযোগ করুন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত আপনার কোনো প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, আপনি সহায়তা বিভাগের অধীনে www.evotingindia.com-এ উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (এফএকিউ) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে সদস্য নন, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে এজিএম-এর নোটিশটি গ্রহণ করা উচিত।

৪. বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে যে আইনের ধারা ৯১ এবং এতে প্রণীত বিধিগুলি এবং এসইবিআই (এলওডিআর) রেগুলেশন, ২০১৫ এর প্রবিধান ৪২ অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির শেয়ার স্থানান্তর বই **বুধবার, ০৭ আগস্ট,** ২০২৪ বন্ধ থাকবে ৪২তম এজিএমের উদ্দেশ্যে **মঙ্গলবার, ১৩ আগস্ট,** ২০২৪ (উভয় দিন সহ)।

লিখামি কনসালটিং লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
বুলবুল অমিল ভনসালি
(কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার)

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৭.০৭.২০২৪

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VI, KMC invites tender online item rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/BR-VI/051/009/2024-2025/D
Name of the work: **Thorough Restoration of asphaltum road surface disturbed by Drainage Department from 39A, Nirmal Chandra Street to 6/1 Akrur Dutta Lane in Ward No.-51.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,91,715.00.** Earnest money: **₹ 8,000.00.** Period of completion: **40 days.**

(2) NIT No. : KMC/BR-VI/053/004/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of Bustee sewerage system at 42/3 Doctor Lane, 49, 100/B Durga Charan Doctor Road and adjacent area in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,48,117.00.** Earnest money: **₹ 5,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(3) NIT No. : KMC/BR-VI/053/007/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of Bustee concrete & I.P.S passage and relaying of kerb & channel at 4 Ram Shankar Roy Lane, 40A S.N. Banerjee Road, 6A Hara Kumar Tagore Square and adjacent area in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,48,910.00.** Earnest money: **₹ 7,100.00.** Period of completion: **60 days.**

(4) NIT No. : KMC/BR-VI/053/008/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of Bustee latrine at 52/1, 53/5 Durga Charan Doctor Road, 69/3H S.N. Banerjee Road, 1 Blockman Street and adjacent area in Ward No.-53.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,98,879.00.** Earnest money: **₹ 8,100.00.** Period of completion: **60 days.**

(5) NIT No. : KMC/BR-VI/054/006/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of toilet & bath room at Bustee Premises such as 24, Dr. S.S. Road, 43, Ismail Street, 47 S.S.A. Road etc. in Ward No.-54.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,99,721.00.** Earnest money: **₹ 8,100.00.**Period of completion: **40 days.**

(6) NIT No. : KMC/BR-VI/054/007/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of Bustee I.P/Concrete passage at Premises No. 32, Ismail Street and adjacent area in Ward No.-54.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,99,820.00.** Earnest money: **₹ 8,100.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/BR-VI/055/002/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Maintenance of Bustee drainage systems at surrounding Bustee area of 2A/H/3, 3B/H/3 Chatu Babu Lane, 59/C/H/8 Sambhu Babu Lane etc. in Ward No.-55.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,98,355.00.** Earnest money: **₹ 6,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(8) NIT No. : KMC/BR-VI/055/008/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of Bustee I.P.S and paver block passage at 2A/H/12, 2A/H/4 Chatu Babu Lane, 87/B Sambhu Babu Lane and different places in Ward No.-55.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,47,261.00.** Earnest money: **₹ 7,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(9) NIT No. : KMC/BR-VI/060/010/2024-2025/D
Name of the work: **Repairing of 29, Linton Street, Gora Chand Road surface by providing asphaltum mixture at Linton Street, Gora Chand Road, Beniapukur Road and different places disturbed by different P.U. Agencies and Natural Wear and Tear in Ward No.-60.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,99,271.00.** Earnest money: **₹ 6,100.00.** Period of completion: **45 days.**

(10) NIT No. : KMC/BR-VI/062/004/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of Bustee IPS and concrete passage at 2E Pemantle Street, 27B Aga Mehdi Street, 23 Taltala Lane etc. in Ward No.-62.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,97,523.00.** Earnest money: **₹ 8,100.00.** Period of completion: **35 days.**

(11) NIT No. : KMC/BR-VI/062/005/2024-2025/R/BUSTEE
Name of the work: **Repairing of Bustee toilet and bath at different area such as 7 Shariff Lane, 16H/5 Aga Mehdi Street, 32B Taltala Lane etc. in Ward No.-62.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 3,49,538.00.** Earnest money: **₹ 7,100.00.** Period of completion: **35 days.** Last date and time of submission of bid: **12.08.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 11).** Tender opened on: **14.08.2024 - 1 pm (For Sl. No. 1 to 11).** The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024 (6 pm) (For Sl. No. 1 to 11).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 11).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-IV/BR-X, KMC invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/59/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED fittings for Charu Chandra Place East, Russa Road and adjacent areas in Ward No.-89, BR-X.** Estimated amount: **₹ 2,48,345.92.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of completion of bid: **07.08.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **27.07.2024 from 5 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-III, KMC invites open tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/120
Name of the work: **Development of lighting arrangement at Sardar Sankar Road, S.R. Das Road and adjacent areas in Ward No.-87.** Estimated amount: **₹ 4,98,931.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **06.08.2024 (6 pm).** Bid opening date for technical proposal on: **06.08.2024 (6.30 pm).**
(2) NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2024-2025/142
Name of the work: **Repairing Bustee lighting system at Picnic Garden Road, Swinhoe Lane, Dr. G.S. Bose Road in Ward No.-67, under BR-VII.** Estimated amount: **₹ 1,49,978.94.** Earnest money: **₹ 3,000.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **05.08.2024 at 12 noon.** Bid opening date for technical proposals (online): **05.08.2024 - 2 pm.** The bid forms and other details are available on and from **26.07.2024 (6 pm) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : LTG/57/43/V/Z-II/24-25
Name of the work: **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No.-43.** Estimated amount: **₹ 4,99,833.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **08.08.2024 up to 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.07.2024 at 6 pm** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Electrical), Lighting-HQ, KMC invites tender online, two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/EE(E)/CMO/39/24-25
Name of the work: **Improvement of illumination system by installing energy efficient LED light with allied electrical works at Room No. 20 of CMO Building, KMC.** Estimated amount: **Open quotation.** Earnest money: **₹ 5,000.00.** Period of completion: **07 days.** Last date and time of submission of bid: **08.08.2024 (2 pm).** The bid forms and other details are available on and from **29.07.2024 (5 pm)** from the website **https://wbtenders.gov.in** (304/24-25)

ফ্যাশন- রূপচর্চা

লেইসের ব্যবহার পুরো পোশাকেই নিয়ে আসে ভিন্নতা

লেইসের ব্যবহার পুরো পোশাকেই নিয়ে আসে ভিন্নতা। লেইসের জনপ্রিয়তা শুরু হয়েছে সেই ভিক্টোরিয়ান যুগ থেকে। আবেদন শেষ হয়নি আজও। বরং নিত্যনতুন রূপে প্রকাশ পাচ্ছে এর ব্যবহার ও স্টাইলিং। গরমের সময় সাদা লেইসের ব্যবহার বেশি দেখা যাচ্ছে পোশাকে। গলায়, হাতে, পোশাকের নিচে লেইস লাগানোর চল ছিল, আছে, থাকবে। ডিজাইনাররা এর বাইরেও নানাভাবে লেইস লাগাচ্ছেন এখন পোশাকে। পোশাকের শেষ প্রান্তে লাগানো নানা নকশার লেইসগুলো কাব্যিকভাবে নতুন চাহনি তৈরি করে। ফ্রেঞ্চ লেইস, টরশন লেইস, নেট লেইস, অ্যাপ্লিক লেইস, টুল লেইস, ফিলে লেইস, আইলেট লেইস, চ্যানটিলি লেইস ইত্যাদি বাহারি নামে খুঁজে পাওয়া যায় এদের। কখনো নকশা, কখনো উপকরণ আবার কখনো উদ্ভাবকের নামে নামকরণ হচ্ছে এই লেইসগুলোর। গরমের এ সময় আইলেট লেইস, ক্রুশকাঁটা লেইস, সুতির সুতায় বানানো লেইসগুলো পছন্দের তালিকায় একটু এগিয়ে আছে। সাদা লেইসে ভিন্নতা আনতে ডাইও করা হচ্ছে। চিকন ও মোটা দুই আকারের লেইসই ব্যবহার করা হচ্ছে। একদম শুরু থেকে যদি ধরা হয়, কখনো কলার ভরাট করে লেইস লাগানো হচ্ছে, আবার কখনো লেইসের ব্যবহার করেই গলার নকশা বানানো হচ্ছে। হাতার নিচে লেইস লাগানোর চল তো পুরোনো। ভিন্নতা আনতে এখন হাতার মাঝেও লেইস লাগানো হচ্ছে। শাড়ির চারপাশ দিয়ে যেমন লেইসের ব্যবহার আছে, তেমনি শাড়ির ভেতরেও লেইসের ব্যবহার নতুনত্ব নিয়ে আসছে। পায়জামার নিচেও চওড়া লেইস পছন্দ করেন অনেকেই।

সেটাও আছে চলতি ধারায়। পোশাকে লেইসের মূল কাজ কী? যেকোনো ধরনের পোশাকের মাধুর্য বাড়ায়, সৌন্দর্য ও আভিজাত্য তুলে ধরে লেইস। লেইসের ব্যবহারে নরম একটা আমেজ চলে আসে সাজে। একই পোশাকে নানা নকশার লেইসও লাগানো যায়। শুধু চাই জায়গা বুঝে ব্যবহার। ছিমছাম লুক তৈরি করতে পারে সহজেই। সাধারণ সুতি পোশাকেও যে স্টাইলিশ লুক আনা যায়, সেটা ছবির পোশাকগুলো দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

গরমের সময় দুপুরের দাওয়াতে বা কর্মক্ষেত্রেও মানিয়ে যাবে এই পোশাকগুলো। সহজাত, সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতা তুলে ধরবে এসব লেইসের পোশাক।

কুসংস্কারে বিশ্বাস না করে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নিতে হবে হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস কী

হেপাটাইটিস হচ্ছে যকৃতের প্রদাহ। নানা ভাইরাসের সংক্রমণে যকৃতে প্রদাহ হয়ে থাকে। এর কিছুতে স্বল্পমেয়াদি প্রদাহ হয়, যেমন হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই'। আবার কোনো কোনো ভাইরাসে দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ হয়, যার থেকে সিরোসিস, এমনকি লিভার ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। হেপাটাইটিস গোত্রের ভাইরাস ছাড়াও কিছু জীবাণু লিভারে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।

স্বল্পমেয়াদি বা একিউট হেপাটাইটিস

জন্ডিসের অন্যতম কারণ হেপাটাইটিস 'এ' ও 'ই' ভাইরাস। এই দুটিই দূষিত খাবার ও জলের মাধ্যমে ছড়ায়। এরা স্বল্পমেয়াদি সংক্রমণ করে থাকে। জন্ডিসের উপসর্গ, যেমন অরুচি, বমিভাব, বমি, প্রস্রাবের রং হলদে হওয়া, চোখ ও হাতের তালু হলুদ হওয়া। সাধারণত সঠিক পরিচর্যা ও বিশ্রামে এক-দুই মাসে এই সংক্রমণ সেরে যায়। তবে অন্তঃসত্ত্বা নারীদের হেপাটাইটিস 'ই' সংক্রমণ থেকে গুরুতর হতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদি বা ক্রনিক হেপাটাইটিস

হেপাটাইটিস 'বি' ও 'সি' ক্রনিক বা দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ সৃষ্টি করে। এটি সাধারণত রক্তের মাধ্যমে ছড়ায়। অনিরাপদ রক্তসঞ্চালন, শিরায় মাদক গ্রহণ, দূষিত অনিরাপদ ইনজেকশন, সিরিঞ্জ বা ধারালো বস্তুর ব্যবহার এবং অনিরাপদ যৌনসংসর্গের মাধ্যমে এটা সংক্রমিত হয়। দীর্ঘমেয়াদি প্রদাহ থেকে লিভার সিরোসিস, এমনকি লিভার ক্যানসার হতে পারে। অনেকে নীরব বাহক হিসেবে থাকেন, অনেক সময় অন্য কোনো পরীক্ষা করতে গিয়ে শনাক্ত হয়। এখন দীর্ঘমেয়াদি হেপাটাইটিসের সুচিকিৎসা আছে। কুসংস্কারে বিশ্বাস না করে বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা নিতে হবে।

হেপাটাইটিস প্রতিরোধের উপায়

জলবাহিত হেপাটাইটিস রোধ করতে বিশুদ্ধ জলপান করতে হবে। বাইরের খোলা খাবার ও জল, শরবত, জুস থেকে দূরে থাকুন।

রান্না, পরিবেশন ও ধোঁয়ার কাজে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে। টয়লেট ব্যবহারের পর, খাবার আগে, খাবার প্রস্তুত করার আগে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে। সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। রক্তসঞ্চালনে সতর্ক থাকতে হবে। অনিরাপদ রক্ত কখনোই ব্যবহার করা উচিত নয়। কেবল পরীক্ষিত রক্তদাতার রক্ত গ্রহণ করা যাবে।

অনিরাপদ যৌনসংসর্গ থেকে দূরে থাকা উচিত। মাদককে 'না' বলতে হবে। হেপাটাইটিস 'এ' ও 'বি'-এর কার্যকর টিকা আছে। টিকাগুলো নিতে হবে। শিশুদের হেপাটাইটিস 'বি' টিকা বর্তমানে জাতীয় টিকা প্রকল্পেও দেওয়া হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতির প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল বকখালিতে

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ২৮ জুলাইঃ পশ্চিমবঙ্গ সমবায় কর্মচারী সমিতির প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল ২৭ ও ২৮ শে জুলাই। সম্মেলনে ১৭ জেলার প্রায় তিনশতাধিক প্রতিনিধি নিয়ে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নামখানা ব্লকের বকখালিতে প্রথমদিন রাজ্য সম্মেলনে নুতন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়। রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হন দেবাশীষ পানি, সাধারণ সম্পাদক কমল বেরা ও সাংগঠনিক সম্পাদক মন্টু কুমার মন্ডল। ২৮ জুলাই রবিবার নামখানা এল এস প্যাক্সের নবনির্মিত ভবনে প্রায় ছয় শত সমবায় কর্মচারী নিয়ে প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি দেবাশীষ পানি, সাধারণ সম্পাদক কমল বেরা সাংগঠনিক সম্পাদক মন্টু কুমার মন্ডল ও উড়িষ্যা রাজ্য থেকে উপস্থিত ছিলেন সর্বভারতীয় নেতৃত্ব দিগম্বর নায়েক দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্রীমন্ত কুমার মালি, উপস্থিত ছিলেন নামখানা ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অভিষেক দাস ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ। মূল দাবি সমবায় সমিতির কর্মচারীদের সরকারি পে স্কেল দিতে হবে ও সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দিতে হবে।

দাবানলে জ্বলছে ক্যালিফোর্নিয়া

সেক্রামেন্টো,২৮ জুলাইঃ ভয়াবহ দাবানলে জ্বলছে উত্তর ক্যালিফোর্নিয়া। আগুন এত দ্রুত ছড়াচ্ছে যে এরই মধ্যে সেটি যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমের অঙ্গরাজ্যটির সবচেয়ে বড় দাবানলগুলোর একটিতে পরিণত হয়েছে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এবারের দাবানলটির নাম দেওয়া হয়েছে 'পার্ক ফায়ার'। ক্যালিফোর্নিয়া ডিপার্টমেন্ট অব ফরেস্ট্রি অ্যান্ড ফায়ার প্রোটেকশনের (ক্যাল ফায়ার) পক্ষ থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক পোস্টে বলা হয়েছে, শনিবার সকাল পর্যন্ত হাতে পাওয়া হিসাব অনুযায়ী পার্ক ফায়ারে এরই মধ্যে প্রায় সাড়ে তিন লাখ একর ভূমি পুড়ে গেছে। এটি ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসের সপ্তম বড় দাবানলে পরিণত হয়েছে। চিকো নগরের কাছে মূলত একটি বড় গ্রামাঞ্চল ও পাহাড়ি এলাকাজুড়ে আগুন জ্বলছে। দাবানল থেকে বাঁচতে এরই মধ্যে চার হাজারের বেশি মানুষকে এলাকা ছেড়ে সরে যেতে বলা হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার রাজধানী স্যাক্রামেন্টো থেকে চিকোর দূরত্ব ১৪৫ কিলোমিটার। ক্যাল ফায়ার থেকে বলা হয়, 'ভয়াবহ দাবানল অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে ক্রমাগত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যাচ্ছে।' অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর প্রায় আড়াই হাজার সদস্য ও এক ডজনের বেশি হেলিকপ্টার আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে বলেও সংস্থাটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত আগুন নিয়ন্ত্রণের অবস্থা 'শূন্য'। শনিবার অন্য একটি পোস্টে ক্যাল ফায়ার থেকে বলা হয়, 'খাড়া ভূমি এবং বাতাসের কারণে পার্ক ফায়ারের আগুন দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। পাহাড়ি ঢাল ও বাতাসের গতিপ্রবাহের কারণে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।' চিকো নগরের কাছের বাট কাউন্টি থেকে গত বুধবার পার্ক ফায়ারের সূত্রপাত হয় এবং কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগুন পাশের টেহামা কাউন্টিসহ বড় এলাকাজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। সর্বশেষ খবর অনুযায়ী আগুনে ১৩৪ টি অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গেছে। দাবানল শুরু হওয়ার পরদিন গত বৃহস্পতিবার পুলিশ ৪২ বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে আটক করেছে। পুলিশের সন্দেহ, ওই ব্যক্তি একটি জ্বলন্ত গাড়ি ঠেলে একটি গিরিখাতে ফেলে দিয়েছিলেন। সেখান থেকেই পার্ক ফায়ারের সূত্রপাত হয়েছে। ২০১৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ দাবানলে প্যারাডাইস নগর পুরোপুরি পুড়ে গিয়েছিল, নিহত হয়েছিলেন ৮৫ জন। প্যারাডাইস থেকে চিকোর দূরত্ব মাত্র ১৫ মাইল।

নিয়মিত তল্লাশির সময় উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর হাতে গ্রেপ্তার ৪৭ অবৈধ অনুপ্রবেশকারী

মালিগাঁও, ২৮ জুলাইঃ অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের (বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা) শনাক্তকরণের ধারাবাহিক লড়াইয়ে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) ২০২৪-এর জুন মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন স্টেশনে তল্লাশি চালানোর সময় ৪৭ জন অনুপ্রবেশকারী এবং ০৫ জন ভারতীয় দালালকে গ্রেপ্তার করে। বর্তমান মাস অর্থাৎ ২০২৪-এর জুলাই মাসের ২৩ তারিখ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী ৪১ জন অনুপ্রবেশকারীকে আটক করেছে। ২০২৪-এর জুলাই মাসের ০২ তারিখে আগরতলার আরপিএফ টিম আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে নিয়মিত তল্লাশি চালায়। সেই সময় তারা সন্দেহভাজন নাগরিকত্বের ১১ জন ব্যক্তিকে (০৯ জন মহিলা ও ০২ পুরুষ) শনাক্ত করে। জিজ্ঞাসাবাদের সময় তারা কোনও বৈধ নথিপত্র দেখাতে পারেনি এবং পরে তারা স্বীকার করে যে বাংলাদেশ থেকে তারা অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে। আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনে ২০২৪-এর ২৩ জুলাই তারিখের একটি ঘটনায় আরপিএফ ০৪ জন জন পুরুষ বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছিল। এই বাংলাদেশী নাগরিকরা ট্রেনের মাধ্যমে কোলকাতা যাচ্ছিল। পরবর্তী আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য পরে ধৃত সমস্ত অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে অফিসার ইন-চার্জগভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশআগরতলার হাতে তুলে দেওয়া হয়। একইভাবে আরপিএফ-এর দ্বারা নিয়মিত তল্লাশি চালানোর সময় বদরপুর ও নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে অন্য অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের আটক করা হয়। বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে নিয়োজিত আরপিএফ কর্মীরা খুব সতর্ক এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ, রোহিঙ্গা ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের উপর কড়া নজর রেখে চলেছে।

ইসরায়েলকে সতর্ক করেছে ইরান

তেহেরান, ২৮ জুলাইঃ গোলান মালভূমিতে রকেট হামলাকে কেন্দ্র করে মুখোমুখি ইসরায়েল ও লেবানন। এদিকে লেবাননে 'নতুন অভিযান' পরিকল্পনা নিয়ে ইসরায়েলকে হুঁশিয়ার করেছে ইরান। রবিবার ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র নাসের কানানি এক বিবৃতিতে লেবাননের বিষয়ে ইসরায়েলকে সতর্ক করেন। শনিবার ইসরায়েল অধিকৃত গোলান মালভূমির একটি ফুটবল মাঠে প্রাণ-ঘাতী রকেট হামলা হয়। হামলায় ১২ জন কিশোর-তরুণ নিহত হয়েছে। তাদের বয়স ১০ থেকে ২০ বছরের মধ্যে। ওই হামলার পর ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী থেকে এ জন্য লেবাননের ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহকে দায়ী করে। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সেদিনই ওই হামলার জবাব দেওয়ার কথা বলেছেন। গোলান মালভূমিতে হামলার দায় অস্বীকার করেছে হিজবুল্লাহ। এদিকে গোলান মালভূমি এলাকায় রকেট হামলার জবাবে শনিবার রাতেই হিজবুল্লাহর অবস্থান লক্ষ্য করে বিমান হামলা চালানোর কথা জানিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী।

রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করতে চলেছেন ৯টি রাজ্যের নতুন রাজ্যপাল

নয়াদিল্লি, ২৮ জুলাইঃ রাজ্যপাল দ্রৌপদী মুর্মু এবার নতুন অধ্যায় শুরু করলেন। ভারতের ৯টি রাজ্য পেলো নতুন রাজ্যপাল। বদল হল ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, তেলঙ্গানা, পঞ্জাব, ছত্তীসগড়, অসম, রাজস্থান, সিকিম, মেঘালয় ও পুদুচেরির রাজ্যপাল। জানা গিয়েছে, ঝাড়খণ্ডের নতুন রাজ্যপাল হচ্ছেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা সন্তোষ গাঙ্গোয়ার। কংগ্রেস শাসিত তেলেঙ্গানায় পরবর্তী রাজ্যপাল হচ্ছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা জিষ্ণুদেব ভার্মা। মহারাষ্ট্রের পরবর্তী রাজ্যপাল হতে চলেছেন সিপি রাধাকৃষ্ণান। এতদিন ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের পদ সামলেছেন তিনি। এছাড়াও তেলঙ্গানার রাজ্যপাল পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব ছিল তার কাঁধে। এছাড়াও তামিলনাড়ুর প্রাক্তন বিজেপি সভাপতি কোয়েম্বাটুর থেকে দু'বার লোকসভা সাংসদ হয়েছেন। আপ শাসিত পঞ্জাবের রাজ্যপাল হচ্ছেন গুলাব চন্দ কাটারিয়া। এছাড়াও চন্ডীগঢ়ের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর পদের দায়িত্বে থাকবেন তিনি। এতদিন অসমের রাজ্যপাল ছিলেন তিনি। ছত্তীসগড়ের পরবর্তী রাজ্যপাল হচ্ছেন রমেন ডেকা। তিনি অসমের বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ। মহারাষ্ট্র বিধানসভার প্রাক্তন স্পিকার রাজস্থানের পরবর্তী রাজ্যপাল হচ্ছেন হরিভাও কিষাণ রাও বাগদে। সিকিমের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন ও পি মাথুর। রাজস্থান বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তিনি।

Name Change

I, Chayan Halder (old name) S/O supada Haldar, residing at Ramkrishna Pally, Newtown, Tarulia, North 24 Pgs, Pin- 700102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Chayan Haldar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore on 23/07/2024. Chayan Haldar (new name) and Chayan Halder (old name) both are same identical person.

Name Change

I, Biswajit Halder (old name) S/O Chayan Haldar, residing at Ramkrishna Pally, Newtown, Tarulia, North 24 Pgs, Pin- 700102, West Bengal, INDIA, have changed my name to (shall henceforth be known as) Biswajit Haldar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Alipore on 23/07/2024. Biswajit Haldar (new name) and Biswajit Halder (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Arati rani Aich (পুরাতন নাম) পিতা Nirmal Saha, ঠিকানা- Uttarayan, Madhyamgram, Dist.- North 24 Pgs, Pin- 700130, P.S.- MADHYAMGRAM, West Bengal, India কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Arati Aich (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Arati Aich (নতুন নাম) এবং Arati rani Aich (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Vishal Kumar Gupta (পুরাতন নাম) পিতা Balram Prasad Gupta, ঠিকানা- 42/2 Tinkari Nath Bose Lane. P.O.-Salkia, Howrah, Pin- 711106, P.S.-Golabari, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Vishal Gupta (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Vishal Gupta (নতুন নাম) এবং Vishal Kumar Gupta (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, (Old Name) NUR ISLAM S/o- KAMAL SK, Residing at, Vill- Muslim tola, Post-Khaschandpur, Ps- Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732201, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NUR ISLAM To NUR ASLAM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NUR ASLAM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, NUR ASLAM and NUR ISLAM both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ALIA BIBI W/o- KALAM SHAIKH, Residing at, Vill- Polladanga, Post- Basudevkhali, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742187, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ALIA BIBI To BEGAM BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) BEGAM BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, BEGAM BIBI and ALIA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NARAYAN CHANDRA SAHA S/o- Late UPEN SAHA, Residing at, Vill- Tulshidanga, Post- Gazole, Ps- Gazole, Dist- Malda, Pin- 732124, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NARAYAN CHANDRA SAHA To NARAYAN SAHA (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NARAYAN SAHA in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, NARAYAN SAHA and NARAYAN CHANDRA SAHA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NARAD TALI S/o- NARAYAN TELI, Residing at, Vill- Lalbazar, Post- Betai, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741163, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NARAD TALI To NARAD TELI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NARAD TELI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, NARAD TELI and NARAD TALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NARAYAN TALI S/o- BANAMALI TELI, Residing at, Vill- Lalbazar, Post- Betai, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741163, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NARAYAN TALI To NARAYAN TELI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) NARAYAN TELI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, NARAYAN TELI and NARAYAN TALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) JAYMALA TALI W/o- NARAYAN TELI, Residing at, Vill- Lalbazar, Post- Betai, Ps- Tehatta, Dist- Nadia, Pin- 741163, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JAYMALA TALI To JAYMALA TELI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JAYMALA TELI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, JAYMALA TELI and JAYMALA TALI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MD MOSTAKIN S/o- ERSAD, Residing at, Vill- Chaudyar, Post- Kaklamari, Ps- Pakuria, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD MOSTAKIN To MOSTAKIM ALI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOSTAKIM ALI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MOSTAKIM ALI and MD MOSTAKIN both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) NAWA BIBI W/o- MOSTAKIM ALI, Residing at, Vill- Chaudyar, Post- Kaklamari, Ps- Pakuria, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from NAWA BIBI To MINA BIBI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MINA BIBI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MINA BIBI and NAWA BIBI both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) LIYA W/o- MD RONI HOQUE, Residing at, Vill- Chaudyar, Post- Kaklamari, Ps- Pakuria, Dist- Malda, Pin- 732208, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from LIYA To RESMA AKTAR BANU (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RESMA AKTAR BANU in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, RESMA AKTAR BANU and LIYA both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) JALALUDDIN SHAIKH S/o- ROMJAN SEKH, Residing at, Vill- Bangaljhi, Post- Bangaljhi, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741123, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from JALALUDDIN SHAIKH To JALALUDDIN SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) JALALUDDIN SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, JALALUDDIN SEKH and JALALUDDIN SHAIKH both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ROMJAN SK S/o- EBADAT SEKH, Residing at, Vill- Bangaljhi, Post- Bangaljhi, Ps- Chapra, Dist- Nadia, Pin- 741123, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROMJAN SK To RAMJAN SEKH (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) RAMJAN SEKH in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, RAMJAN SEKH and ROMJAN SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MAJAFFAR HOSSAIN S/o- ABDUR RAHAMAN, Residing at, Vill- Napara, Post- Dogachi, Ps- Samserganj, Dist- Murshidabad, Pin- 742202, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAJAFFAR HOSSAIN To MOJAFFAR HOSSAIN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOJAFFAR HOSSAIN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 11 Jun 2024, MOJAFFAR HOSSAIN and MAJAFFAR HOSSAIN both are Same and one identical person.

Name Change

I,JAYSHELLY SINHA,WIFE OF SANJEEB SAHA, RESIDING AT 1/58 RAJENDRA PRASAD COLONY, PO- TOLLYGUNGE, KOLKATA - 700033, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYASHELLY SAHA,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024. THAT JAYSHELLY SINHA AND JAYASHELLY SAHA BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পরিবর্তন

আমি, Md Suhel Akhtar (পুরাতন নাম) পিতা Shahjahan Akhtar, ঠিকানা- -B-119/2, Dandipur Road, P.O.- Bansdroni, Kolkata- 700070, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 26.07.2024 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Mohammad Suheal Akhtar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Mohammad Suheal Akhtar (নতুন নাম) এবং Md Suhel Akhtar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I,SHAHNAWAJ SHAIKH(OLD NAME),SON OF SAJAHAN SHAIKH @ SAJAHAN SEKH @ SAHAJAN SEKH, RESIDING AT CHAKENAYET NAGAR,BISHNUPUR, SOUTH 24 PARGANAS-743503,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHANAMAJ SEKH(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024.THAT SHAHNAWAJ SHAIKH AND SHAHANAMAJ SEKH BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I MD SHAMIM AHMED QURAISHI & MD. SHAMIM AHAMED QURAISHI, S/O GULAM HAIDER , R/O 48, BELILOUS ROAD, PO HOWRAH, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMIM AHMED QURAISHI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT MD SHAMIM AHMED QURAISHI & MD. SHAMIM AHAMED QURAISHI, AND SHAMIM AHMED QURAISHI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SHALIHA KHATOON, D/O ABDUL WAHIED , R/O 48, BELILOUS ROAD, PO HOWRAH, HOWRAH -711101, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SALEHA KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT SHALIHA KHATOON AND SALEHA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I JAYANTI BANDYOPADHYAY, W/O DEBASISH BANDYOPADHYAY, R/O 3/5, PURATAN SHIRE LANE, PO SANTRAGACHI, HOWRAH -711104, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAYJAYANTI BANDYOPADHYAY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/07/2024, THAT JAYANTI BANDYOPADHYAY AND JAYJAYANTI BANDYOPADHYAY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MONAJA BIBI,D/O ICHAHAK MONDAL,R/O UTTAR LAL PUR ,DHALI PARA,CHAKDAH,NADIA-741222,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAMEJA MONDAL KHATUN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024,THAT MONAJA BIBI AND MAMEJA MONDAL KHATUN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, (Old Name) ANANYA PRAMANIK S/o- INDRANIL PRAMANIK, Residing at, Vill- 205/2 Netaji road, Post- Khagra, Ps- Berhampore, Dist- Murshidabad, Pin- 742103, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ANANYA PRAMANIK To ANANYA PRAMANIK GUHA NEOGI (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANANYA PRAMANIK GUHA NEOGI in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, ANANYA PRAMANIK GUHA NEOGI and ANANYA PRAMANIK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) MAJIBUR RAHAMAN S/o- LATE JAHAR ALI, Residing at, Vill- Chator, Post- Raninagar, Ps- Pukuria, Dist- Malda, Pin- 732102, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MAJIBUR RAHAMAN To MOJIBUR RAHAMAN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) MOJIBUR RAHAMAN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad On 15 July 2024, MOJIBUR RAHAMAN and MAJIBUR RAHAMAN both are Same and one identical person.

Name Change

I, Sariful Islam S/o. Mohammad Abdussttar Sekh R/o. Vill- Dwipchandrapur, Durgapur, P.O.- Bangaljhi, P.S.- Chapra, Dist.- Nadia, Pin- 741123 shall henceforth be known as Md Sariful Islam Sekh. I declare that Md Sariful Islam Sekh and Sariful Islam is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-07-2024.

Name Change

I, Chiranjit Mondol S/o. Hira Mondal R/o. Vill- Arangsarisha, P.O. – Dompukur, P.S. – Chapra, Dist. Nadia, Pin- 741123 shall henceforth be known as Chiranjit Mondal. I declare that Chiranjit Mondal and Chiranjit Mondol is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-07-2024.

Name Change

I, Sahani Ferdousi S/o. Niaz Anjum Laskar R/o. Unsani Dakshin Para, Unsani, Howrah, 711302, West Bengal, India shall henceforth be known as Sahani Ferdousi Laskar. I declare that Sahani Ferdousi Laskar and Sahani Ferdousi is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-07-2024.

Name Change

I,SAYNA PARVEEN,WIFE OF SAMIRUL ISLAM THANDER, RESIDING AT PADIRHATI THANDER PARA PO BIDHANGARH ,DIAMOND HARBOUR-700066,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAYNA PARVIN,VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024. THAT SAYNA PARVEEN AND SAYNA PARVIN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I RASHIDA REGUM, W/O HBAQUE ABDUL , R/O 13/B, RAJAB ALI LANE, PS-EKBALPORE, PO-KHIDDERPORE, KOLKATA, 700023, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RASHIDA KHATOON, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024,THAT RASHIDA REGUM AND RASHIDA KHATOON ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I,ARUN NANDI (OLD NAME) SON OF LATE KRISHNAPADA NANDI, RESIDING AT VILL-SONA TIKARI,PO-CHANDPARA BAZAR, PS-GAIGHATA, NORTH 24 PARGANAS - 743245, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ARUN KUMAR NANDI (NEW NAME),VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE LD EXECUTIVE MASIGITRATE AT BONGAON ON 31/12/2008.THAT ARUN NANDI AND ARUN KUMAR NANDI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SUCHISMITA DUTTA (OLD NAME), DAUGHTER OF SUJIT KUMAR ROY, RESIDING AT CB-199,FLAT-4B,STREET NO 195,PS-NEWTOWN, NORTH 24 PARGANAS - 700156,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUCHISMITA ROY(NEW NAME),VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024.THAT SUCHISMITA DUTTA AND SUCHISMITA ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, NIPA SUR CHAKRABORTY(OLD NAME), WIFE OF SANJOY CHAKRABORTY, RESIDING AT KALYANNAGAR, KHARDAH, NORTH 24 PARGANAS-700112, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH KNOWN AS NIPA SUR (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024. THAT NIPA SUR CHAKRABORTY AND NIPA SUR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, DEBU BANKU PAL (OLD NAME), SON OF BANKU BIHARI PAL, RESIDING AT VILL & PO - DAKSHIN JHAPARDAHA, PS-DOMJUR, HOWRAH-7111405, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN DEBU PAL (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024.THAT DEBU BANKU PAL AND DEBU PAL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I PRODYAT KUMAR NASKAR & PRODYUT NASKAR (OLD NAME), S/O LATE BIRESWAR NASKAR, R/O BRINDAKHALI PURBA PARA, PO-BRINDAKHALI,PS-BARUIPUR, SOUTH 24 PARGANAS, 743387, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADYOT KUMAR NASKAR (NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024,THAT PRODYAT KUMAR NASKAR & PRODYUT NASKAR AND PRADYOT KUMAR NASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD SABBIR HOSEN MOLLA & MD SABBIR HOSSAIN MOLLA (OLD NAME), S/O SAHABUDDIN MOLLA, R/O VILL & PO TILPI, PS JOYNAGAR,SOUTH 24 PARGANAS, 743337,WEST BENGAL,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABBIR HOSEN MOLLA(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT MOHAMMAD SABBIR HOSEN MOLLA & MD SABBIR HOSSAIN MOLLA AND SABBIR HOSEN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MOHAMMAD SAHABUDDIN MOLLA, & MD SAHABUDDIN MOLLA(OLD NAME),S/O LATE ICHARALI MOLLA,R/O VILL+PO TILPI,PS JOYNAGAR,SOUTH 24 PARGANAS,743337, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAHABUDDIN MOLLA(NEW NAME), VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT MOHAMMAD SAHABUDDIN MOLLA & MD SAHABUDDIN MOLLA AND SAHABUDDIN MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SABNAM BIBI, W/O HAFIZUDDIN MONDAL, R/O U-37, KARBALA ROAD, PS RAJA BAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHABNAM BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT SABNAM BIBI AND SHABNAM BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I SAFDAR IQBAL, S/O IQBAL AHMED, R/O Q-535, PAKURIA TALAB LANE, PS RAJA BAGAN, KOLKATA -700024, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SABDAR IQBAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT SAFDAR IQBAL AND SABDAR IQBAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I MAINUDDIN MONDAL, S/O ABDUL HAQUE MONDAL, R/O U-37, KARBALA ROAD, PS RAJA BAGAN, KOLKATA -700018, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MOINUDDIN MONDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/07/2024, THAT MAINUDDIN MONDAL AND MOINUDDIN MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

আন্তর্জাতিক 'বাঘ দিবস' পালিত হচ্ছে ভারতবর্ষে

পশ্চিমবঙ্গে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংরক্ষণ করার ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট সচেতন

আন্তর্জাতিক ব্যাঘ দিবস পালিত হচ্ছে ভারত জুড়ে। কিন্তু আগে ভারতের জাতীয় পশু ছিল সিংহ। গ্রীক বীর আকেজান্ডার ভারত আক্রমণ করার সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল ভারতের সিংহ বিশেষ মর্যাদা লাভ করে। পুরুর রাজসভায় সিংহের প্রতিমূর্তি থাকতো বীরত্ব প্রকাশ করার জন্যে। ভারতের সম্রাট অশোকও সিংহকে রাজদরবারে প্রাধ্যন্য দিয়েছিলেন। তাঁর তৈরি সিংহ মূর্তি স্তম্ভ আজকে ভারতের সরকারি প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্রাট অশোকের সময় ভারতে সিংহের প্রধান্য ছিল। উত্তর প্রদেশের অভয়ারণ্যতে সিংহের সংখ্যা অত্যাধিক ছিল। বাংলায় সিংহ না থাকলে এখানে বাঘের সংখ্যা বহু পরিমানে ছিল। বর্তমান সিংহের সংখ্যা কমতে শুরু করে দিয়েছে । সেই স্থানে এখন বাঘ জাতীয় পশু হিসাবে চিহ্নিত হচ্ছে। ভারতের জাতীয় পাখি হচ্ছে ময়ূর। সিংহকে জাতীয় পশু করেছিল ইংরেজ শাসকেরা। তারা এখন পর্যন্ত সিংহকে রাজকীয় সম্মান দিয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বনের পশুরাজ হচ্ছে সিংহ। সিংহ যেহেতু বনের পশুরাজ সেই কারণে বিশ্বে আধুনিক মানব সভ্যতার বিকাশে ইংরেজরা নিজেদের সিংহের মতো ভাবে। সেই কারণে তাঁদের রাজবাড়ি বাকিংহাম প্যালেসের গায়ে সিংহের প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। সিংহের কদর ছিল একেবারে আলাদা। মোঘল আমলে সম্রাটরা যদি সিংহ শিকার করতে পারতো তাহলে তাকে বেশি সম্মান দেওয়া হতো। মোঘল সম্রাটরা প্রতি বছরই একবার করে শিকারে যেতেন। তারা শিকার করতে গিয়ে হরিণ, বাঘ এবং সিংহ শিকার করাকে প্রাধান্য দিত। কলকাতার বহু বনেদি বাড়িতে হরিণের মাথা বারন্দায় ঝুলতে দেখা যায়। কিন্তু সেখানে সিংহের কোনও প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া খুবই কুঠিন। তবে কলকাতায় বেশ কিছু অভিজাত সম্প্রদায়ের বাড়িতে সিংহের প্রতিমূর্তি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। তার মধ্যে কলকাতার মার্বেল প্যালেস রয়েছে। মল্লিকদের এই মার্বেল প্যালেসে সিংহের প্রতিমূর্তি দেখা গিয়েছে। এক সময়ে ব্রিটিশ সরকার সিংহ শিকার নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কিন্তু চোরা কারবারিরা সিংহ শিকার করতে থাকলে ভারতে সিংহের সংখ্যা একেবারে শূন্যতে পরিণত হয়। আফ্রিকার সিংহ সবচেয়ে বেশি দেখতে সুন্দর। সেখানে কিন্তু কঠোরভাবে সিংহ শিকার করা নিষিদ্ধ। কেউ যদি সিংহকে শিকার করে তাহলে তার যাবজ্জীবন কারাদন্ড হয়ে থাকে। মিশরে সিংহের রাজদরবারে বিশেষ স্থান দেখতে পাওয়া গিয়েছে। গ্রীক সভ্যতার সিংহের কদর ছিল। রোমানরা সিংহে তাদের রাজকীয় পদক হিসাবে ব্যবহার করে। পরবর্তীকালে ইংরেজ সরকার রোমানদের কাছ থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের সরকারি চিহ্নে সিংহের ব্যবহার করছে। কিন্তু ভারতের সরকারি চিহ্নে অশোক স্তম্ভে সিংহ থাকলে বাঘ হচ্ছে ভারতের জাতীয় পশু। জানতে পারা গিয়েছে যেভাবে বাঘের সংখ্যা ভারতের কমতে শুরু করে

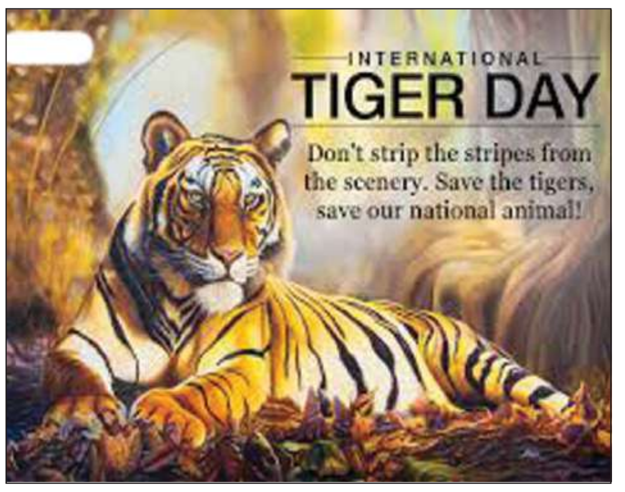

দিয়েছে তাতে আগামি দিনে ভারতের জাতীয় পশু হিসাবে হাতি স্থান গ্রহণ করতে পারে। রাজদরবারে হাতির প্রতিমূর্তিও দেখতে পাওয়া যায়। বহু ভারতীয় দেবদেবীর প্রতীক হিসাব হাতির ব্যবহার রয়েছে।

প্রতি বছর ২৯ জুলাই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালন করা হয়ে থাকে। এবারে ভারতে বিভিন্ন প্রান্তে আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবস পালন করা হচ্ছে। বিশ্ব জুড়ে বাঘ চোরা শিকার বন্ধ করতে এই দিবসের পালন করা হয়ে থাকে। বাঘ সংরক্ষণ করার দিকে বেশি করে মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে। অরণ্যের ভারসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে মানুষকে বেশি করে সতেচন হতে হবে। বাঘ শিকার করা এক সময়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে বিশেষ মর্যাদা হিসাবে চিহ্নিত হতো। এখন সেটা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ২০১০ সালে রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবাগে বাঘ দিবস পালন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। বাঘকে সংরক্ষণ করাই এই সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। ভারত এতে অংশ গ্রহণ করে। ভারতের ছিলেন জিম করবেট। তিনি সারা জীবন ধরে নরখাদক বাঘ শিকার করে গিয়েছেন। তারপরে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বাঘকে সংরক্ষণ না করতে পারলে কিন্তু বাঘের সংখ্যা ক্রমশ কমতে থাকবে। বাঘ শিকারী জিম করবেট বাঘ শিকার নিয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি মানুষ খেকো বাঘের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতেবাঘ শিকার করতেন। তবে বনের অন্য বাঘদের ওপরে তিনি নির্বিচারে কোনও সময় গুলি চালাননি। সেই কারণে তাঁর নামে একটি জাতীয় উদ্যান গড়ে তোলা হয়েছিল। সেই উদ্যানে এখন বাঘ সংরক্ষণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংরক্ষণ করার ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট সচেতন। সুন্দরবন রয়্যাল বেঙ্গলের আদি বাসস্থান। সেখানকার বাঘ সবচেয়ে বেশি সুন্দর বলা যেতে পারে। বাংলার চিতা বাঘ অতি সুন্দর। চিতা বাঘ খুবই দুর্ত এবং ক্ষীপ্র। তারা দ্রুততার সঙ্গে শিকার করে থাকে। গাছের ডালে ডালে লুকিয়ে থেকে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে নজর রাখে। তারপরে সুযোগ বুঝে গাছ থেকে একেবারে লাফ দিয়ে শিকারের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার কোনও সুযোগই দেয় না চিতাবাঘ। ঠিক সেই রকমই রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারও জঙ্গলের মধ্যে ঘাপটি মেরে থেকে তার লক্ষ্যবস্তুর দিকে নজর দিতে থাকে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের প্রিয় হল মানুষের মাংস। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার লম্বায় নয় ফুট পর্যন্ত হয়। বাঘিনীর ওজন পুরুষের চেয়ে কম হয়ে থাকে। বাঘিনীর ওজন ১০০-১৮০ কেজি হয়ে থাকে। সেখানে একটি বাঘের ওজন হয় ২০০-৩০০ কেজি। বাঘিনীদের উচ্চতা ৯-১০ ফুট হয়। সেখানে একটি বাঘের উচ্চতা হয় ১০-১১ ফুট। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের দাঁত ৪ ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে। ব্লেডের মতো ধার থাকে। এছাড়া রয়েছে বাঘের নখ। এদের দৃষ্টিশক্তি তুখোড় এবং অসাধারণ শ্রবণ শক্তি থাকে। মানুষের গন্ধ এরা বেশি করে পেয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে এরা মানুষের মাংস থেকে বেশি পচ্ছন্দ করে। এদের তৃণভূমি, জলাভূমি এবং ম্যানগ্রোভ অঞ্চলে দেখতে বেশি পাওয়া যায়। সুন্দরবনের অধিকাংশটা পড়ে গিয়েছে বাংলাদেশের অধীনে। সুন্দরবন ঘিরে বহু নালা রয়েছে। যার ফলে সেই সব এলাকা অতি দুর্গম। কিন্তু মানুষ সেখান যায় মধু সংগ্রহ করতে বা কাঁকড়া সংগ্রহ করতে। এটাই সেখানকার মানুষের জীবিকা বলা যেতে পারে। চাষবাস হয়েও। কিন্তু সেই চাষবাস দিয়ে বেশি রোজগার হয় না বলেই তারা সুন্দর বনের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করে মধু সংগ্রহ করে থাকে। তার ফলে বহু মানুষকেই বাঘ ধরে নিয়ে চলে গিয়েছিল গভীর জঙ্গলে। এরা ওত পেতে বসে থাকে জলার ধারে। সেখানে মানুষ বহু সময়ে কাঁকড়া ধরতে আসে। বাঘ চুপ করে তাদেরকে লক্ষ্য করে একটি সময়ে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বাঘ প্রথমে মানুষের গর্দানটাকে প্রচন্ড শক্তি দিয়ে কামড়ে ধরে থাকে। কোনও শক্তি অর্জন না করতে পারে মানুষ। মানুষের গর্দানটাকে কামড়ে ধরলে মানুষের সবশক্তি একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়। তখন বাঘের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর গতি থাকে না।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ২৫ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকতে পারে। প্রতিদিন ত্রিশ চল্লিশ কেজি মাংস এরা খেতে পারে। এরা খুবই দক্ষ সাঁতারু হয়ে থাকে। এরা জলেও শিকার করতে পারে। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার দেখতে পাওয়া যায় ভারত, ভুটান, নেপাল, মায়ানমার বনে। তবে পশ্চিমবঙ্গের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার হচ্ছে সবচেয়ে সুন্দর। বনে খাদ্যাভাব দেখা দিলে তারা জনবসতি এলাকায় এসে হানা দিতে থাকে। আগে সুন্দরবনের পরিধি বেশি ছিল। গোসাবা থেকে শুরু হয়েছিল সুন্দরবন এলাকা। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার বিকাশে ফলে সুন্দরবন ক্রমশ ছোট হতে শুরু করে দিয়েছে। সুন্দরবনকে রক্ষা করতে এখন সরকারকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়েছে। ক্রমশ ছোট হয় এখন ঝড়খালি এলাকা থেকে শুরু হয়েছে সুন্দরবন এলাকা। সেখানে কোনও রকম কংক্রিটের ঘরবাড়ি তৈরি করার যাবে না বলে আদালত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্ট থেকে বলে দেওয়া হয়েছে সুন্দরবন এলাকায় নতুন করে কোনও জনবসতি গড়ে তোলা যাবে না। বিশ্বের সবদেশই বাঘ সংরক্ষণ করার জন্য টাইগার প্রজেক্ট গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। ২০২১ সালে আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে থিম ছিল-'দেয়ার সার্ভাইভাল ইজ ইন আওয়ার হ্যান্ডস' জানতে পারা গিয়েছে যে বর্তমান বাঘের সংখ্যা প্রায় ৩, ৯০০টি। বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে তার দিকে সব রাষ্ট্রই নজর রাখতে শুরু করে দিয়েছে। সুন্দরবনকে সুরক্ষিত করতে ভারত বাংলাদেশ এক যোগে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে সুন্দরবন এলাকায় ক্রমাগত গাছ কাটা হলে একটি সময়ে সুন্দরবনকে একেবারে হারাতে হবে। সেই কারণে বন দফতর থেকে প্রায় সময়ে ম্যানগ্রোভ এলাকায় গাছ লাগানো হয়ে থাকে। নদী নালা বেশি থাকার ফলে সেখানকার মাটি একেবারে নরম বলা যেতে পারে। দুর্গমও বটে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসকে সুরক্ষা করার জন্যে সুন্দরবন এলাকায় কেউই কোনও রকমভাবে গাছ কাঠ কাটতে পারবে না বলা হলেও চোরা শিকারীরা গাছকাটা থেকে শুরু করে জীবজন্তুও শিকার করে থাকে। সুন্দরবন এলাকায় কুমির শিকার করাও নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। আগে প্রচুর কুমির দেখতে পাওয়া যেত। কিন্তু বর্তমান মানুষের শিকারের ফলে কুমিরের সংখ্যাও কমতে শুরু করে দিয়েছে। আফ্রিকাতে আগে বাঘের সন্ধান পাওয়া যেত। কিন্তু সেখানেও বাঘের সংখ্যা কমতে শুরু করে দিয়েছে। তবে আফ্রিকার সরকার থেকে জীবজন্তু শিকার করা একেবারে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার ফলে সেখানে কেউ আর শিকার করতে সাহস পায় না। যারা আফ্রিকার বন জঙ্গল সফর করতে আসেন তারা কিন্তু জালে ঘেরা গাড়ির মধ্যেই থাকতে হয়। তাদের বন্দুক চালানোর কোনও হুকুম থাকে না। ২০২২ সালে বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে প্রতিটি দেশই। বিশেষ করে বাংলাদেশ সরকার সুন্দরবনকে সুরক্ষা করার ব্যাপারে ভারত সরকারের সহযোগিতা চেয়েছে। বাংলাদেশ এবং ভারত যৌথ উদ্যোগে সুন্দরবনকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করেছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, ভারতের বাঘের বাসস্থান সুরক্ষিত এবং নিরাপদ করতে হবে। তার জন্য সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। কেন্দ্রীয় বন্য প্রাণী মন্ত্রক থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যে ভারতের বেশ কয়েকটি বনাঞ্চলে টাইগার প্রজেক্ট গড়ে তোলা হবে। তাদের কাজই হবে বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি করা। বাঘকে সুরক্ষিত রাখা খুবই প্রয়োজন। তাদের বাঁচার অধিকার রয়েছে এটা প্রতিটি মানুষকে মনে রাখতে হবে। তবেই আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস পালন করার সার্থকতা থাকবে। যেভাবে বাঘ চোরা শিকারীদের কবলে পড়ে মারা যেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে আগামী দিনে বাঘেদের অবস্থা একেবারে ডাইনোসরদের মতো বিলুপ্ত হয়ে যেতে বেশি সময় নেবে না। সেই কারণে কেন্দ্রীয় বন্য প্রাণী সম্পদ মন্ত্রক বাঘ সংরক্ষণের ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।

জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিবন্ধীদের স্ব-নির্ভর প্রকল্পে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ কর্মশালা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ জুলাই ঃ দ্যা ইন্টারন্যাশনাল মিশন ফর সোস্যাল ওয়েলফেয়ার অ্যান্ড চ্যারিটি (ইম) এর উদ্যোগে ২৩শে জুলাই, ২০২৪ কর্ণাটক রাজ্যের অন্তর্গত গাদাগ জেলার অধীন জালাশঙ্করনগর, কানাভী এবং মাদাগানূর গ্রামে দৃষ্টিহীন, শ্রবণশক্তিহীন, চলাফেরায় অক্ষম প্রতিবন্ধী এবং মানসিক প্রতিবন্ধীদের সামাজিক সুরক্ষা, বিদ্যালয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, দৃষ্টিশক্তির ক্ষীণতা এবং বধির প্রতিবন্ধীদের উপর যৌন নির্যাতন প্রতিরোধ, সুসংহত বিকাশ, সাংকেতিক ভাষা রপ্ত করা সহায়তা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৮৪ জন প্রতিবন্ধী কিশোর, কিশোরী অংশ নেয়। ২৪শে জুলাই, ২০২৪ মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের অন্তর্গত হারদা জেলার অধীন বাইদাগাঁও, নয়াপুরা এবং মাজলী গ্রামে মুক, বধির এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সর্বাঙ্গীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা, পূর্ণবাসন সহায়তা, প্রতিবন্ধীদের স্বাবলম্বী করার উপায় হিসাবে তাদের কারিগরী শিক্ষা, তাঁত শিল্প, বনপালন বিদ্যা, বাঁশ, বেত শিল্পের উপর রুরাল এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন ট্রেনিং প্রশিক্ষণ পরিষেবা, বিদ্যালয় শিক্ষা কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৮৭৯ জন মুক, বধির এবং শারীরিক প্রতিবন্ধী অংশগ্রহণ করে। ২৫শে জুলাই, ২০২৪ তামিলনাড়ু রাজ্যের অন্তর্গত ধর্মপুরী জেলার অধীন আদাগাপাদী, নুলাহাল্লী এবং কৃষ্ণাপুরাম গ্রামে নিকারাগুয়ার প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধী, দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধীদের ব্রেইল শিক্ষা, পুষ্টি সহায়তা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা তার পাশাপাশি সংগীত চর্চা, সংস্কৃতি চর্চা, ক্রীড়া অনুশীলন ব্যবস্থা, প্রতিবন্ধকতা প্রতিরোধ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৫৯৭ জন প্রতিবন্ধী কিশোর, কিশোরী,শিশু অংশ নেয়। ২৬শে জুলাই, ২০২৪ হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত কাইথাল জেলার অধীন জগদীশপুরা, পাদলা এবং তারাগ। গ্রামে প্রতিবন্ধীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিষেবা, প্রতিষেধক পরিষেবা, প্রতিবন্ধীদের শোষণ প্রতিরোধ, সামাজিক ন্যায়বিচার সম্পর্কে সচেতনতা ও পরামর্শদান, বিদ্যালয় শিক্ষা, সুসংহত বিকাশ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৬৯৫ জন প্রতিবন্ধী শিশু,মহিলা, কিশোর অংশগ্রহণ করে। ২৭শে জুলাই, ২০২৪ ছত্রিশগ। রাজ্যের অন্তর্গত কোরিয়া জেলার অধীন পাতমা, ছোপান এবং রঘুবীরপুর গ্রামে শারীরিক, বধির প্রতিবন্ধীদের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা, পুষ্টি সুরক্ষা, সংযোগ গড়ার প্রাথমিক দক্ষতা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রতিবন্ধী শিশুদের পারিবারিক হিংসা, নিপীড়ন প্রতিহত করার জন্য আইন ও কর্মসূচী প্রণয়ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৭৬৪ জন প্রতিবন্ধী অংশ নেয়। ২৮শে জুলাই ২০২৪ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত বীরভূম জেলার অধীন মুরারাই, চন্ডীপুর এবং শশীভূষণ দত্ত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে ৪৪ তম বর্ষ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে শ্রবণ শক্তিহীন প্রতিবন্ধী, মানসিক প্রতিবন্ধকতা, মুক, বধির, নিকারাগুয়ার এবং শারীরিক প্রতিবন্ধীদের বিশেষ বিদ্যালয় শিক্ষা, ভাষা নির্বাচন ও শেখা, প্রাথমিক চিন্তাশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধি, প্রসূতি মা এবং প্রজনন বয়সসীমার মহিলা প্রতিবন্ধীদের পুষ্টি, স্বাস্থ্য পরিচর্যা, প্রতিষেধক টিকাদান পরিষেবা, প্রতিবন্ধী কিশোর কিশোরীদের কর্ম নিশ্চয়তা, স্ব-নির্ভর প্রকল্পে মাদুর শিল্প, পাট শিল্প, পোশাক প্রস্তুত প্রণালীর উপর এন্টারপেনারশিপ ডেভলপমেন্ট ট্রেনিং প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় ৯৩৮ জন প্রতিবন্ধী কিশোর-কিশোরী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, শিশু অংশ নেয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন মিশনের মহাসচিব তথা ভারতীয় গোয়েন্দা এবং তদন্ত সংস্থার (আই.ডি.আই.ও) মুখ্য সচিব শ্রী দেবাশীষ ঘোষ, মিশনের সভাপতি মলি বাগচী, ডাঃ বীরেন্দ্র কুমার- মন্ত্রী,সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, শ্রী রাম দাস আঠাওলী- রাষ্ট্রমন্ত্রী, সামাজিক ন্যায় এবং ক্ষমতায়ন মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, শ্রী জয়ন্ত চৌধুরি-রাষ্ট্রমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ডাঃ শশী পাঁজা-মন্ত্রী, নারী ও শিশু বিকাশ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রী পার্থ দাশগুপ্ত-জেলা সমাজকল্যাণ আধিকারিক, জেলা বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার,শ্রী বিশ্বজি মোদক-অতিরিক্ত জেলা আধিকারিক (উন্নয়ন), জেলা- বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, শ্রীম স্বামী মৃন্ময়ানন্দ মহারাজ, শ্রীম স্বামী শিবারূপানন্দ মহারাজ এবং শ্রীম স্বামী সুহিতানন্দ মহারাজ প্রমুখ।

বাংলাদেশ সীমান্তে অনুপ্রবেশের চেষ্টা বানচাল বিএসএফের

কৃষ্ণনগর, ২৮ জুলাই ঃ কৃষ্ণনগরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশে বাধা পেয়ে ধারাল অস্ত্র দিয়ে বিএসএফের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। যদিও, আত্মরক্ষায় পাল্টা গুলি চালায় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। বিএসএফ গুলি চালাতেই হামলাকারী বাংলাদেশিরা ওপারে ফিরে যায়। নদিয়া জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্ত ফাঁড়ি রাংঘাটের ঘটনা। জানা গিয়েছে, ৮-১০ জন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশের চেষ্টার সময় বিএসএফ জওয়ানকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ পালটা গুলি চালায়। ঘটনাস্থল থেকে হামলায় ব্যবহৃত ধারাল অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। বিএসএফের তথ্য অনুযায়ী, কৃষ্ণনগরের অধীন আঞ্চলিক কার্যালয়ের বর্ডার ফাঁড়ি রাংঘাটের ৬৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা শনিবার রাতে পাহারা দিচ্ছিল সীমান্তে। সেই সময় কাঁটাতারের ওপারে সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে আসে বাহিনীর। তাঁরা দেখেন ৮-১০ জন বাংলাদেশি কোদালিয়া নদীর তীরে কলা বাগানের ভিতর দিয়ে নদী পার হয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছে। কর্তব্যরত বিএসএফ জওয়ানরা তাদের থামতে বলে। কিন্তু, দুর্বৃত্তরা বাহিনীর চোখে উজ্জ্বল আলো ফেলে ও হামলা চালায়। তবে, পরিস্থিতি সামাল দিতে অনুপ্রবেশকারীদের দিকে স্টান গ্রেনেড ছোড়ে বাহিনী। তবে, তারপরেও পিছিয়ে না গিয়ে, জওয়ানদের উপর আক্রমণ চালায় অনুপ্রবেশকারীরা। সেই সময় জওয়ানরাও দু'রাউন্ড গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে অনুপ্রেশকারীরা বাঁশবাগানে লুকিয়ে পড়ে। পরে সেখান থেকে ফের নদী পেরিয়ে বাংলাদেশে ফিরে যায়। এদিকে, কৃষ্ণনগরের ৬৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের বর্ডার ফাঁড়ি রানাঘাট ও মামাভাগিনাতেও জওয়ানদের উপর আক্রমণ চালানো হয়। সেখানে মাদক পাচারের চেষ্টা হয়েছিল। একইভাবে, মুর্শিদাবাদ

জেলার আঞ্চলিক কার্যালয় বহরমপুরের ৭৩ নম্বর ব্যাটালিয়নের বর্ডার ফাঁড়ি বামনাবাদ এবং মালদা জেলার সীমান্তে গরু পাচারকারী ও অনুপ্রবেশকারীরা বিএসএফের উপর একইরকমভাবে প্রাণঘাতি হামলার চেষ্টা করে। উত্তর ২৪ পরগনার ৫ নম্বর ব্যাটালিয়ন আউট পোস্ট ডোবারডায় গুলি চালিয়ে চোরাচালান ও অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের তাড়িয়েছে বিএসএফ। সেখান থেকে একটি গবাদি পশু, ৩২৫ বোতল ফেনসিডিল, ২ কেজি গাঁজা ও অন্যান্য অবৈধ সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। পরপর এইসব ঘটনায় বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশ (বিজিবি) এর সঙ্গে বৈঠক করেছে বিএসএফ। বাংলাদেশি চোরাকারবারীরা যেভাবে বিনা প্ররোচনায় বিএসএফের উপর হামলা চালাচ্ছে, তা নিয়ে প্রতিবাদ জানান হয়। হামলা ও আত্মরক্ষায় গুলি চালানোর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট থানায় একটি প্রাথমিক রিপোর্টও করা হয়েছে বিএসএফের তরফে।

বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবসে আলোচনাচক্র কমলপুরে

ধলাই (ত্রিপুরা), ২৮ জুলাই ঃ হেপাটাইটিস একটি মারণ রোগ। কিন্তু সঠিক সময়ে ব্যবস্থা নিলে এই রোগ থেকে দূরে থাকা সম্ভব। আর এ জন্য ত্রিপুরা সরকার ও হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরা নিরলস কাজ করে চলেছে। তবে মানুষের সচেতনতা এক্ষেত্রে অবশ্য প্রয়োজন। এই বার্তা ছড়িয়ে সম্পন্ন হলো হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশন অব ত্রিপুরার কমলপুর শাখার উদ্যোগে বিশ্ব হেপাটাইটিস দিবস আলোচনাচক্র। আজ রবিবার ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমা হাসপাতালের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত আলোচনাচক্রে হেপাটাইটিস প্রতিরোধের বিভিন্ন দিক এবং টিকাকরণ ও এর সুবিধা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন বিশিষ্টজনেরা। খুবই সহজ ও সাবলীলভাবে হেপাটাইটিস রোগের নানা দিক ও প্রতিকার সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেছেন মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. শুভাশিস দে, হেপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের কমলপুর শাখার সম্পাদক উত্তম বসু। এছাড়া অনুষ্ঠানে ছিলেন কমলপুর নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন প্রশান্ত সিনহা, ভাইস চেয়ারপার্সন সুব্রত মজুমদার প্রমুখ। আলোচনাচক্রে উপস্থিত মানুষজন যথেষ্ট আগ্রহ এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এই মারণ ব্যাধির বিভিন্ন খুঁটিনাটি জানতে পেরেছেন।

বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির ৫ম তম সম্মেলন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ জুলাই ঃ বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির ৫ম তম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির হলঘরে। রবিবার প্রদীপ প্রজ্জালনের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের শুভ সূচনা করেন তুফানগঞ্জ ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জগদীশচন্দ্র বর্মা ও তুফানগঞ্জ পৌরসভার উপ পৌরপতি তনু সেন-সহ পৌর এলাকার বিভিন্ন কাউন্সিলররা। এ বিষয়ে বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক জগবন্ধু সাহা জানান তুফানগঞ্জ মহকুমা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির পঞ্চম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতি একটি শাখা সংগঠন, মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতি সহ যারা প্রশাসনিক আধিকারিক ছিলেন তাদের কাছে পাঁচ দফা দাবি রাখা হলো বলে জানান বস্ত্র ব্যবসায়ীর প্রাক্তন সম্পাদক ।

রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে বাংলা ভাগের চক্রান্ত করছে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৮ জুলাই ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিকভাবে লড়াই করতে না পেরে বাংলা ভাগের চক্রান্ত করছে বিজেপি। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়। পার্থপ্রতিম রায় আজ নিজের বাড়ির অফিসে সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বাংলা রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হওয়ার পর বাংলা ভাগের বিষয়কে সামনে এনে গোটা বাংলা জুড়ে অশান্ত পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। সুকান্ত মজুমদারের বক্তব্যের পর বিজেপি সাংসদ নগেন রায় সহ বিজেপির নেতারা বাংলা ভাগের দাবি তুলতে শুরু করেছে। কোনভাবেই বাংলা ভাগ মেনে নেওয়া হবে না। প্রয়োজনে পথে নেমে আন্দোলন করবে তৃণমূল কংগ্রেস।

কন্টেইনারে তল্লাশি চালিয়ে চার কেজি গাঁজা উদ্ধার পুলিশের

চুড়াইবাড়ি (ত্রিপুরা), ২৮ জুলাই ঃ উত্তর ত্রিপুরা জেলার চুড়াইবাড়ি থানার নাকাপয়েন্টে রুটিন তালাশিতে শনিবার রাতে গাঁজা মজুত সন্দেহে একটি কন্টেইনার (পণ্যবাহী লরি) রাতভর আটকে রেখে আজ রবিবার সকালে চার কেজি গাঁজা উদ্ধার করেছ পুলিশ। গ্রেফতার দুই। উল্লেখ্য, শনিবার রাতে আগরতলা থেকে গুয়াহাটিগামী এএস ২৫ এফসি ৩৫২৯ নম্বরের একটি কন্টেইনার চুড়াইবাড়ি থানার নাকাপয়েন্টে আসে। অপরদিকে আগে থেকেই চুড়াইবাড়ি থানার ওসি খোকন সাহার কাছে খবর ছিল, ওই গাড়িতে গাঁজা পাচার হবে। এমতাবস্থায় রাতভর গাড়িটি আটক করে রাখা হয়। কিন্তু আজ সকালে কন্টেইনারে তল্লাশি চালিয়ে মাত্র চার কেজি ৪০ গ্রাম গাঁজা বাজেয়াপ্ত করে কৃতিত্ব অর্জন করেছে পুলিশ। এদিকে পুলিশ ওই গাড়ির চালক মহম্মদ জাহাঙ্গির আলম এবং সহচালক বিল্লাল হুসেনকে আটক করেছে। তাদের বাড়ি অসমে। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করে উভয়কে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানান ওসি খোকন সাহা।

বালুরঘাটে বিশ্বনাথ চৌধুরীকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় বাম নেতাদের

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৮ জুলাই ঃ রবিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রাক্তন কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর। রবিবার সকাল আটটায় বালুরঘাটে আরএসপির জেলা কার্যালয়ে আনা হয় প্রাক্তন কারামন্ত্রী বিশ্বনাথ চৌধুরীর মরদেহ । সেখানেই তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমান বাম নেতারা ।শনিবার সকালে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় বিশ্বনাথ চৌধুরীর। ফুসফুসের ক্যানসারে তিনি আক্রান্ত ছিলেন। প্রথমে কিছুদিন কলকাতার বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা এবং পরে তাঁকে এসএসকেএমে ভর্তি করা হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি বালুরঘাট বিধানসভায় সাতবারের বিধায়ক ছিলেন। বাম আমলে তিনি ছিলেন কারা ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রী। দ্বায়িত্ব সামলেছেন আরএসপির রাজ্য সম্পাদক। তাঁর মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে বালুরঘাটে। রবিবার তাঁর দেহ দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে আনা হয়। সেখানকার জেলা আরএসপি কার্যালয়ে বিশ্বনাথ চৌধুরীর মরদেহ সর্বসাধারণের শেষ শ্রদ্ধা জানানোর জন্য শায়িত রাখা হয়। প্রয়াত এই বাম নেতাকে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন বহু স্থানীয় মানুষ।

বনবস্তি সরানোর পরিকল্পনা, রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের

দুরন্ত বার্তা, সোনাপুর, ২৮ জুলাই ঃ বক্সা টাইগার রিজার্ভে থাকা গঙ্গুটিয়া ও ভুটিয়া বস্তির সকলকে পুনর্বাসন দিয়েছে বন দপ্তর। এবার জয়ন্তীর বাসিন্দাদের সরানোর পরিকল্পনা শুরু করা হয়েছে। বাকি দুই বনবস্তির সকলে নিজেদের পুরোনো জায়গা ছাড়তে চাইলেও জয়ন্তী নিয়ে দ্বিমত রয়েছে। বনবস্তির কয়েকজন পুনর্বাসন এবং বিশেষ প্যাকেজ নিতে প্রস্তুত, কিছু বাসিন্দা আবার জায়গা ছাড়তে নারাজ। এই দ্বিমত, বিভিন্ন আলোচনার মধ্যেই জয়ন্তীর বনবস্তিবাসীদের সরানোর আঁচ এবার ছড়াতে চলেছে ডুয়ার্সজুড়ে। জয়ন্তী বনবস্তি চক্রান্ত করে সরানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে এবং একইভাবে বক্সা টাইগার রিজার্ভ ও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানে থাকা বিভিন্ন বনবস্তি সরানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে, এই অভিযোগ তুলে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ দেখান উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের সদস্যরা। শুধু একটি রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ হয়েছে এমনটা নয়। ২৫ জুলাই কোদালবস্তি রেঞ্জেও একইভাবে বিক্ষোভ হবে। এছাড়াও অগাস্টজুড়ে আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ির সমস্ত রেঞ্জ অফিসে বিক্ষোভ হবে উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের তরফে। সেপ্টেম্বরে জেলা শাসক এবং বন দপ্তরের আধিকারিকদের স্মারকলিপি দেওয়া হবে। এবিষয়ে সংগঠনের আহ্বায়ক লালসিং ভুজেল বলেন, 'দপ্তর কোনও নিয়ম মানছে না। ওরা কি আমাদের নিয়ম পালন করতে বলবে, আমাদের বলতে হচ্ছে নিয়ম মেনে চলার জন্য। জোর করে জয়ন্তী বনবস্তির বাসিন্দাদের সরানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে।' তিনি বলেন, এই নিয়ে আন্দোলন হবে। তাঁদের অভিযোগ, বন দপ্তর বনবস্তির কিছু মানুষকে সামনে রেখে এটা করছে। ওই বনবস্তি সরানোর জন্য সকলকে ভয় দেখানো হচ্ছে। তাই বারবার আবেদন করলেও জয়ন্তী নদীর বাঁধ সংস্কার করা হচ্ছে না। নদীর নাব্যতা অনেকটাই বেড়েছে কয়েক বছরে। অন্যদিকে, এই বিষয় নিয়ে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের এবং বক্সা টাইগার রিজার্ভের কোনও বনকর্তাই কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না। এদিনের বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বনবস্তির বাসিন্দাদের বিভিন্ন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। জমির পাট্টা দিলেও সেটা থাকছে বন দপ্তরের অধিনস্থই। কোনও বনবস্তি সরালে পুনর্বাসন নিয়ে বনবস্তিবাসীদের সঙ্গে যে আলোচনা করা দরকার সেটা করা হচ্ছে না। সোমবার বন দপ্তরের চিলাপাতা রেঞ্জ অফিসের বাইরে মাইক লাগিয়ে এই বিষয়ে বক্তব্য রাখেন উত্তরবঙ্গ বন শ্রমজীবী মঞ্চের নেতারা। তার আগে মিছিল করে রেঞ্জ অফিসে আসেন ওই সংগঠনের সদস্যরা। রেঞ্জ অফিসে একটি স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। ওই সংগঠনের জলদাপাড়া ডিভিশনের সভাপতি রবি রাভার কথায়, 'জয়ন্তী নয়। আদমা, নেমলা, সেওগাঁওয়ের মতো বিভিন্ন বনবস্তি নিজেদের মর্জিমতো সরাতে চাইছে বন বিভাগ।

রায়গঞ্জে ঝোপের উদ্ধার নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ২৮ জুলাই ঃ শনিবার সন্ধ্যায় উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জের কাশবমহেশো এলাকায় একটি নির্মাণাধীন ভবনের পাশের ঝোপ থেকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করা হয় এক নাবালিকাকে। শিশুটির শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে।

OFFICE OF THE CHAKALTORE GRAM PANCHAYAT
P.0.-CHAKALTORE, PURULIA-I DEV. BLOCK, PURULIA

E- Tenders are hereby invited by the Pradhan Chakaltore Gram Panchayat under Purulia-I Dev. Block Dist:- Purulia (W.B.) ie. WBPUR/CGP/ NIET-2 /24-25 DATED-19.07.2024 _MEMO NO 745 /CCP/2024-25 Documents download/sale start date 19.7.2024 4.30 am Bid Submission closing date 29.7.2024 upto 3.30 pm. Date of Opening of E- Tender on 01.8.2024 10.30 am at G.P.Office Meeting Hall. For more details contact with the Pradhan Chakaltore GP in office hours.

Sd/- **Pradhan Chakaltore Gram Panchayat**

CSB Bank Trusted Heritage Smart Future

PUBLIC NOTICE ON AUCTION OF PLEDGED GOLD ORNAMENTS

The borrower/s in specific and interested bidders,in general, are hereby informed that on account of non-repayment of the Banks due by the borrowers as under despite the payment notice and recall/auction notice issued by the Bank, the gold ornaments pledged with the bank security by the respective borrowers for the loan avalled by them will be sold in public auction on "as is where is" and "non-recourse" basis through e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net on 05th August 2024 at 10.30 AM. The auction may be adjourned to any other later date at the discreation of the bank upon publication of the same in the Bank's notice board. The borrowers are hereby further inform that the gold ornaments will be disposed of by private sale if the public auction is not successful and if there is a further balance to be recovered thereafter, legal action will be initiated against the borrower/s for recovery of the balance amounts due to the bank.

S. No.	Account Name	Client ID	No.of Acc.	Bal. Outstading as on 25/07/2024	Weight (grams)
BRANCH NAME : KOLKATA - BURRA BAZAR					
1	Abhishek Sonkar	4649719	1	19205.4	4.5
2	Deepak Mall	4685779	2	87755.31	20.65
3	Omprakash Kesharwani	2671361	3	984453.93	241.9
BRANCH NAME : SALT LAKE CITY					
4	Maya Makal	4774839	1	11827.87	4.3
5	Puja Dey	4764249	1	84734.03	16.78
6	Raja Sharma	7176790	1	208175.87	41.71
7	Shyamali Kirtania	4743522	1	11686.69	2.6

For more details/account wise information borrowers/interested bidders may contact respective branches and for participating in the auction, please visit/login to the e-auction portal http://csbgold.auctiontiger.net.

WEST BENGAL | 28.07.2024

Sd/- Authorized Officer, CSB Bank

প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনে ভারতের পোশাক নিয়ে চরম বিতর্ক

প্যারিস, ২৮ জুলাইঃ বহু প্রতীক্ষিত গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ শুরু হয়েছে। শ্যেন নদীতে প্যারিস অলিম্পিকের জমকালো ওপেনিং সেরেমনি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে ভারতের ৬৮জন উপস্থিত ছিলেন। অফিসিয়ালি আজ প্যারিস গেমসের দ্বিতীয় দিন। এদিন অলিম্পিক থেকে প্রথম পদক আসে ভারতের। এরই মাঝে অবশ্য প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনে ভারতের পোশাক নিয়ে চরম বিতর্কও তৈরি হয়েছে। একাধিক মনে ধরেনি তাঁর করা কাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় অনেকের বক্তব্য সিন্ধুদের শাড়ি অত্যন্ত সস্তার মনে হচ্ছে। মুম্বইয়ের বাজারে ২০০ টাকায় এর থেকে ভালো শাড়ি পাওয়া যায়। প্যারিস গেমসের উদ্বোধনে ভারতের পোশাক কি সত্যিই খারাপ হয়েছে? কী মনে করছেন দেশের ফ্যাশান ডিজাইনাররা। দিল্লির ফ্যাশান ডিজাইনার শিল্পী গুপ্তা বলেছেন, ''ভারতীয় পোশাকের ঐতিহ্য এবং আধুনিকতা নিয়ে সারা বিশ্বে এখন

দেশ প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে নিজেদের অ্যাথলিটদের জন্য নজরকাড়া পোশাক তৈরি করেছিল। ভারতীয় অ্যাথলিটরা উদ্বোধনী অনুষ্ঠান থেকে তাঁদের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করতেই একের পর এক নেতিবাচক মন্তব্য ধেয়ে আসতে শুরু করে। ভারতীয় মহিলা অ্যাথলিটরা প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরেছিলেন শাড়ি। আর পুরুষ অ্যাথলিটরা পরেছিলেন সাদা কুর্তা-পাজামা। প্যারিস গেমসের ওপেনিং সেরেমনিতে ভারতীয় অ্যাথলিটদের পোশাকে ছিল দেশের পতাকার তিন রংয়ের ছোয়া। এ বার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য ভারতের পোশাক তৈরির দায়িত্ব পেয়েছিলেন তরুণ তাহিলিয়ানি। নেটিজেনদের আলোচনা হয়। আর অলিম্পিকের মতো বড় মঞ্চে তাই ভালো কিছু তুলে ধরার আদর্শ জায়গা ছিল।'' ফ্যাশান ধারাভাষ্যকার শেফালি বাসুদেবের কথায় অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের জন্য ভারতের যে পোশাক তৈরি করা হয়েছিল, তার মান যথেষ্ট ভালো। কিন্তু তা দেখতে তেমন আকর্ষণীয় হয়নি। তাঁর মতে আরও ভালো কিছু পরিকল্পনা যেতে পারত। যেখানে সোশ্যাল মিডিয়ায় একদিকে ভারতীয় অ্যাথলিটদের প্যারিস গেমসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পোশাক নিয়ে সমালোচনা চলছে, সেখানে উল্টো স্রোতের মানুষও রয়েছেন। যাঁরা মনে করছেন, ভারতের তেরঙ্গার ছাপ থাকা ওই পোশাক বেশ ভালো। চোখের আরামও দেয়।

অলিম্পিক্সের টেনিস নিয়ে অখুশি জকোভিচ, নাদাল

প্যারিস, ২৮ জুলাইঃ অলিম্পিক্সের টেনিস নিয়ে একেবারেই খুশি নন নোভাক জকোভিচ ও রাফায়েল নাদাল। জকোভিচ বিরক্ত প্রতিযোগিতার নিয়ম নিয়ে, নাদাল ক্ষুব্ধ সূচি নিয়ে। নাদাল তো প্রতিযোগিতা থেকে নামও তুলে নিতে পারেন। ফলে দ্বিতীয় রাউন্ডে দু'জনের মুখোমুখি লড়াই না-ও দেখা যেতে পারে। বিশ্ব ক্রমতালিকায় দ্বিতীয় স্থানে জকোভিচ। তাঁকে প্রথম রাউন্ডে খেলতে হল ম্যাথু এবডেনের বিরুদ্ধে, যিনি মূলত ডাবলস খেলোয়াড়। গত দু'বছরে কোনও সিঙ্গলস ম্যাচ খেলেননি। অলিম্পিক্সের একটি নিয়মের কারণে অস্ট্রেলিয়া বাধ্য হয়েছে ডাবলসের খেলোয়াড়কে সিঙ্গলসে খেলাতে। তা পছন্দ নয় জকোভিচের। অন্য দিকে, রাফায়েল নাদাল খুশি হতে পারছেন না অলিম্পিক্সের সূচি নিয়ে। এবডেনের বিরুদ্ধে জকোভিচ জেতেন ৬-০, ৬-১ গেমে। মাত্র ৫৩ মিনিটে হেরে যান অস্ট্রেলিয়ার প্রতিযোগী। গোটা ম্যাচে এবডেনকে দেখা যায় মশকরা করতে। বাধ্য হয়ে সিঙ্গলস খেলতে নামা টেনিস খেলোয়াড় দ্বিতীয় সেটের একটি গেম জিতে উৎসব করেন। কখনও আবার এক সমর্থককে বলেন তাঁর হয়ে ম্যাচটি খেলার জন্য। ম্যাচ শেষে বিরক্ত জকোভিচ বলেন, ''অনেক সিঙ্গলস খেলোয়াড় আছেন। তাঁদের সুযোগ দেওয়া যেত। আমি জানি না কেন এক জন ডাবলসের খেলোয়াড়কে এখানে খেলতে বাধ্য করা হল।''

প্যারিসে প্রথম পদক ভারতের

মেয়েদের শুটিংয়ে মনু ভাকেরের ব্রোঞ্জ পদক

প্যারিস, ২৮ জুলাইঃ টোকিওতে হতাশ হয়েছিলেন। তারপরের জীবনটা এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল তাঁর। পিস্তলের দিকে তাকাতেও ইচ্ছে হত না। আজ, সেই ইতিহাসকে পিছনে ফেলে সেইনের তীরে আর এক ইতিহাস ছুঁয়ে ফেললেন মনু ভাকের। রবিবার, প্যারিস থেকে প্রথম সুখবর এল ভারতের। প্যারিস অলিম্পিকের প্রথম পদক জিতলেন বাইশ বছরের মনু ভাকের! ১০ মিটার এয়ার পিস্তল রাউন্ডের পোডিয়ামে উঠলেন তিনি। শ্যুটিং ভারতের কাছে বরাবরই সোনার খনি। এককালে অলিম্পিক মানেই ভারতের সবচেয়ে বড় আশার জায়গা থাকত শ্যুটিং। পর পর অলিম্পিকগুলো ভাবুন। এথেন্স। বেজিং। লন্ডন। পর পর তিন অলিম্পিকে ভারতের ভরসা ছিলেন শ্যুটাররা। এথেন্সে রাজ্যবর্ধন সিংহ রাঠোর। বেজিং-এ ইতিহাস তৈরি করা অভিনব বিন্দ্রা। লন্ডনে গগন নারাং। পর পর লক্ষ্যভেদে তেরঙার গৌরব উত্তুঙ্গ উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন শ্যুটাররা। কিন্তু তারপর থেকেই ছন্দপতন। রিওতে একেবারে হতাশাজনক ফল করে ভারত। মাত্র দু'টি পদকে সন্তুষ্ট থাকতে হয় ভারতকে। যদিও খেলা ঘোরে তারপর। টোকিওতে কোভিডের মাঝেই কার্যত পদকের ঝড় তুলে দেয় ভারত। কিন্তু নীরজ চোপড়া, মীরাবাঈ চানু, পি ভি সিন্ধু, বজরং পুনিয়াদের তারকাখচিত পারফরম্যান্সের মাঝে আবারও হতাশ করেছিলেন

ভারতীয় শ্যুটাররা। একটিও পদক আনতে পারেননি। অবশেষে খরা কাটল প্যারিসে। মোড় ঘোরাল নেপোলিয়নের শহর। মপাসাঁর শহরে নতুন গল্প লেখা শুরু করলেন মনু ভাকের। তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা, যিনি শ্যুটিং-এ পদক আনলেন। টোকিও ছিল মনুর প্রথম অলিম্পিক। তাঁর কোচ যশপাল রানা বলেছিলেন, এরকম প্রতিভা 'যুগে একটা আসে'। জীবনের প্রথম অলিম্পিকেই এমন প্রত্যাশার পাহাড় বসেছিল মনুর ওপরে, যার ফল হয় মারাত্মক। শেষ অবধি একটিও ফাইনালে উঠতে পারেননি মনু। হতাশা ভর করেছিল তাঁর ওপরে। পিস্তল ধরতেই চাইতেন না। ভেবেছিলেন, এই শেষ। ভালবাসা। প্যাশন। এগুলো কখনও দমকে বেড়ে যায়। কখনও স্রোত স্তিমিত হয়ে আসে। তখন দূরত্ব বাড়ে। মনে হয়, এই শেষ। কিন্তু ওই দূরত্বই পরে দূরত্ব কমাতে সাহায্য করে। দূরত্বই বুঝিয়ে দেয়, ভালবাসা কতটা প্রবল। শ্যুটিং রেঞ্জ থেকে দূরে থাকাতেই মনু বুঝতে পারেন, এই রেঞ্জ তাঁর কতটা আপন। কতটা ভালবাসেন এই খেলাকে। তাই তো হওয়ার কথা ছিল। মার্চেন্ট নেভিতে কাজ করেন তাঁর বাবা রামকিষাণ ভাকের। মেয়ের খেলাধুলোয় আগ্রহ দেখে এমন একটা খেলার জিনিস কিনে দিয়েছিলেন, সাধারণত ভারতে সেসব খুব একটা দেখা যায় না। একটা স্পোর্টস রাইফেল। ওতেই জীবনটা পাল্টে যায় তাঁর। পোডিয়ামে উঠলেন মনু। সোনা হাতছাড়া হল। ১০ মিটার এয়ার পিস্তলে তাঁর দুই প্রতিযোগী ছিলেন কোরিয়ার। সোনা জিতলেন ও-ইয়ে জিন। রুপো জিতলেন কিম ইয়ে জি। সোনার আশা জাগালেও শেষ অবধি মনুর ব্রোঞ্জ জেতাতেই খুশির বন্যা বয়ে যাচ্ছে দেশজুড়ে। ইতিমধ্যেই মনুর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, 'এক ঐতিহাসিক পদক! দারুণ কাজ করেছো তুমি, মনু ভাকের! এই সাফল্য আরও স্পেশ্যাল, কারণ এই প্রথম কোনও মহিলা শ্যুটার দেশে অলিম্পিক পদক আনলেন। অনবদ্য সাফল্য!'

২৯ মিনিটেই খেল খতম! প্যারিস অলিম্পিকে সহজ জয় দিয়ে শুরু সিন্ধুর

প্যারিস, ২৮ জুলাইঃ প্যারিস অলিম্পিকে দুরন্ত জয় দিয়ে অভিযান শুরু করলেন ভারতীয় তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, রবিবার দুপুর থেকে নজর ছিল ভারতের ব্যাডমিন্টন তারকার দিকে। প্যারিস গেমসে গ্রুপ-এম-এ পড়েছেন সিন্ধু। সেখানে প্রথম ম্যাচে তিনি মলদ্বীপের প্রতিপক্ষকে স্ট্রেট গেমে উড়িয়ে দিলেন। অলিম্পিকে দু'বারের পদকজয়ী পিভি সিন্ধুর লক্ষ্য প্যারিস থেকে পদক আনার। সেই লক্ষ্যের প্রথম ধাপে দাপুটে শুরু করলেন তিনি। মাত্র ২৯ মিনিটেই সিন্ধু-ফাতিমার ম্যাচ শেষ হয়। খেলার ফল সিন্ধুর পক্ষে। ফাতিমা নাবাহা আব্দুল রাজ্জাককে এক ইঞ্চিও জমি ছাড়েননি হায়দরাবাদী শাটলার। প্রথম গেম সিন্ধু জেতেন ২১-৯। আর দ্বিতীয় গেম তিনি জেতেন ২১-৬। রিও অলিম্পিকে রুপো

পেয়েছিলেন সিন্ধু। এরপর টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ। এ বার সিন্ধুর নজর সোনায়। বুধবার এস্তোনিয়ার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে খেলবেন সিন্ধু। প্যারিস অলিম্পিকে নিজের প্রথম ম্যাচ জিতে পিভি সিন্ধু বলেন, ''প্রতিটা ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। আমাকে এ বার এস্তোনিয়ার ক্রিস্টিন কুবার বিরুদ্ধে খেলতে হবে। নিজেকে সেই মতো তৈরি করতে হবে। এবং সেরাটা তুলে ধরতে হবে। একটা একটা ম্যাচ ধরে এগোতে চাই।'' উল্লেখ্য, প্যারিস অলিম্পিকে এখনও অবধি ব্যাডমিন্টনের ফলাফল বলতে গেলে-পুরুষদের সিঙ্গলসে জয় দিয়ে শুরু করেছেন লক্ষ্য সেন। আর পুরুষদের ডাবলসেও জিতেছেন সাত্বিকসাইরাজ রানকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টি। ব্যাডমিন্টনে প্যারিস গেমসের প্রথম দিন হতাশার ছিল মেয়েদের ডাবলসের পারফরম্যান্স। মহিলাদের ডাবলসে প্রথম ম্যাচে হারেন অশ্বিনী পোনাপ্পা-তনিশা ক্রেস্টো। স্ট্রেট সেটে হার ভারতীয় জুটির।

স্মৃতি-রিচার লড়াই ব্যর্থ, জঘন্য ফিল্ডিংয়ে ট্রফি হাতছাড়া ভারতের

কলম্বো, ২৮ জুলাইঃ এশিয়া কাপ ফাইনালে রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। অষ্টম ট্রফির লক্ষ্যে নেমেছিল ভারত। অন্য দিকে, বদলা নিয়ে প্রথম ট্রফির লক্ষ্যে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা। ফাইনালে টস জেতেন ভারত অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। ব্যাটিং নেন তিনি। ফাইনালের মঞ্চে বড় রানের টার্গেট দেওয়ায় নজর ছিল। ভারতীয় বোলাররা ধারাবাহিক

ভালো পারফর্ম করে আসছেন। তাঁদের জন্য ফাইনালের মঞ্চে ১৬৫ রানের বড় স্কোর গড়েন ব্যাটাররা। ফাইনালে দুর্দান্ত স্মৃতি মান্ধানা। সেমিফাইনালে হাফসেঞ্চুরি করেছিলেন। এ দিন ৩৬ বলে হাফসেঞ্চুরিতে পৌঁছন স্মৃতি মান্ধানা। ৪৭ বলে ৬০ রানে ফেরেন তিনি। শেষ দিকে রিচা ঘোষ এবং জেমাইমা রডরিগজের বিধ্বংসী ব্যাটিং। রিচা মাত্র ১৪ বলে ৩০ রান করেন। জেমাইমা করেন ১৬ বলে ২৯। শ্রীলঙ্কাকে ১৬৬ রানের বড় টার্গেট দেয় ভারত। কিন্তু চামারি-হর্ষিতার দুরন্ত ব্যাটিং, ভারতের হতাশাজনক ফিল্ডিংয়ে অষ্টম ট্রফি হাতছাড়া। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে শ্রীলঙ্কার সর্বাধিক ১৫৬ রান তাড়া করে জেতার রেকর্ড ছিল। কিন্তু এ দিন শ্রীলঙ্কার ব্যাটাররা সেই রেকর্ড ছাপিয়ে যাওয়ার মুডেই ছিল। চামারি আতাপাত্তুর সঙ্গে দুর্দান্ত জুটি হর্ষিতা সমরবিক্রমের। দশম ওভারে রেনুকা সিংকে আনা হয়। পূজা বস্ত্রকার ব্যালান্স রাখতে পারলে ব্রেক থ্রু আসতে পারত। তবে গুরুত্বপূর্ণ রান বাঁচান। ৩৩ বলে বাউন্ডারি মেরে হাফসেঞ্চুরি চামারি আতাপাত্তুর। সেমিফাইনালেও হাফসেঞ্চুরি করেছিল। এ বার ফাইনালের মঞ্চেও। প্রথম দশ ওভারের মধ্যেই ১ উইকেটে ৮০ রান তুলে নেয় শ্রীলঙ্কা। ভারতীয় স্পিনারদের অস্বস্তিতে ফেলেন হর্ষিতা। রিভার্স সুইপে বিব্রত করেন রাধা যাদব, দীপ্তি শর্মাকে। অবশেষে দ্বাদশ ওভারে দীপ্তি শর্মার সৌজন্যে বড় ব্রেক থ্রু। চামারি আতাপাত্তুকে বোল্ড করেন তিনি। শ্রীলঙ্কা অধিনায়ক ৪৩ বলে ৬১ রানে ফেরেন। ভারতও ম্যাচে ফেরে। তখন ৪৮ বলে ৭২ রান প্রয়োজন শ্রীলঙ্কার। হর্ষিতা ক্রিজে থাকায় ভারতের চাপ বাড়ছিলই। ক্যাপ্টেন হরমনপ্রীত কৌর ক্যাচ ফসকান। ফিল্ডিংয়ে প্রচুর মিস। বোলারদের মনোবল আরও ভেঙে যায়। শেষ তিন ওভারে মাত্র ২৫ রান প্রয়োজন ছিল শ্রীলঙ্কার। ভারতের হাত থেকে ক্রমশ ট্রফি বেরিয়ে যাচ্ছিল। ১৮তম ওভারের প্রথম দু-বলেই ১০ রান। শ্রীলঙ্কা শিবিরে উচ্ছ্বাস। অঙ্ক দাঁড়ায় শেষ ২ ওভারে ৮ রান। হর্ষিতা যে ভাবে ব্যাট করছিলেন, এখান থেকে ভারতের আশা ছিল না বললেই চলে। ১৯তম ওভারে আক্রমণে আসেন পূজা বস্ত্রকার। ৮ বল বাকি থাকতেই ৮ উইকেটে জয় শ্রীলঙ্কার। বদলা নিয়ে চ্যাম্পিয়ন চামারিদের। হর্ষিতা ৫১ বলে ৬৯ রানে অপরাজিত থাকেন। কবিশা দিলহারি ১৬ বলে ৩০ রানে অপরাজিত থাকেন। এর আগে পাঁচ বার ফাইনালে উঠলেও এশিয়া কাপে রানার্স হয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল শ্রীলঙ্কাকে।

বাতিল হল প্যারিস গেমসের প্রি-রেস ট্রাইথ্যালন ইভেন্ট

প্যারিস, ২৮ জুলাইঃ ফের মুখ পুড়ছে প্যারিস গেমসের আয়োজকদের। বিপত্তি যেন প্যারিসকে জাপটে ধরেছে। এখন প্রশ্ন আয়োজকরা কি সুষ্ঠুভাবে প্যারিস অলিম্পিক আয়োজন করতে পারবে? গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ চলাকালীন একের পর বাধা তৈরি হচ্ছে প্যারিসে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দিন ফ্রান্সের রেল পরিষেবা স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এরপর বৃষ্টির কারণে স্কেটবোর্ড ট্র্যাক ভিজে থাকায় এই ইভেন্ট পিছিয়ে দেওয়া হয়। এ বার সমস্যা তৈরি হয়েছে শ্যেন নদীকে ঘিরে। যার জেরে বাতিল হল প্রি-রেস ট্রাইথ্যালন ইভেন্ট। রবিবার শ্যেন নদীতে প্রি-রেস ট্রাইথ্যালন ইভেন্ট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শ্যেন নদীর জলের মান নিয়ে চিন্তায় আয়োজকরা। যে কারণে বাধ্য হয়ে ইভেন্ট বাতিল করতে হয়েছে। আয়োজকরা জানিয়েছেন যে, শ্যেন নদীর জলের গুণমান পরীক্ষা করার পরই ট্রাইথ্যালন ইভেন্টটি বাতিল করা হয়েছে। ২৬ জুলাই ছিল প্যারিস অলিম্পিকের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। শ্যেন নদীর ৬ কিলোমিটার জুড়ে দেখা গিয়েছিল আলোর ঝলকানি। একের পর এক বোটে ছিলেন অলিম্পিকে অংশ নেওয়া দেশগুলির প্রতিনিধিরা।

অঙ্কিতারা অতীত বদলাতে পারলেন না আর্চারিরা

প্যারিস, ২৮ জুলাইঃ তারুণ্য এবং অভিজ্ঞতা কোনওটাই কাজে এল না। যে ভাবে শেষ আটে পা রেখেছিল টিম, ভাবা হয়েছিল পদক নিশ্চিত। ঠিক এখানেই অলিম্পিকের ক্যারিশমা। গ্রুপ স্টেজে কে কী করেছেন, পদক-সম্ভবনার ম্যাচে সে সব হিসেবেই আসে না। এলও না। অঙ্কিতা ভকত, ভজন কৌর দু'জনই নতুন মুখ। আর রয়েছেন অভিজ্ঞ দীপিকা কুমারী। তারুণ্য আর অভিজ্ঞতার মিশেল দিয়েও অনেক সময় পদক অর্জন করা যায় না। যদি না লক্ষ্যে অবিচল থাকা যায়। তিরন্দাজির মতো ইভেন্টে লক্ষ্যভেদই আসল।

আর সেটাই করতে পারলেন না ভারতের তিন মেয়ে। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে হেরে পদক রেখে এলেন প্যারিসেই। প্যারিস গেমসে পদক থেকে দু'ধাপ দূরে ছিলেন ভারতের মহিলা তিরন্দাজরা। পদকের কাছে পৌঁছতে হলে ডাচ-দেওয়াল পেরোতে হত অঙ্কিতা-দীপিকা-ভজনদের। কিন্তু তা আর হল কই! রবিবার বিকেলে মনু ভাকের ১০ মিটার এয়ার পিস্তল থেকে ব্রোঞ্জ পেয়ে ভারতের পদকের খাতা খুলেছেন। প্যারিস থেকে ভারতে দ্বিতীয় পদক আসতে পারত তিরন্দাজি থেকে। কিন্তু ভজন সর্বস্ব উজাড় করে চেষ্টা করলেও অঙ্কিতা-দীপিকারা পারলেন না। যার ফলে ভারতের মেয়েরা কোয়ার্টার ফাইনালেই আটকে গেল নেদারল্যান্ডসের কাছে। শুরুতেই ডাচদের থেকে পিছিয়ে পড়েন ভারতের মহিলা আর্চাররা। প্রথম সেটে ৫২ স্কোর করে ২ পয়েন্ট তুলে নেন ডাচ আর্চাররা। সেখানে মাত্র ১ স্কোরের জন্য ২ পয়েন্ট হাতছাড়া হয়। এরপর দ্বিতীয় সেটে ৫৪ স্কোর করেন ডাচরা। সেখানে ভারত করে ৪৯ স্কোর। পরপর দুই সেট খোয়ানোর পর তৃতীয় সেটেও ঘুরে দাঁড়াতে পারেননি অঙ্কিতা-দীপিকারা। তৃতীয় সেটে নেদারল্যান্ডস করে ৫৩ স্কোর আর ভারত আটকে যায় ৪৮ স্কোরে। যার ফলে ৬-০ ব্যবধানে জিতে সেমিফাইনালে ওঠে ডাচরা।

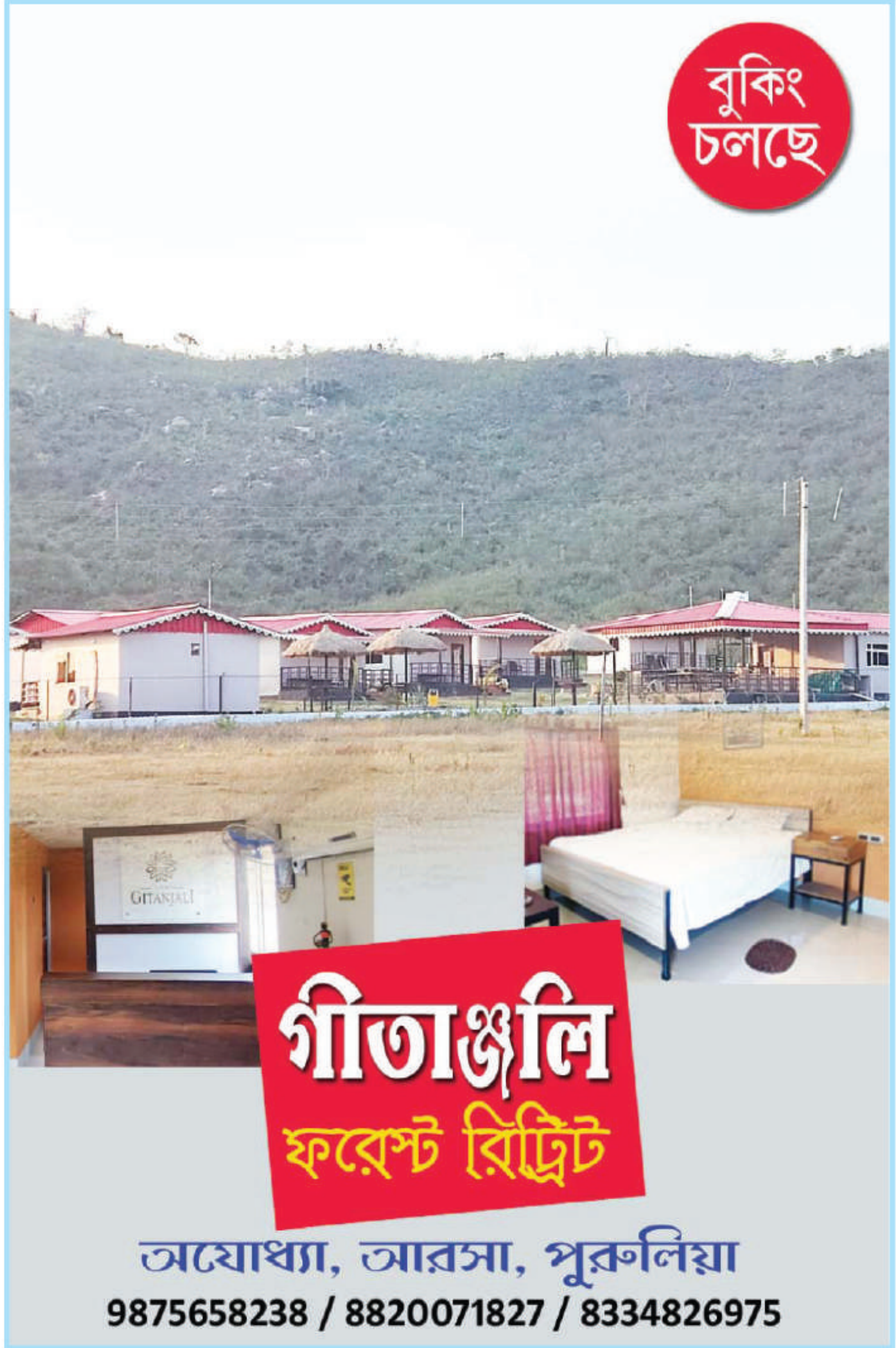

মেসিকে ছাড়াই লিগস কাপে ইন্টার মায়ামির শুভসূচনা

ফ্লোরিডা, ২৮ জুলাইঃ গত মরসুমে লিগস কাপ দিয়েই ইন্টার মায়ামির হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন লিওনেল মেসি। শুধু তাই নয়, এই ট্রফি জিতিয়েই মায়ামিকে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম শিরোপাটিও এনে দিয়েছিলেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। কিন্তু এবার সেই লিগস কাপে মায়ামির শুরুটা দর্শকসারিতে বসেই দেখতে হলো মেসিকে। চোটের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য ছিটকে যাওয়া মেসিকে ছাড়া অবশ্য শুরুটা ভালোভাবেই করেছে ফ্লোরিডার ক্লাবটি। পিউবলার বিপক্ষে আজ সকালের ম্যাচে ২-০ গোলের জয় পেয়েছে মায়ামি। এই জয়ে মায়ামির হয়ে গোল দুটি করেছেন মাতিয়াস রোহা ও লুইস সুয়ারেজ। কোপা আমেরিকার ফাইনালে চোটে পড়ে মাঠ ছেড়েছিলেন মেসি। চোট কাটিয়ে কখন ফিরবেন, তা এখনো অনিশ্চিত। লিগস কাপের শুরুতে তাঁর না থাকাটা আগেই নিশ্চিত করেছিলেন মায়ামি কোচ জেরার্দো মার্তিনোও। এমনকি মেসি কখন ফিরবেন, তা জানেন না তাঁর সতীর্থরাও। আজ অবশ্য স্ট্যান্ডে

দর্শক হয়ে মায়ামির খেলা দেখেছেন মেসি।

বসেই সতীর্থদের খেলা উপভোগ করতে দেখা গেছে মেসিকে। যেখান থেকে শেষ পর্যন্ত হাসিমুখেই বাড়ি ফিরেছেন তিনি। ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে পিউবলার বিপক্ষে সবদিক থেকেই এগিয়ে ছিল মায়ামি। বলদখল, আক্রমণ কিংবা গোলে প্রতিপক্ষকে সুবিধা করতে দেয়নি মার্তিনোর দল। পিউবলা কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও সেগুলো গোল আদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল না। অন্যদিকে শুরু থেকে দাপুটে ফুটবল খেলা মায়ামি এদিন এগিয়ে যায় ম্যাচের ৯ মিনিটেই। বাঁ প্রান্ত দিয়ে গড়ে ওঠা আক্রমণে রবার্ট টেলরের কাছ থেকে বল পেয়ে দুর্দান্ত ফিনিশিংয়ে গোল করেন রোহা। এরপর বল পোস্টে না লাগলে ১৬ মিনিটেই ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারত তারা। প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও মেক্সিকান প্রতিপক্ষকে চাপে রাখে মায়ামি। তবে দ্বিতীয় গোলটির জন্য তাদের অপেক্ষা করতে হয় ম্যাচের ৭২ মিনিট পর্যন্ত। দারুণ এক আক্রমণ থেকে জর্দি আলবার পাসে লুইস সুয়ারেজ গোল করলে ব্যবধান ২-০ করে মায়ামি। এই দুই গোলই শেষ পর্যন্ত ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেয়। আর জয় নিয়েই হাসিমুখে মাঠ ছাড়ে মায়ামি। লিগস কাপে মায়ামি পরের ম্যাচ খেলবে টাইগ্রেস ইউএএনএলের বিপক্ষে। ৪ আগস্ট ভোর ছয়টায় মেক্সিকান এই ক্লাবটির মুখোমুখি হবে লিগস কাপের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com